আমেরিকান স্বপ্ন বাস্তবায়নে জাতিগত ঐক্যের বিকল্প নেই: শাহানা হানিফ পৃষ্ঠা ২০

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 27 November 2025, 9th Year, Issue 454, 40 Pages

রহস্য বাড়ালেন শুভ-ঐশী পৃষ্ঠা ৩৬

বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৪, পৃষ্ঠা ৪০

মামদানি প্রশাসনে নতুন কাজের সুযোগের আশায় চাকরিপ্রার্থীরা

সোহানা নাজনীন

নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি অনলাইনে চাকরি আবেদন পোর্টাল চালুর পর শহরজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন প্রত্যাশা। প্রশাসন পরিবর্তনের মুহূর্তে অনেকেই ভবিষ্যতের সুযোগ খুঁজছেন। পোর্টালে আবেদনের ঢল পড়েছে—যা সিটি সরকারের কাজে নাগরিকদের আগ্রহের জোরালো প্রমাণ।

আবেদন যতই হোক, কতগুলো পদ খালি আছে, কী ধরনের দায়িত্বে মানুষ নেওয়া হবে—এসব বিষয়ে মামদানি টিম এখনো কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা জানায়নি। এমন অবস্থায় চাকরিপ্রার্থীদের সামনে সুযোগ যেমন বড়, অনিশ্চয়তাও ততটাই বাস্তব। বিশেষত, দীর্ঘমেয়াদি সরকারি চাকরি পাওয়ার মূল পথ হলো পুরোনো সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা, যা পোর্টালের বাইরে আলাদা প্রক্রিয়া।

সিটির শতাধিক দপ্তরে বর্তমানে হাজার হাজার পদে কর্মী নেয়া হচ্ছে—

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

৩ মামলায় শেখ হাসিনার ২১ বছরের কারাদণ্ড

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি

এক মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়ের ৫ বছর, আরেক মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

ঢাকা অফিস

ঢাকার পূর্বাচলের নতুন শহর প্রকল্পে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির পৃথক তিন মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের কারাদণ্ড হয়েছে।

পৃথক তিন মামলায় শেখ হাসিনাকে ৭ বছর করে মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এক মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়ের ৫ বছরের কারাদণ্ড

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

হাসিনাকে ফেরানোর চিঠি পর্যালোচনা করছে ভারত

ঢাকা অফিস

মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরাতে বাংলাদেশ ভারতকে চিঠি দিলেও গতকাল বুধবার পর্যন্ত কোনো জবাব আসেনি। তবে ভারত জানিয়েছে, তারা চিঠিটি পেয়েছে এবং বিষয়টি পর্যালোচনা করছে।

একই দিন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, তাঁরা জবাবের অপেক্ষায় থাকলেও এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর আসবে, এমনটা প্রত্যাশা করছেন না। একই দিন শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নির্বাচিত হলে পিপিএলের সাথে হোমকেয়ার কনটাক্ট বাতিল করব: ডিলগাডো

ফান্ড রেইজিং ডিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের গভর্নর পদপ্রার্থী এন্টোনিও ডিলগাডো বলেছেন, 'আমি নির্বাচিত হলে পিপিএলের সাথে হোমকেয়ার কনটাক্ট বাতিল করবো। এই কনট্রাক্টের কারণে নিউইয়র্কে কয়েক হাজার সিডিপ্যাপ স্মল বিজনেস বন্ধ হয়ে গেছে, যা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।

সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির উদ্যোগে গভর্নর পদপ্রার্থী এন্টোনিও ডিলগাডোর সমর্থনে আয়োজিত এক ফান্ড রেইজিং ডিনারে এসব কথা বলেন তিনি। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাতে সানাই রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশসহ সাউথ এশিয়ান বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দদের নিয়ে এই ডিনারের আয়োজন করা হয়।

ফান্ড রাইজিং ডিনারের উদ্যোক্তাদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ্ নেওয়াজ, সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান

গভর্নর পদপ্রার্থী এন্টোনিও ডিলগাডো

সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, যুক্তরাষ্ট্র ইন্টার স্টেট বিএনপির প্রেসিডেন্ট কাজী আজমসহ বাংলাদেশি ও সাউথ এশিয়ান নেতৃবৃন্দ।

এসময় এন্টোনিও ডিলগাডো নির্বাচিত হলে সিডিপ্যাপ ব্যবসার সংকট দূর হবে এবং দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন নেতৃবৃন্দরা।

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

শেখ হাসিনা, রেহানা ও টিউলিপের মামলার রায় ১ ডিসেম্বর

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি

ঢাকা অফিস

রাজউকের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও রেহানার বড় মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী ১ ডিসেম্বর। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক মো. রবিউল আলম এই দিন ধার্য করেন।

এ নিয়ে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্যসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা ছয়টি মামলার মধ্যে চতুর্থ মামলার রায়ের দিন ধার্য করা হলো।

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা তিন মামলার রায়ের দিন ধার্য রয়েছে ২৭ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার)। এই তিন মামলাতেই শেখ হাসিনা আসামি। ২৩ নভেম্বর ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এই তারিখ ধার্য করেন।

শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলাটিতে যুক্তিতর্ক শুনানি হয়। এই মামলার ১২ আসামির মধ্যে শুধু রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক সদস্য (ভূমি ও এস্টেট) খুরশীদ আলম কারাগারে আছেন। তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বাকিরা পলাতক। টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটিশ এমপি।

মঙ্গলবার খুরশীদ আলমের পক্ষে আইনজীবী শাহিনুর ইসলাম যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। শুনানি শেষে রায়ের তারিখ ধার্য করেন বিশেষ জজ আদালত-৪।

বিশেষ জজ আদালত-৪-এ প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে করা আরও দুটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই দুটি মামলায় মঙ্গলবার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ না হওয়ায় এর মধ্যে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানার ছোট মেয়ে আজমিন সিদ্দিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ৩০ নভেম্বর এবং শেখ হাসিনা, রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ১ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।

চলতি বছরের ৩১ জুলাই একই আদালত এই তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর সড়কে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, জয়, পুতুল, ববি ও আজমিনের নামে প্রতিটি ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি দুদক এই ছয়জন, টিউলিপসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ৬টি মামলা করে। গত ২৫ মার্চ এই ছয় মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দেয় দুদক। অভিযোগপত্রে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাসহ ২৮ আসামি।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

শুধু আ.লীগ নয়, একাত্তরের গণহত্যায় জড়িত দলেরও বিচার চাই

ঢাকা অফিস

চব্বিশের গণহত্যাকারীদের মতো একাত্তরের গণহত্যাকারীদেরও বিচার চেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। সোমবার রাতে রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

নাসীরুদ্দীন জানান, নির্বাচনের আগে নতুন জোট আসবে। তিনি বলেন, 'আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নতুন একটা জোট দেখতে পাবেন। এই জোট হবে নারীদের পক্ষে, আলেম ওলামার পক্ষে, বাংলাদেশের পক্ষে।'

নাম উল্লেখ না করে জামায়াতে ইসলামীর দিকে ইঙ্গিত করে নাসীরুদ্দীন বলেন, 'প্রশাসনকে হুমকি দিয়ে একটি দলের অধীনে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা প্রশ্ন রাখব, শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় হয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগের দলীয়ভাবে বিচার চেয়ে গণমিছিল করেছি। একাত্তর সালে কি বাংলাদেশে গণহত্যা হয় নাই? গণহত্যার জন্য তো অনেক পক্ষ দায়ী ছিল। গণহত্যার অভিশাপকে তো আপনি এড়াতে পারবেন না।'

চব্বিশের মতো একাত্তরের গণহত্যারও বিচার চান জানিয়ে নাসীরুদ্দীন বলেন, 'আমরা চব্বিশের গণহত্যার জন্য যেমন দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার চাচ্ছি। একাত্তর সালে যে সকল দল গণহত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, আমরা তাদেরও বিচার দাবি করছি। আমরা এক পাক্ষিক হতে পারব না।' এ সময় নাসীরুদ্দীন অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' দেখতে পাচ্ছি না। নির্বাচন কমিশন একদিকে হেলে পড়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে দলের দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, 'গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জাতীয় পার্টির কিছু লোক, যারা ফ্যাসিবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, তারা আবার ডাল-পালা মেলতে শুরু করেছে।

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
• স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

শাহজাহান চৌধুরীকে জামায়াতের শোকজ নোটিশ

ঢাকা অফিস

শাহজাহান চৌধুরী

প্রশাসনের লোকেরা ‘আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে’— বিতর্কিত এই মন্তব্যের জন্য শাহজাহান চৌধুরীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। মঙ্গলবার দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত নোটিশটি তাঁকে পাঠানও হয়েছে। জামায়াতের প্রচার বিভাগ গণমাধ্যমকে বিষয়টি জানায়।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীকে দেওয়া নোটিশে বলা হয়, বিগত ২২ / ১১ / ২০২৫ শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরীর জিইসি কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী দায়িত্বশীল সম্মেলনে আপনি বক্তব্য প্রদান করেছেন যে, ‘নির্বাচন শুধু জনগণ দিয়ে নয় যার যার নির্বাচনী এলাকায় প্রশাসনের যারা আছে, তাদের সবাইকে আমাদের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের কথায় উঠবে, আমাদের কথায় বসবে, আমাদের কথায় গ্রেপ্তার করবে, আমাদের কথায় মামলা করবে।’

এতে আরও বলা হয়, ‘আপনার এই বক্তব্য বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। আমরা বক্তব্যটি দেখেছি, যা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা ও মূল স্পিরিটকে স্পষ্টভাবে ব্যাহত করেছে। আমরা মনে করি, প্রশাসন পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন, এখানে আমাদের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে আপনি এই ধরনের সাংগঠনিক ভাবমর্যাদা ক্ষুন্নকারী ও শৃঙ্খলা বিরোধী বক্তব্য। রেখেছেন। যার ফলে আপনাকে কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এমনকি মুহতারাম জামীরে জামায়াতও আপনাকে ডেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সতর্ক করেছেন। এতদসত্ত্বেও আপনার মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।’

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

সম্পাদকীয়

ভূমিকম্পের প্রতিশব্দ এখন বাংলাদেশের জন্য সতর্কবার্তা

গত ২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল এলাকায় একটি ম্যাগনিচিউড ৫.৫–৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্রের গভীরতা ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। এই ভূমিকম্পের কারণ এবং তার পরিণতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকি শুধু এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত নয়—এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক প্রস্তুতির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দাবি করে।

বাংলাদেশ কখনই হালকাভাবে নেওয়ার মতো দেশ নয়। ইউরেশিয়ান প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট এবং বার্মা মাইক্রোপ্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থান বলে এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক চাপ বহুদিন ধরে জমে আছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পটি ইনট্রাপ্লেট ফল্ট থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন। এ ধরনের ফল্ট জনবহুল এলাকায় বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি করে। অতীতের অভিজ্ঞতাও বলে—বাংলাদেশ একটি সক্রিয় ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চল। দেশের পার্বত্য অঞ্চল এবং সীমান্তঘেঁষা জায়গাগুলোতে যে ভূকম্পন আমরা বারবার টের পাই, তা নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে—এমন ভূমিকম্পের মূল কারণ কী? সহজ ব্যাখ্যায় বলা যায়, ভূ-পৃষ্ঠের নিচে টেকটনিক প্লেটগুলোর ধীর সঞ্চালন এবং সংঘর্ষের চাপ একসময় হঠাৎ মুক্ত হয়ে কম্পন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল—চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ—উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বহু গবেষণায় উল্লেখ আছে। রাজধানী ঢাকাও ঝুঁকির বাইরে নয়। বরং নিয়ন্ত্রণহীন দালান নির্মাণ, ঘনবসতি এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন ঢাকাকে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে—এটি বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট সতর্কতা।

> ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভূমিকম্পের ক্ষতি কমানো অবশ্যই সম্ভব। আমাদের বিজ্ঞান, প্রস্তুতি এবং নীতি—সবকিছু সমন্বিত হলে জীবন বাঁচানো যায়। ভয় নয়, প্রয়োজনীয় সতর্কতায় এগিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃতির শক্তির সামনে নম্র হলেও দায়িত্বহীনতা কখনো ক্ষমাযোগ্য নয়। সতর্ক সংকেত বহুবার এসেছে—এবার কাজের পালা।

ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি শুধু প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না; আমাদের অব্যবস্থাপনা সেটিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। ঢাকার সরু অলিগলি, অননুমোদিত বহুতল ভবন, নির্মাণ কোড না মানা—এসব বাস্তবতা সামনে রেখে বলা যায়, বড় ভূমিকম্প হলে ক্ষতির হিসাব কল্পনারও বাইরে হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বহুদিন ধরেই বলছেন—অবকাঠামো দুর্বল থাকলে মানবিক বিপর্যয় রোধ করা কঠিন।

এখানে সরকার ও নাগরিক—দুই পক্ষেরই বড় দায়িত্ব রয়েছে। কারণ—ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস এখনো নিশ্চিতভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রস্তুতিই একমাত্র পথ। স্কুল-কলেজে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া, দ্রুত উদ্ধার ব্যবস্থার প্রসার, প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল—এগুলো জরুরি। পাশাপাশি নাগরিক পর্যায়ে ছোট প্রস্তুতিও বড় ভূমিকা রাখে—ভারী জিনিস মাথার ওপরে না রাখা, বের হওয়ার পথ খালি রাখা, জরুরি ব্যাগ প্রস্তুত রাখা, সকলের জরুরি নম্বর জানা—এসব জীবনরক্ষার সহায়ক।

এছাড়া গ্রাম ও শহর সব জায়গায় জরুরি সেবার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। উদ্ধার সরঞ্জাম, ফায়ার সার্ভিসের প্রস্তুতি, আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকলে কাগুজে পরিকল্পনা বিপর্যয় ঠেকাতে পারবে না।

প্রকৃতির কাছে মানুষ অসহায়—ভূমিকম্প আমাদের তা শেখায়। কিন্তু জ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রস্তুতিই আমাদের রক্ষাকবচ। আজ সতর্ক না হলে কাল বড় বিপর্যয়ের দায় আমরা কেউই এড়াতে পারব না। প্রতিটি মানুষের জীবন মূল্যবান—অবহেলায় তা নিঃশেষ হওয়ার মতো দুঃখ আর কিছু নেই।

আমাদের শহরের আকাশচুম্বী দালানগুলো যেন মৃত্যু ফাঁদে পরিণত না হয়—এ দায়িত্ব শুধু ভবনমালিকের নয়, রাষ্ট্রেরও। সঠিক প্রকৌশল নীতি, আইন প্রয়োগ এবং দুর্নীতি-রোধ—এই তিনটি ক্ষেত্র জরুরি সুরক্ষার ভিত্তি।

ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভূমিকম্পের ক্ষতি কমানো অবশ্যই সম্ভব। আমাদের বিজ্ঞান, প্রস্তুতি এবং নীতি—সবকিছু সমন্বিত হলে জীবন বাঁচানো যায়। ভয় নয়, প্রয়োজনীয় সতর্কতায় এগিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃতির শক্তির সামনে নম্র হলেও দায়িত্বহীনতা কখনো ক্ষমাযোগ্য নয়।

বাংলাদেশকে নিরাপদ রাখতে হলে এখনই জাগতে হবে—সরকার, বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম ও নাগরিক সবাইকে। সতর্ক সংকেত বহুবার এসেছে—এবার কাজের পালা।

হাসিনাকে ফেরত না দিলে আইসিসির হস্তক্ষেপের সুযোগ কতটা

হুসাইন আহমদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে 'নোট ভার্বাল' বা কূটনৈতিক পত্র পাঠানো হয়েছে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন।

দণ্ডিত হওয়ার আগেও হাসিনা ও একই মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফেরত চেয়ে একাধিকবার অনুরোধ জানালেও ভারত তাতে সাড়া দেয়নি। কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা যা বলছেন, তাতে ভারত শেখ হাসিনাকে ফেরত দেবে এমন কোনো জোরালো পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে না।

এমন প্রেক্ষাপটে রায়ের পর দুই দণ্ডিতকে ফেরত চেয়ে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করা হবে বলে সম্প্রতি জানিয়েছিলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সে সঙ্গে তাঁদের প্রত্যর্পণের বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের হেগের স্থাপিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কাছে 'অ্যাপ্রোচ' করা যায় কি না, তা-ও পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত জানান।

সরকার ইতিমধ্যে দিল্লির কাছে প্রত্যর্পণের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠিয়েছে। এখন আইসিসির কাছ থেকে সহায়তার পথ হয়তো খুঁজছে সরকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের সুযোগ হেগের আদালতের কতটুকু আছে। বড় আয়না দেখলে, আইসিসির সদস্য হওয়ায় এর দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের আছে; কিন্তু ভারত সদস্য না হওয়ায় এই আদালতের আসলে কতটুকু কী করার আছে?

জোরালো রাজনৈতিক বার্তা, কিন্তু আইনি পথ অস্পষ্ট

রায়ের পর সম্প্রতি আইন উপদেষ্টা গণমাধ্যমকে বলেন, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালের প্রত্যর্পণের জন্য আমরা ভারতের কাছে চিঠি দিচ্ছি। তারা কনভিক্টেড (দোষী সাব্যস্ত), তাই ভারতকে আমাদের এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে কোনো ধরনের অ্যাপ্রোচ করা যায় কি না—আমরা বিবেচনা করব।'

সরকারের এই বক্তব্যে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরির ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু আইনগত দিক থেকে হিসাবটা এত সরল নয়। কারণ, দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকায় বাংলাদেশ ভারতের কাছে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তির প্রত্যর্পণ চাওয়ার অধিকার রাখে। তবে সব ক্ষেত্রে ভারত ফেরত দিতে বাধ্য নয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুক্তিতে দুই পক্ষের তা এড়ানোর সুযোগ আছে। অন্যদিকে ভারতের প্রত্যর্পণ আইনও কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ না করা অধিকার দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো—প্রাণ হারানোর ঝুঁকি থাকলে বা 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে' মামলা হলে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভারত ফেরত নাও দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষত আইসিসিতে যাওয়ার আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশ সদস্য, ভারত নয়—এর অর্থ কী?

বাংলাদেশ রোম স্ট্যাটিউট বা রোম সংবিধিতে স্বাক্ষর ও সংসদে অনুমোদন করায় নীতিগতভাবে দেশের ভেতরে সংঘটিত রোম সংবিধিসংক্রান্ত অপরাধের বিষয়ে অথবা বাংলাদেশ সরকার স্বেচ্ছায় রেফার করলে আইসিসি তাত্ত্বিকভাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।

কিন্তু ভারত আইসিসির সদস্য নয়। দেশটি রোম স্ট্যাটিউটে স্বাক্ষর করলেও সংসদে তা অনুমোদন করেনি। ফলে, আইসিসির কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মানতে ভারত বাধ্য নয়। ভারতের মাটিতে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক বা ফেরত পাঠাতেও আইসিসি তাকে চাপ দিতে পারে না।

আইসিসির সঙ্গে ভারতের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ, বাংলাদেশ সদস্য হলেও ভারতের সদস্য না হওয়া পুরো প্রক্রিয়াকে বাস্তবে অসম্ভব করে তোলে।

আইসিসির হস্তক্ষেপে সুযোগ কোথায়?

তত্ত্বগতভাবে আইসিসি নিম্নলিখিত তিনটি পথে কোনো মামলায় জড়াতে পারে।

১. সদস্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় রেফার করলে—
অন্তর্বর্তী সরকার চাইলে হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী মামলাটি আইসিসিতে পাঠাতে পারত। কিন্তু তা না করে সরকার নিজস্ব আদালতে বিচার করেছে এবং রায়ে সন্তোষ জানিয়েছে। এখন এই মামলা আইসিসিতে রেফার করা আইনি দিক থেকে সংগত নয়।

২. আইসিসির প্রসিকিউটর নিজে তদন্ত শুরু করলে—
হেগের আদালতের প্রসিকিউটর যদি হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের নিজস্ব তদন্ত শুরু করেন এবং সেটার প্রমাণ মিললে হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়—অপরাধ কতটা গুরুতর, এখতিয়ার, প্রমাণ, সম্পূরকতা—বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের (ভারত) ভেতরে থাকেন, তাহলে সেটাও অসম্ভব।

৩. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেফারেল হলেও আইসিসির হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে। নিরাপত্তা পরিষদ চাইলে এমন কোনো অপরাধের বিষয়ে আইসিসিকে দায়িত্ব দিতে পারে। কিন্তু বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থায় চীন, রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্র যে তাতে ভেটো দেবে না—এমনটা ভাবা অবাস্তব।

এই মামলায় আইসিসির কোনোভাবেই হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই বলে মনে করেন যুদ্ধাপরাধবিষয়ক সাংবাদিক ও গবেষক ডেভিড বার্গম্যান। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেও একটা বিষয় একেবারে স্পষ্ট—হাসিনার মামলায় এই আদালত কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবেন না।

ডেভিড বার্গম্যান বলেন, বাংলাদেশ চাইলে মামলাটি শুরুতেই আইসিসিতে রেফার করতে পারত, কিন্তু তারা তা করেনি। এখন যেহেতু বিচার শেষ হয়ে গেছে, তাই বিষয়টি কার্যত বন্ধ।

বার্গম্যানের মতে, সরকার যদি নির্ভুল ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিচারপ্রক্রিয়া চাইত, তাহলে মামলাটিকে তারা আইসিসির কাছে পাঠাত বা দেশের ট্রাইব্যুনাল সংস্কার করত। তারা কোনোটাই করেনি। সুতরাং আইসিসির পথ বন্ধ।

আইসিসি যেভাবে কাজ করে: ১০টি মৌলিক ধাপ

১) ১৮ বছরের নিচে অপরাধী হলে আইসিসি বিচার করে না।

২) তদন্তের আগে 'প্রাথমিক পরীক্ষা' বাধ্যতামূলক।

৩) প্রসিকিউটরকে দায়–অদায়—দুই দিকের প্রমাণই সংগ্রহ করতে হয়।

৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ।

৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের বোধগম্য ভাষায় তথ্য জানার অধিকার রাখেন।

৬) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারপূর্ব চেম্বার আদালত।

৭) অভিযোগ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত 'সন্দেহভাজন', পরে 'অভিযুক্ত'।

৮) বিচারের পর্যায়ে তিন পক্ষকে শোনা হয়—প্রসিকিউশন, আসামিপক্ষ ও ভুক্তভোগী প্রতিনিধি।

৯) রায়ের বিরুদ্ধে দুই পক্ষই আপিল করতে পারে।

১০) মামলা খারিজ হলেও নতুন প্রমাণ পেলে আবার উন্মুক্ত করা যায়।

এসব ধাপ প্রয়োগের পূর্বশর্ত হলো এখতিয়ার। কিন্তু ভারত সদস্য না হওয়ায় এখতিয়ার প্রয়োগই সম্ভব নয়।

প্রত্যর্পণ চুক্তিই একমাত্র উপায়

সুতরাং, শেখ হাসিনা ও কামালকে ফেরাতে আপাতত সম্ভাব্য একমাত্র পথ দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তি। এটাই একমাত্র কার্যকর আইনি পথ। তবে ভারত সেটা চায় কি না—এটাই মূল প্রশ্ন।

মিত্র শক্তিকে বাঁচাতে ভারত চাইলে মৃত্যুর ঝুঁকি দেখিয়ে প্রত্যর্পণের অনুরোধ সহজেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে—পশ্চিমে বহু নজির আছে। সে হিসেবে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আজীবন কারাবাস বা অন্য কোনো দণ্ড হলে হয়তো আন্তর্জাতিকভাবে চাপ তৈরির সুযোগ থাকত।

অতএব, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে হেগের আদালতের ভূমিকা শূন্যের কাছাকাছি। এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক সম্পর্ক ও ভারতের সদিচ্ছার ওপর।

ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা পুতিনের জন্য উপহার

কেনেথ রথ

কিছু সময়ের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইউক্রেনের ব্যাপারে আশাবাদী মনে হয়েছিল। ট্রাম্প আগস্টে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যুদ্ধবিরতি আলোচনায় বাধা দিলে পুতিনকে 'ভয়াবহ পরিণতি'র মুখোমুখি হতে হবে। তবে তখন তিনি কিছুই করেননি, যদিও পুতিন তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। ট্রাম্প অবশ্য ২২ অক্টোবর রাশিয়ার দুটি বৃহত্তম তেল কোম্পানি রোসনেফট ও লুকোয়েলের ওপর গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করেন। কিন্তু এখন ইউক্রেনের জন্য তাঁর ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে ট্রাম্প তাঁর পুতিনপন্থি আদর্শে ফিরে গেছেন, যেখানে ইউক্রেনীয় বা ইউরোপীয়দের কোনো অংশগ্রহণ নেই। তা ছাড়া এর খসড়া করেছেন মার্কিন ও রাশিয়ান কর্মকর্তারা।

ট্রাম্পের পরিকল্পনা পুতিনকে ইউক্রেন আক্রমণের জন্য পুরস্কৃত করবে এবং ইউক্রেনের গণতন্ত্র ঝুঁকির মুখে ফেলবে। পরিকল্পনায় 'ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা হবে'– এই জোরালো ঘোষণা ফাঁকা বুলি মনে হয়। কারণ পরিকল্পনার অনেকটাই সেই সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করবে। ক্রেমলিন মনে করছে, পরিকল্পনাটি ইউক্রেনের জন্য একটি দুঃস্বপ্ন হবে।

তাঁর রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখে ট্রাম্প ইউক্রেনীয় সংঘাতকে কেবল একটি ভূখণ্ডের বিরোধ বলেই মনে করে চলেছেন, যেন পুতিনকে ইউক্রেনীয় জমির একটি অংশ হস্তান্তর করলে স্বৈরশাসক সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু পুতিনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য কেবল পূর্ব ইউক্রেনের একটি বিশাল ছাই হয়ে যাওয়া শিল্পহীন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নয়। এর সঙ্গে ইউক্রেনের গণতন্ত্র যুক্ত। পুতিনের এটি ধ্বংস করার ইচ্ছার কারণ, যাতে এটি আর রাশিয়ার জনগণের জন্য জবাবদিহিমূলক সরকারের একটি আকর্ষণীয় মডেল হিসেবে কাজ না করে। পুতিনের ভয়ংকর একনায়কতন্ত্র বরাবরই তাদের তা দিতে অস্বীকার করছে।

খেরসন ও জাপোরিঝিয়ার মতো বিভক্ত ইউক্রেনীয় প্রদেশগুলো যখন বরফে ঢেকে যাচ্ছে; ট্রাম্পের পরিকল্পনা ইউক্রেনকে পুরো দোনেস্ক প্রদেশ ছাড়তে বাধ্য করবে। তাঁর বাহিনী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ করে যে প্রদেশ দখল করতে পারেনি, তা দিয়ে রাশিয়াকে পুরস্কৃত করা ছাড়াও এই আত্মসমর্পণ ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা বিপজ্জনকভাবে দুর্বল করে দেবে। দোনেস্কে ইউক্রেনের বহুল প্রশংসিত 'দুর্গ বলয়'-এর অবস্থান, যা রাশিয়ার অগ্রগতির পথে একটি প্রধান বাধা। ট্রাম্প ইউক্রেনকে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছেড়ে দিতে বলছেন। ফলে পুতিন যদি পরে যুদ্ধ পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর কিয়েভে পৌঁছানোর পথে আর কোনো বাধা থাকবে না।

তদুপরি রাশিয়ার জন্য নতুন করে যুদ্ধ শুরু সহজ করতে ট্রাম্প ইউক্রেনকে তার সেনা সংখ্যা বর্তমান আট লাখ বা ৮ লাখ ৫০ হাজার থেকে ছয় লাখে নামিয়ে আনতে বাধ্য করবেন। ট্রাম্পের পরিকল্পনায় রাশিয়ান বাহিনীর ওপর এমন কোনো সীমা আরোপ করা হয়নি। ইউক্রেনের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে নাৎসিদের একটি দল হিসেবে চিত্রিত করা পুতিনের প্রচেষ্টার প্রতি আপাতদৃষ্টিতে সমর্থন জানিয়ে ট্রাম্প এ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এতে বলা হয়েছে, 'সব ধরনের নাৎসি মতাদর্শ ও কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান ও নিষিদ্ধ করতে হবে।' এ ব্যাপারে আরও জোর দিয়ে বলা হয়, 'ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি চুক্তির ১০০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করবে।' রাশিয়ায় নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে পুতিনের একনায়কত্ব বিপন্ন করার জন্য ট্রাম্প কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি।

নিশ্চিতভাবে এ পরিকল্পনায় রাশিয়াকে 'প্রতিবেশী দেশগুলিতে আক্রমণ না করা' এবং 'ইউরোপ ও ইউক্রেনের প্রতি আগ্রাসন না করার নীতি আইনিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা'র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পুতিন অতীতে একই ধরনের চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন, তাই এবার কেন আমরা পুতিনের ওপর আস্থা রাখব? যেমন ১৯৯৪ সালের বুদাপেস্ট স্মারকলিপি, যেখানে রাশিয়া তার সোভিয়েত যুগের পারমাণবিক অস্ত্র ত্যাগের বিনিময়ে ইউক্রেনের সীমান্তের ব্যাপারে সম্মানজনক অবস্থান নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং ২০১৪-১৫ সালের মিনস্ক চুক্তি, যেখানে রাশিয়া যুদ্ধবিরতি এবং পূর্ব ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চল কিয়েভকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। স্পষ্টত এসব চুক্তি রাশিয়া মেনে চলেনি।

এ কারণেই ইউক্রেন পশ্চিমা নিরাপত্তা গ্যারান্টির ওপর এত জোর দিয়ে আসছে। এ পরিকল্পনায় রাশিয়া পুনরায় আক্রমণ শুরু করলে 'চূড়ান্ত সমন্বিত সামরিক জবাব' হুমকির মধ্যে পড়বে। 'ইউক্রেন নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা গ্যারান্টি পাবে'; বলা হয়েছে বটে, তবে বিস্তারিত বিবরণ অস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। পরিকল্পনাটি কেবল ইউক্রেনকে ন্যাটো সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করবে না, বরং ন্যাটো সদস্যদের ইউক্রেনের মাটিতে সৈন্য মোতায়েনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করবে। ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে প্রতিশ্রুত বাহিনী নিয়োগও বাদ পড়বে। যার ভিত্তিতে ইউক্রেন পুতিনকে তার ক্ষয়প্রাপ্ত বাহিনী পুনরায় গুছিয়ে নেওয়া, পুনর্গঠন এবং পুনরায় আক্রমণ থেকে বিরত রাখার জন্য বিবেচনা করছিল।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ইউরোপীয় নেতারা দীর্ঘদিন ইউক্রেনে যে কোনো শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রতি মার্কিন সমর্থনের ওপর জোর দিয়ে আসছেন। আপাতত এটি নির্ভর করছে বিশ্বাসের অযোগ্য ট্রাম্পের ওপর। তা ছাড়া ট্রাম্প কেবল 'গোয়েন্দা ও লজিস্টিকস সহায়তা' অথবা 'যথোপযুক্ত বিবেচিত অন্যান্য পদক্ষেপ' প্রদান করছেন বলে জানা গেছে, যদিও তা ন্যাটোর মতো শোনায়; কিন্তু তা সরাসরি সামরিক সহায়তা নয়। এতে পুতিনের মাথাব্যথা কমই থাকবে।

প্রিন্সটনের স্কুল অব পাবলিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের ভিজিটিং প্রফেসর; দ্য গার্ডিয়ান থেকে ভাষান্তর

মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে বাংলাদেশ

আলম শাইন

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস কিংবা বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে হুঁশিয়ারি সংকেত পেলেও অথবা নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেতে এ ধরনের কোনো সুযোগ পায় না মানুষ। কারণ, বিজ্ঞান ভূমিকম্পের মতো মহাদুর্যোগের কাছে খুবই অসহায়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস মানুষকে জানানোও যায় না। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সেক্ষেত্রে সামান্য সফলতাও অর্জন করেছেন। তাঁরা সেলফোনের মাধ্যমে ভূমিকম্পের আগাম সতর্কীকরণের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। তবে সেটি তেমন কার্যকর ব্যবস্থা নয়; মাত্র ৮০ সেকেন্ড আগে জানা যাবে। তবু সেটি নিয়ে আশায় বুক বাঁধা যায়। হয়তো একদিন সেটি ৮০ মিনিটেও দাঁড়াতে পারে। তবে বর্তমানে এই দুর্যোগ থেকে নিস্তার পাওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। এটাই সত্য।

ভূমিকম্প বিভিন্ন মাত্রার হয়। ধ্বংস–লীলার শক্তির পরিমাপ বোঝাতে রিখটার স্কেলের মাত্রা ব্যবহার করা হয় ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে। যেমন ১ থেকে ১০ হচ্ছে রিখটার স্কেলের মাত্রা। রিখটার স্কেলের মাত্রা ৫ এর ওপরে গেলেই সেটাকে ভারী বা মাঝারি ভূমিকম্প বলা হয়। যেই মাত্রার ভূমিকম্প শুক্রবার ঢাকার আশপাশে ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এটির মাত্রা ছিল ৫.৭, যার উৎপত্তিস্থল নরসিংদি জেলার নিকটবর্তী অঞ্চলে। এই লেখা শেষ করা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে যতটা জানা গেছে, তা হচ্ছে ৬ জনের মৃত্যু, আহত ৮৩ জন এবং কয়েকটা ভবন হেলে পড়েছে। নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গাতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারছি।

ভূমিকম্পের একেক মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার মানেই হচ্ছে ১০ থেকে ৩২ গুণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন, ভূমিকম্পের মাত্রা ৫ থেকে ৫.৯৯ হচ্ছে মাঝারি, ৬ থেকে ৬.৯৯ তীব্র, ৭ থেকে ৭.৯৯ ভয়াবহ, ৮ এর ওপরে মহাদুর্যোগ। এই হচ্ছে রিখটার স্কেলের হিসেব। রিখটার স্কেলের হিসেব ছাড়াও ভূমিকম্প ছোট, মাঝারি ও বড় ধরনের আখ্যা দিয়ে থাকে অনেকেই। তবে ভূমিকম্পের ধরন যেমনই হোক না কেন, সব ধরনের ভূমিকম্পই বিপজ্জনক। ছোট ধরনের ভূমিকম্প তেমন বিপজ্জনক না হলেও মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পের তাণ্ডবে ঘরবাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট হয় এবং গ্যাসলাইন ভেঙে তছনছ হওয়ার পাশাপাশি জনপদে আগুন লেগে যায় বেশির ভাগ সময়। আর বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তো কথাই নেই, ভয়ংকর বিভীষিকা নেমে আসে যে–কোনো জনপদে। সেটি যদি সমুদ্রের তলদেশে ঘটে, তাহলেও রক্ষা নেই। জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপে উপকূল প্লাবিত হয়ে হাজার–লক্ষ প্রাণের বিনাশ ঘটায়।

যেমন, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরের ৩০ কিলোমিটার গভীরে যে ভূকম্পন ঘটে, তাতে ১৪টি দেশের প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার মানুষ মারা যায়। ওই ভূমিকম্প বিশ্বে 'সুনামি' নামে পরিচিতি পায়; যার পরিমাপ ছিল রিখটার স্কেলে ৯.১ থেকে ৯.৩ মাত্রা। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ভূমিকম্প দীর্ঘতম সময়ের ছিল; প্রায় ৮.৩ থেকে ১০ মিনিট এর স্থায়িত্ব ছিল। অন্যদিকে ১১ মার্চ ২০০৯ সালে জাপানে কয়েক সেকেন্ড স্থায়িত্বের বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার পরিমাপ ৮.৯ রিখটার স্কেল। ওই ভূমিকম্পের ফলে ওই তারিখের দিনের দৈর্ঘ্য ১.৮ মাইক্রোসেকেন্ড হ্রাস পেয়েছিল। তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে ১৯৬০ সালে চিলিতে। রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ৯.৫ রেকর্ড করা হয়েছিল, যার ফলে চিলিতে বিভীষিকাময় মহাদুর্যোগ নেমে আসে এবং ঘরবাড়ি ধ্বংসের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। তারপর থেকে চিলি সরকার যেকোনো স্থাপনার অনুমোদনের ক্ষেত্রে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করে। চিলিতে বিল্ডিং কোড বাধ্যতামূলক করাতে পরবর্তী সময়ে এর সুফলও পেয়েছে দেশটি। দেখা গেছে, ৮ মাত্রার ভূমিকম্পেও দেশটির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মোটামুটি এই হচ্ছে জলে–স্থলে আঘাত হানা তিনটি বড় ধরনের ভূমিকম্পের পরিণাম। এ ছাড়া বড় ধরনের আরও কয়েকটি ভূমিকম্প বিশ্বে আঘাত হেনেছিল, যার ফলে জনপদ বিধ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি লাখ–লাখ প্রাণের সমাধি ঘটেছিল যুগে যুগে।

সুতরাং বলা যায়, ভূমিকম্প অন্যান্য দুর্যোগের চেয়েও ভয়াবহ একটি দুর্যোগ। কারণ, এই দুর্যোগ শুধু মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর প্রাণই কেড়ে নেয় না, যেকোনো জনপদকেও বিলীন করে দেয়। অর্থাৎ, সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার বড় ধরনের ক্ষেত্রই হচ্ছে ভূমিকম্প। ভূমিকম্প নিয়ে অনেক মিথও আছে। অনেকের ধারণা, মানুষের অধিক পাপের কারণে সৃষ্টিকর্তা অসন্তুষ্ট হয়ে শাস্তিস্বরূপ ভূমিকম্প প্রদান করেন। আসলে এসব হচ্ছে ভিত্তিহীন রসগল্প। ভূমিকম্প শুধু পৃথিবীতেই নয়, সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহেও আঘাত হানে। ভূ–অভ্যন্তরে টেকটোনিক প্লেটের ওঠানামার কারণই হচ্ছে ভূকম্পন বা ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। এ ছাড়া অগ্ন্যুত্পাত, শিলাচ্যুতি, তাপ বিকিরণের কারণেও ভূমিকম্প হয়। তবে সেই ধরনের ভূমিকম্প টেকটোনিক প্লেটের ওঠানামার মতো অতটা ভয়ংকর হয় না।

ভূমিকম্প যেকোনো মুহূর্তেই আঘাত হানতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, সমগ্র বিশ্বে বছরে লাখ লাখ ভূমিকম্প হয়। এর মধ্যে অনেকগুলো কম্পন অনুধাবন করা যায়ও না। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, বছরে গড়ে ১৭টি বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়, রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ৭ এর ওপরে থাকে। আর ৮ মাত্রার ভূমিকম্প বছরে একবার হয়ে থাকে। তবে পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প আঘাত হানে, তার ৯০ শতাংশই প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ঘটে।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প না ঘটলেও বর্তমানে বড় ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে দেশটি। ভূতাত্ত্বিক জরিপে জানা যায়, বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ নম্বরে রয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে সিলেট অঞ্চল। কারণ, এই অঞ্চল ভারতীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ফলে এখানে বারবার ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার মৃদু ভূমিকম্প উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পের ইঙ্গিত দেয়, যা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের আশঙ্কার কারণ। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা বাংলাদেশকে সতর্কও করেছে।

বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরাও জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলের মাত্রা ৭ ছাড়িয়ে গেলেই রাজধানী ঢাকা শহরের প্রায় ৭২ হাজার ভবন ধসে পড়বে, যা সম্প্রতি আফগানিস্তানে ঘটেছে। আর ভূমিকম্পের মাত্রা ৮ ছাড়িয়ে গেলে শহরে দেড়–দুই লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে। এমনিতেই বাংলাদেশের অবস্থান ভারতীয়, ইউরেশীয় ও বার্মিজ—তিনটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত, যার ফলে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিনিয়ত মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হলেও মানুষ তা টের পায় না।

সুতরাং বলা যায়, ভূমিকম্প মহাদুর্যোগ হয়ে যে–কোনো সময় বাংলাদেশে বড় ধরনের আঘাত হানতে পারে। কাজেই আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। ভবন নির্মাণ এবং যেকোনো ধরনের স্থাপনার ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড মেনে সঠিক গ্রাউন্ড মোশন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে পুরোনো ভবনকে টেকসই মজবুতভাবে সংস্কার করতে হবে। খুব বেশি পুরোনো দালান বা ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে ফেলতে হবে। ঢাকা শহরের জন্য বিষয়টি আরও ভয়ংকর হতে পারে। ভূমিকম্প ৭ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে রাজধানী ঢাকা শহরের চিত্র পাল্টে যাবে। ঘনবসতি ও জনবহুল এই শহর হবে তখন মৃত্যুপুরী। কাজেই এখনই সতর্ক হতে হবে সবাইকে। টেকসই স্থাপনা নির্মাণের পাশাপাশি ঘনবসতি ভবন নির্মাণ প্রতিহত করতে হবে। তবে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট

আমরা কি সত্যিই পরিবর্তন চাই—নাকি ক্ষমতার সিঁড়িতে ওঠার সহজ পথ খুঁজি?

আবুল কালাম আজাদ

আমরা কি সত্যিই পরিবর্তন চাই—নাকি ক্ষমতার সিঁড়িতে ওঠার সহজ পথ খুঁজি? এই প্রশ্নটি আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আমাদের বিবেককে এমনভাবে নাড়া দেয় যে, সোজাসুজি উত্তর দিতে গিয়েই আমরা অস্বস্তি অনুভব করি। কারণ আমরা জানি, এই প্রশ্নের উত্তরের ভেতরেই লুকিয়ে আছে আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের ভণ্ডামি, আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনার ধারাবাহিকতা। স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পর আজ আমরা যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে কেবল শাসকই নয়, শাসিতরাও দায়মুক্ত নয়। যেমন রাজনীতি পচে গেছে, তেমনি সমাজও পচা বীজ লালন করেছে বহু বছর ধরে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট আমাদের উপর থেকে নেমে আসেনি; বরং আমাদের ভেতরের দুর্বলতাই সেটিকে আহ্বান করেছে।

এ দেশের রাজনীতিবিদরা দেশ ও জাতির কল্যাণের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করছেন—এটি আজ আর কোনো নতুন আলোচনা নয়। কিন্তু এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে হলে ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়। ব্রিটিশরা দুই শ বছরে যা করতে পারেনি, এই দেশের একটি অংশের স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ মাত্র পাঁচ দশকে তা করে দেখিয়েছেন—রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যক্তিগত এজেন্ডা, দলীয় স্বার্থ আর ক্ষমতার নেশায় এমনভাবে বন্দী করেছেন যে, দেশের মানুষ তাদের নিজ রাষ্ট্রের উপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছে। জনগণ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক যেখানে আস্থাভিত্তিক হওয়ার কথা ছিল, সেখানেই জন্ম নিয়েছে ভয়, বঞ্চনা ও বিভাজন।

আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রাজনীতি এখন আর আদর্শ বা মূল্যবোধের জায়গা নয়; বরং এটি ক্ষমতা, টাকার লোভ, সামাজিক মর্যাদা এবং আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনীতিতে প্রবেশ করলেই অঢেল সম্পদ, দেহরক্ষী, ক্ষমতার আমলাতান্ত্রিক প্রভাব—এগুলো যেন স্বাভাবিক অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন বোধসম্পন্ন নেতার অভাব নেই—বরং অভাব একজন আদর্শিক, নৈতিক, উদারমনস্ক রাজনৈতিক নেতার, যিনি ক্ষমতার মোহকে ছাপিয়ে মানুষের কল্যাণকে প্রাধান্য দেবেন। সমাজে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ অনৈতিকতার সুযোগ যত বাড়ে, সৎ মানুষের প্রবেশ ততই কমে যায়।

জুলাই-আগস্টের ভয়াবহ গণহত্যার পরও যদি সাধারণ মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হতে থাকে, যদি ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় দলের রাজনীতিবিদই ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে পড়েন, যদি প্রশাসনের কর্মচারীরা সততা বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতিকে বেছে নেন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জ্ঞানের সাধনার চেয়ে দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখেন—তাহলে প্রশ্ন উঠবেই, আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? আবারও আমরা সেই ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হব যে, রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, তখন ব্যক্তির তৃপ্তির উপর পুরো জাতির ভাগ্য নির্ভর করে। আর সেই ব্যক্তিরা যদি লোভ, প্রতিহিংসা ও অহংকারে অন্ধ হয়ে যান, তখন রাষ্ট্র অচিন্তনীয় বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়।

বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো বছরের পর বছর তাদের কর্মীদের অবৈধ সুবিধা প্রদানের যে সংস্কৃতি তৈরি করেছে, সেটি এখন তাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই অভিশাপে পরিণত হয়েছে। এই সুবিধা না দিলে যে কর্মীবাহিনী মুহূর্তেই ভেঙে পড়বে তা তারা নিজেরাই জানে। কারণ কর্মীদের একটি বড় অংশ রাজনীতিতে এসেছে দেশ গড়তে নয়—বরং ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা পেতে। এ ধরনের রাজনীতি দেশকে ধ্বংস ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। এতে দেশপ্রেম জন্মায় না, জন্মায় লোভ ও দুর্নীতি।

আজ যারা প্রচলিত রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তাদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক খুঁজে পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মুখে তারা সাধারণ মানুষের কথা বললেও, বাস্তবে তারা নিজেদের সুবিধা, দলীয় স্বার্থ এবং ক্ষমতার কাঠামো ধরে রাখতেই ব্যস্ত। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে কেবল স্লোগানের বিষয়, কিন্তু উন্নয়নের অংশ নয়। ফলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বারবার রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে রুদ্ধ হয়ে যায়, সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমানে গড়ে উঠেছে, তা মূলত সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার একটি পদ্ধতিগত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য ক্ষমতা বজায় রাখা, সম্পদ লুট করা, মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা, বিরোধী মতকে দমন করা এবং জাতির সাধারণ মানুষের বঞ্চনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। আজকের রাজনীতি সাধারণ মানুষকে শোনানোর জন্য কিছু, কিন্তু কার্যত করার জন্য অন্য কিছু। এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় দুর্ঘটনা।

আমাদের দরকার এমন নেতৃত্ব, যারা দলে নয়—মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখেন। যারা জনতার পাশে দাঁড়ান, ক্যামেরার সামনে নয়। যারা সংখ্যার খেলা নয়, নীতির পথে হাঁটতে জানেন। আজ যখন বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র সংকটে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র কেবল সংবিধানের পাতায় নয়—মানুষের মন ও চেতনাতেও জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। আর এই জাগরণ ঘটবে তখনই, যখন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সর্বস্তরের নাগরিকদের মধ্যে নৈতিকতার পুনর্জাগরণ ঘটবে।

রাজনীতিবিদরা প্রায়ই বলেন, 'আমরা জনগণের জন্য কাজ করি।' কিন্তু সেই জনগণ কারা? তারা কি শুধু শহরের রাজনীতিকর্মী? নাকি সেই কিশোর শ্রমিক, যে সারাদিন ইটভাটায় কাজ করে ৩০০ টাকা আয় করে? সেই কৃষক, যিনি নিজের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পারেন না? সেই নারী, যিনি ঢাকার দূরবর্তী কোনো হাসপাতালে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা পান না? ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গনে এই মানুষের গল্প শোনার কেউ নেই। তাদের চোখের ভাষা কোনো নীতিনির্ধারণের আলোচনায় স্থান পায় না। এই বিচ্ছিন্নতা—এই দূরত্ব—এটাই বাংলাদেশের রাজনীতির মূল সংকট।

এ দেশে সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত শব্দ হলো 'গণতন্ত্র।' এটি যেন এক ধরনের ছদ্মবেশ, যার আড়ালে সব অন্যায়ই বৈধতা পায়। অথচ গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়; এটি মানে স্বাধীন মতপ্রকাশ, বিরোধী মতের প্রতি সম্মান, ব্যক্তির নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু বাস্তবে ভিন্নমত মানেই রাষ্ট্রবিরোধী, নিরপেক্ষতা মানেই অপরাধ, প্রশ্ন মানেই ষড়যন্ত্র। এমন রাজনীতিতে নাগরিকেরা নিজেদের পরিত্যক্ত ও অসহায় মনে করেন।

একসময় মানুষ বিশ্বাস করত, ক্ষমতার পরিবর্তন মানেই রাজনীতির পরিবর্তন। কিন্তু বাস্তবতা দেখিয়েছে—ক্ষমতা বদলায়, মানুষ বদলায়, কিন্তু রাজনৈতিক আচরণ, ভাষা, মূল্যবোধ বদলায় না। আমাদের রাজনীতিতে আজ যে নৈতিক দেউলিয়াপন দেখা যাচ্ছে, তা নতুন নয়—বরং দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতার ফল। এর কারণ হলো—আমরা ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রাজনীতিকে সাজিয়েছি, নীতিকে নয়।

এই সংস্কৃতি থেকে বের হতে হলে একমাত্র পথ হলো নৈতিক নেতৃত্বের উদ্ভব। এমন নেতৃত্ব, যারা জনগণকে ভোটব্যাংক হিসেবে নয়—মানুষ হিসেবে দেখবেন। যারা সত্য কথা বলবেন নিজের দলের ভেতরেও, যারা জাতির সামনে মিথ্যা আশা দেখাবেন না, যারা ক্ষমতার জন্য নয়, ন্যায় ও মূল্যবোধের জন্য লড়বেন। নৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া জনগণের মুক্তি সম্ভব নয়। যেকোনো রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি থাকে তার মানুষের ভেতর। আর মানুষ তখনই জাগে, যখন তারা দেখে তাদের নেতা সত্যিকারের মানুষ।

আমরা এ দেশকে সুস্থ, আধুনিক, সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। রক্তমূল্যে পাওয়া এ দেশকে রাজনৈতিক প্রতারণার নাট্যমঞ্চে পরিণত হতে দিতে পারি না। ২০ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ কোনো দলের ক্ষমতা দখলের খেলায় জিম্মি হতে পারে না। নাগরিক সমাজের দায়িত্ব এখন সবচেয়ে বেশি—তারা যদি দলবাজি, স্বার্থবাদ এবং নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙতে না পারে, তবে এই দেশের পতন ঠেকানোর কেউ থাকবে না।

আজ প্রয়োজন রাজনীতির পুনঃআবিষ্কার। এমন রাজনীতি, যা দেশের জন্য; দলের জন্য নয়। মানুষের জন্য; ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়। মূল্যবোধের জন্য; ক্ষমতার জন্য নয়। সত্যের জন্য; ভয়ের জন্য নয়।

আমরা যদি সত্যিই পরিবর্তন চাই—তাহলে প্রথমেই আমাদের নিজের ভেতরের রাজনীতি পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের নৈতিকতা ফিরে পেতে হবে, আমাদের সামাজিক দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করতে হবে। রাজনীতি তখনই সুস্থ হবে, যখন নাগরিকরা সুস্থ হবে। আর নাগরিক তখনই সুস্থ হবে, যখন তারা বুঝতে শিখবে—দেশ বদলাবে তখনই, যখন আমরা নিজেদের বদলাব।

তাই প্রয়োজন একটিই জিনিস—সচেতন সাধারণ মানুষের জাগরণ। তারা যেন বলেন, 'আমাদের রাজনীতি নয়, দেশের জন্য রাজনীতি চাই।' এই উচ্চারণই হবে নতুন বাংলাদেশের প্রথম ধাপ। এখান থেকেই শুরু হবে পরিবর্তনের যাত্রা—একটি নৈতিক, মানবিক, উদারমনা রাজনৈতিক সংস্কৃতির দিকে।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ও কলামনিস্ট
columnistazad@gmail.com

আমাদের নির্বাচন, অন্যদের হিসেব–নিকেশ

কাকন রেজা

ড. ইউনূসের সরকার দ্রুত চলে গেলে বেনিফিশিয়ারি হবে কোন গোষ্ঠী—এমন প্রশ্নের উত্তরে এক লাফে অনেকে বলে উঠবেন, বিএনপি। এককথায় উত্তর হলো—না। কারণ, বিএনপি এখনো ক্ষমতার জন্য প্রস্তুত নয়। জানি, অনেকে নানা যুক্তি দেবেন, তর্কে যেতে চাইবেন। যারা চাইবেন, তারা বুদ্ধিবৃত্তির প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন। তাদের যদি প্রশ্ন করি—তারেক রহমান, যিনি বিএনপির সুপ্রিমো, তিনি নির্বাচনে দুই মাস বাকি থাকতেও দেশে ফিরছেন না কেন? তারা নানান গপ্পো ফাঁদবেন। কিন্তু মূলকথা হলো—তারেক রহমান জানেন, তার দেশে আসার সময় হয়নি। একটা দলের সুপ্রিমো নির্বাচনে দুই মাস আগে যখন দলের হাল ধরতে দেশে না আসতে পারেন, তখন বুঝে নেওয়া যায়—সেই দলটি দ্রুত নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়।

ক্ষমতা পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—এমন যারা ভাবেন তারা অধিকতর বোকা। ক্ষমতার বাইরে থাকলে অনেক গুরুতর জটিলতা সামনে আসে না, কিন্তু ক্ষমতায় থাকলে সেই সব জটিলতাকে মোকাবিলা করতে হয়, অতিক্রম করতে হয়। এর প্রধান হলো—নিজ দলের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের জটিলতা। কে এমপি হলেন এবং কারা বঞ্চিত হলেন—তার মধ্যে সংঘাত একটা জটিলতা। এমপিদের মধ্যে মন্ত্রী কে হবেন, কে বঞ্চিত হবেন—সেটা আরেক জটিলতা। ক্ষমতায় থাকলে দলের পদ লাভজনক, না থাকলে বিপজ্জনক—এখন যেমন আওয়ামী লীগের। সুতরাং ক্ষমতায় থাকাকালীন পদ–পদবির জটিলতা। আর এই জটিলতা শুরু একেবারে তৃণমূল থেকে। সুতরাং এই জটিলতা সামলাতে একটা গোছানো দল লাগে। এই গোছানো অবস্থা বিএনপির নেই। স্বীকার করুন আর না করুন—রিপন ভিডিওর ভাষায়, 'এটাই বাস্তব'। এর সঙ্গে রয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং তার সঠিক মেরুকরণ বোঝার মতো দক্ষতা। আন্তর্জাতিক ক্ষমতাবলয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং কোনো ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা। এসব অর্জনের ক্ষেত্রেও দল গোছানোটা জরুরি। যেহেতু দলীয় ঐকমত্য একটি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়।

তাহলে বেনিফিশিয়ারি কে—এটা বলার আগে বাংলাদেশের রাজনীতির ধারায় আসি। বাংলাদেশে এখন কিংবা সব সময়ই দুই ধারার রাজনীতি চলত এবং চলে। এক হলো অ্যান্টি–ইন্ডিয়ান, আরেক প্রো–ইন্ডিয়ান। আবার লাফ দিয়ে বলে বসবেন, বুঝেছি—প্রো–ইন্ডিয়ান হলো আওয়ামী লীগ। না ভাই, প্রো–ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছে দেশের বাম–ঘরানার কয়েকটি দল এবং সেক্যুলার তকমায় বিজ্ঞানমনস্ক দাবিদার কিছু মানুষ। এরা হলো প্রো–ইন্ডিয়ানদের সারিতে প্রথমে থাকা মানুষ। হুমায়ূন আহমেদের নাটকে যেমন বলেছিলেন—'আগে চলে দাসী–বান্দি, পরে সখিনা'। প্রথমে চলা মানুষগুলো সেই সেই ইন্ডিয়ান স্লেভ। তারপরের কদম হলো আওয়ামী লীগের। মধ্যপন্থী দলগুলো সফট–পাওয়ারের ক্ষেত্রে দুর্বল। যার ফলে তারা সহজে কোনো ন্যারেটিভ দাঁড় করাতে পারে না। তাদের প্রয়োজন হয় অন্যের সাহায্যের। মধ্যপন্থী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ন্যারেটিভের ক্ষেত্রে সেই বাম আর সেক্যুলার তথা বিজ্ঞানমনস্কদের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রো–ইন্ডিয়ান ধারায় রয়েছে ক্রমানুসারে—বাম–সেক্যুলার–আওয়ামী লীগ আর অ্যান্টি–ইন্ডিয়ান ধারায় রয়েছে ডান–জামায়াত–বিএনপি। কিন্তু এই অংশটার বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা দুর্বল, প্রো–ইন্ডিয়ান ধারায় কথিত সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে জায়গাটাকে শক্ত করা হয়েছে। এই বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাইয়ে দিয়ে, প্রণোদনা দিয়ে শক্তিশালী করেছে আওয়ামী লীগ এবং তা নিজেদের পক্ষে ন্যারেটিভ তৈরির স্বার্থে। যেখানে বিএনপি বরাবরই দুর্বল। বিএনপি জানেও না—কে কোথায় প্রো–ন্যাশনালিজমের ধারায় কাজ করে যাচ্ছে। জানার চেষ্টাও তাদের নেই। এই না থাকাটাই বিএনপিকে আগামী দুই বছরের মধ্যে ভোগাবে। ইচ্ছে করলে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে লিখে রাখতে পারেন।

যাক, এখন আসি বেনিফিশিয়ারি হওয়ার কারণ নিয়ে। তার আগে জানা কথা আবার বলি—জুলাই রেভল্যুশনে সরকার পতন ও পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভারত। দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিল বাংলাদেশের পতিত সরকার। বাংলাদেশের সরকার পতনের আগাম কোনো ধারণা ভারত করতে পারেনি, ফলে তারা অপ্রস্তুত ছিল। অনেক চুক্তি, অনেক সমঝোতা তখনও বাকি ছিল পতিত সরকারের সঙ্গে। বর্তমানে যেগুলোর কিছু বাতিল হয়েছে এবং বাকিগুলো রয়েছে ঝুঁকির মুখে। করিডর, ট্রান্সশিপমেন্ট, রেলকরিডর—সব বন্ধ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইউনূস সরকারের সঙ্গে 'পাঙ্গা' নেওয়াটাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে মোদির পক্ষে। জানি, এখানেও কেউ কেউ লাফ দিয়ে উঠবেন, বলবেন—ভারত অনেক বড় দেশ, পরাশক্তি। অন্ধদের নয়, যারা জিয়ার শাসন দেখেছেন কিংবা পড়েছেন সেই শাসনকাল সম্পর্কে তারা জানেন—তাদের বলছি। তৎকালীন সময়ে ইন্দিরা গান্ধী এত শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও শহীদ জিয়ার কাছে ক্রমশই নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছিলেন। জিয়াউর রহমান হত্যার কারণ খুঁজতে গেলে এ কথাগুলো আরও ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। সুতরাং লাফ দেওয়ার কিছু নেই, ঘটনা সেই শহীদ জিয়ার মতোই। ভারতের মোদি মোটামুটি নিষ্প্রভ ড. ইউনূসের কাছে। সুতরাং ইউনূস ভাগলে প্রথম বেনিফিশিয়ারি হবে ভারত।

সুতরাং নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক সরকার এলে, তাদের সামনে ক্ষমতায় রাখার মুলো ঝুলিয়ে পুনরায় সবকিছু নতুন করে শুরু করা যাবে। যেমন করে আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ক্ষমতায় রেখে সকল অনডিউ প্রিভিলেজ নিয়েছে ভারত সরকার। সে আশাতেই নির্বাচন দ্রুত হওয়াটা ভারতের জন্য জরুরি। যারা বলবেন—ভারত নির্বাচন চায় না, তাদের কথায় তাই মনে হয়—তারা আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন পেছাতে চায়, এমন বলা লোকেরাও রাজনৈতিক চিন্তায় প্রাক–প্রাথমিক। আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সঙ্গে হাসিনার প্রত্যাবর্তন—এসবই ভারতের ফাঁকা বুলি। আওয়ামী লীগ এবং হাসিনা এখন ভারতের রাজনৈতিক দর–কষাকষির উপকরণ। তারা জানে—বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন আপাত সম্ভব নয়, কিংবা আদৌ সম্ভব নয়। তাই তারা বাংলাদেশের চলতি সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য আওয়ামী লীগ ও হাসিনাকে ব্যবহার করবে। যেমন করেছে চীনের ক্ষেত্রে দালাই লামাকে এবং এখনো করছে।

আওয়ামী লীগ কেন পুনর্বাসিত কিংবা পুনঃইনস্টল হতে পারবে না, সে সম্পর্কে আগেও বলেছি। তবু সংক্ষেপে আবার জানাই। রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে রাজনৈতিক দর্শন থাকতে হয়—আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন নেই। কেন নেই—বলি। আওয়ামী লীগের প্রধান দর্শন হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জাতিবাদী চিন্তা বর্তমান রাজনৈতিক বিশ্বে পরিত্যাজ্য। রাষ্ট্রবাদী চিন্তার বাইরে রাজনৈতিক দর্শন তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ স্রেফ একটি জাতিবাদী দর্শন। দ্বিতীয়ত, তাদের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে জগাখিচুড়ি চিন্তা রাষ্ট্র–ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল। তবে আওয়ামী লীগ টিকে ছিল কিসের ওপর—ভ্যালিড প্রশ্ন। এর উত্তর হলো—একটা ট্যাবুর ওপর। ট্যাবু বিষয়টির অভিধান অর্থ—'একটি বিশ্বাস, যা মূলত বিপজ্জনক'। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ছিল আওয়ামী লীগের সেই ট্যাবু। ওই যে, অভিধান বলে—ট্যাবু বিশ্বাস হলেও তা বিপজ্জনক। সেই বিশ্বাসের যত্রতত্র ব্যবহার এবং রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে নেওয়ার ফলে তা আওয়ামী লীগের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। জুলাই রেভল্যুশন সেই ট্যাবুকে ভেঙে দিয়েছে। সেই ভাঙা ট্যাবু কেউ পুনর্বার ব্যবহার করতে চাইলে তা নিশ্চিত ব্যাকফায়ার করবে।

মূল কথায় ফিরি। দ্রুত নির্বাচনের বেনিফিশিয়ারি কে বা কারা—তা নিশ্চয় আর বলতে হবে না কিংবা বোঝাতে। যদিও জানি, সাত–খণ্ড রামায়ণের পরও কারো কাছে প্রশ্ন থাকে—'সীতা কার বাপ?' আর সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধ হয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ওয়াশিংটন ডিসিতে নিউজ বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ২০২৫ সম্পন্ন

এহ্সনি পিউস গোমেজ

ওয়াশিংটন ডিসিতে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো 'নিউজ বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ২০২৫'। গত ১৬ নভেম্বর (রোববার) স্প্রিংফিল্ডের হিলটন হোটেলের কনভেনশন হলে ওয়াল্ডিংটন রিভার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা অংশ নেন। পুরো আয়োজনটি পরিণত হয় বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এক মহাসম্মেলনে।

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হওয়া দিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের গুণী ব্যক্তিত্ব হোসন ইমাম। আবতয়ো হাজ্জাজিন বেতুর সঞ্চালনায় নৃত্যশিল্পী শোভনা হাসানের পরিবেশনায় 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' নৃত্যসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনী পর্ব।

উদ্বোধনী বক্তব্যে হোসন ইমাম বলেন, এই সম্মেলন শুধু উৎসব নয়, বরং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক বিশাল কার্যক্রম। তিনি বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরে রাখতে এবং সৃজনশীল সাহিত্যচর্চাকে আরও বিস্তৃত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে স্থানীয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনা দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। একে একে মঞ্চে আসেন গবেষক ড. গুলনাহার আরা, সংগীতজ্ঞ ও কবি নন্দন রায়, গবেষক রেজাউল হক, কবি নাসিম আহমেদ, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব আব্দুন নূর, মুক্তিযোদ্ধা ও সংগীতশিল্পী তৌহিদ ইমামসহ আরও অনেকে।

এ ছাড়া 'নিউজ বাংলা রিভিউ' পত্রিকার লেখকদের পরিচিতি পর্ব, তৌফিক রহমানের গ্রন্থ উন্মোচন, এবং বিবিধ সাহিত্য আলোচনা সম্মেলনকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। 'যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা সাহিত্য: সম্ভাবনা ও এআই প্রযুক্তি' শীর্ষক আলোচনায় এআই যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন বক্তারা।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নজরুল ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা পৃথক দুটি সাহিত্য-সংস্কৃতি পর্ব, 'যুগে যুগে জঙ্গল-জ্যোতি নজরুল' এবং 'স্বপনে রক্তে রচিত রবীন্দ্র রং'। নজরুল ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশনা এবং নৃত্যশিল্পীদের মনোমুগ্ধকর রূপায়ণে এই দুটি পর্ব হয়ে ওঠে সম্মেলনের প্রাণ।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সেশনেও আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মুক্তিযোদ্ধা তৌহিদ ইমাম যুদ্ধদিনের স্মৃতি শোনালে অনেকেই আবেগে আপ্লুত হন। স্বাধীনতার কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে পর্বটি আরও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

দিনব্যাপী আয়োজনের শেষ পর্বে মঞ্চে ওঠেন শিল্পী তোপস গোমেজ, এস. আর. বিনি, সুকান্ত দেসহ আরও অনেকে। তাদের সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তিতে সম্মেলন পরিণত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আবহে। 'তো আপনি কালার গ্রুপ'-এর নৃত্যপরিবেশনা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

নারীরাই শালীন পোশাক কবুল করে নেবে

বললেন জামায়াত আমির

ঢাকা ডেস্ক

নারীদের পোশাক নিয়ে জামায়াতের উদ্দেশে 'ভয় দেখানো হয়' বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আমির শফিকুর রহমান। তাঁর আশা, কল্যাণ রাষ্ট্রের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে নারীরা নিজেরাই শালীন পোশাক পরবেন।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর মিরপুরে রূপসী প্রো-অ্যাকটিভ ভিলেজ রোডে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াত আমির বলেন, মায়েদের ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়—জামায়াত ক্ষমতায় এলে সবাইকে একটা করে কালো চাদর পরাবে, শুধু চোখ খোলা রাখবে। ইসলামের বিধানে চোখ খোলা রাখাও আছে আবার মুখ খোলা রাখাও আছে। হ্যাঁ, কেউ যদি চোখও না ঢাকেন, মুখও না ঢাকেন—জামায়াতে ইসলামী কাউকে জোর করে বলবে না। এই কল্যাণ রাষ্ট্রের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে, আগ্রহী হয়ে নারীরাই সৌন্দর্যের শালীন পোশাক কবুল করে নেবেন, ইনশা আল্লাহ।

শফিকুর রহমান বলেন, 'যাঁরা বলেছিলেন—"আমরা পালাই না," তারা জানেন না এখন কীভাবে কোথায় গেলেন। আমরা কোনো দিন এটা বলিনি যে, আমরা পালাই না... আমরা ফাঁসির রশি গলায় নিয়েছি, কিন্তু দেশ থেকে পালাইনি।'

জামায়াত আমির আরও বলেন, 'আমরা সংস্কারের দিকে যতবার এগোতে চেয়েছি, কেউ না কেউ আমাদের কোমর ধরে পিছের দিকে টেনে রেখেছে, এটা চাই না, ওইটা চাই না, এটার দরকার নাই, শুধুমাত্র ইলেকশন।

হাসিনাকে ফেরানোর চিঠি পর্যালোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে।

ঢাকার চিঠি দিল্লির পর্যালোচনায়

গতকাল সন্ধ্যায় সংবাদ ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশের পাঠানো চিঠিটি ভারত পেয়েছে এবং সেটি বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, ভারত শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতা, বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে, দেশটির সঙ্গে কাজ করে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাসস জানায়, গতকাল বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, "আমি মনে করি না ঢাকার অনুরোধ পাঠানোর সাত দিনের মধ্যেই ভারত জবাব দেবে। তবে আমরা উত্তরের প্রত্যাশা করছি।'

তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল - ১ (আইসিটি - ১)-এর রায়ের পর ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে নোট ভার্বাল পাঠিয়েছে, যা নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশের হাইকমিশনের মাধ্যমে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছানো হয়। বাংলাদেশ নিশ্চিত, ভারত জবাব দেবে, তবে সাত দিনের মধ্যেই উত্তর আসবে, এমন প্রত্যাশা নেই।

১৭ নভেম্বর আইসিটি - ১ শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে গত বছরের জুলাই - আগস্টের গণ - অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেন। রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে সহযোগিতা করায় সাবেক পুলিশপ্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল - মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

রায় ঘোষণার পরদিন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জানিয়েছিলেন, পলাতক দুই দণ্ডপ্রাপ্তকে দেশে ফেরাতে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠানো হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ এর আগেও হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়েছিল, তবে জবাব পায়নি। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ, তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং প্রত্যর্পণ অনুরোধটি দুই দেশের বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনেই পাঠানো হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

গতকাল রায়ের কপি পাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম, গাজী এম এইচ তামিম এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল - মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ।

আইন অনুযায়ী, রায়ের পর ৩০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করার সুযোগ পাবেন দণ্ডিত ব্যক্তিরা। তবে পলাতক থাকলে সেই সুযোগ মিলবে না। প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, "আমরা রায়ের কপি পেয়েছি, এখন তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।'

গাজী এম এইচ তামিম জানান, আপিলের সময়সীমা রায় ঘোষণার দিন থেকেই গণনা শুরু হবে। অন্যদিকে আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ বলেন, রায়ের কপি হাতে পাওয়ার দিন থেকেই ৩০ দিন গণনা শুরু হওয়া উচিত।

১৭ নভেম্বর ট্রাইব্যুনাল ৫টি অভিযোগের মধ্যে ৩টিতে মৃত্যুদণ্ড ও ২টিতে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে। একই সঙ্গে তাঁদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে জুলাই - আগস্টে নিহত শহীদ পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজসাক্ষী হিসেবে চৌধুরী মামুন পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পান।

১৭ নভেম্বর ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ট্রাইব্যুনালে পড়ে শোনানো হয়। শুরু থেকেই শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল পলাতক রয়েছেন।

এর আগে আদালত অবমাননার এক মামলায় একই ট্রাইব্যুনাল ২ জুলাই শেখ হাসিনাকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেন।

মামদানি প্রশাসনে নতুন কাজের সুযোগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাপ্তরিক কাজ থেকে কম্পিউটার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পর্যন্ত। কিন্তু এসব চাকরির জন্য পরীক্ষার তালিকা, যোগ্যতার মূল্যায়ন, বাজেট অনুমোদন—সব মিলিয়ে দীর্ঘ পথে হাঁটতে হয়। তবুও এই পথই সরকারি চাকরির স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছ নিয়োগ নিশ্চিত করে।

অনেকেই সিটি হলে সরাসরি কাজের সুযোগের সন্ধান করছেন। মামদানি পোর্টাল সে পথ খুলে দিলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন—এ সুযোগ সীমিত। নতুন মেয়ররা সাধারণত নিজেদের টিম গড়ে তোলেন, ফলে পুরোনো কর্মীদের স্থানচ্যুতি হয়, আবার নতুন নিয়োগে প্রায়ই অগ্রাধিকার পান প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। তাই শুধু পোর্টালে আবেদন করলেই নয়, সরাসরি বিভিন্ন এজেন্সিতে আবেদন করাও জরুরি।

সিটি সরকারের প্রধান পরীক্ষামূলক সংস্থা DCAS প্রতি বছর প্রায় ১০০ ধরনের পরীক্ষা নেয়। উত্তীর্ণদের তালিকা চার বছর পর্যন্ত সক্রিয় থাকে, আর নিয়োগকারী বিভাগগুলো বাধ্য থাকে তালিকার শীর্ষ প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করতে। এই প্রক্রিয়া ধীর হলেও সরকারি চাকরির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ এটি। সাবেক DCAS কমিশনার মার্থা হার্স্ট বলেন, "সরকারি কাজে আগ্রহ থাকলে সব পথ খোলা রাখতে হয়। পোর্টাল, এজেন্সি—সব জায়গাতেই চেষ্টা করতে হবে।"

শুধু পরীক্ষার প্রক্রিয়া নয়, অনেক এজেন্সি সরাসরি নিয়োগও দেয়—বিশেষ করে যেসব পদ দীর্ঘদিন খালি থাকে বা বিশেষ যোগ্যতা চায়। আবার জরুরি প্রয়োজনে 'প্রোভিশনাল' পদেও নিয়োগ হয়, যদিও সেখানে সিভিল সার্ভিসের সুরক্ষা নেই। এসব ঝুঁকি থাকলেও অসংখ্য চাকরিপ্রার্থী এই পথেও চেষ্টা করে যান।

মামদানি প্রশাসনের উচ্চপদস্থরা ইতোমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন—শহরের জটিল নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজ ও দ্রুত করার পরিকল্পনা আছে। তবে কীভাবে পরিবর্তন আনা হবে, সেসব বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

তবুও একটি বিষয় পরিষ্কার—নিউইয়র্কবাসীর মধ্যে সরকারি কাজে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নতুনভাবে জেগে উঠেছে। আর সেই আকাঙ্ক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সম্ভাবনা ও অপেক্ষার মিশ্র বাস্তবতা।

৩ মামলায় শেখ হাসিনার ২১ বছরের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এ ছাড়া ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড।

আরেক মামলায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার পাঁচ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে এই রায় ঘোষণা করেন।

মামলায় ২৩ নভেম্বর রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়। পরে আদালত রায় ঘোষণার তারিখ (২৭ নভেম্বর) ধার্য করেন। সে অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রায় দেওয়া হলো। পৃথক তিন মামলায় আসামির সংখ্যা ৪৭। তবে ব্যক্তি হিসাবে এই সংখ্যা ২৩।

'সম্পদের প্রতি শেখ হাসিনার এত লোভ'! রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক

পূর্বাচল নতুন শহরে প্লট দুর্নীতির তিন মামলার রায় ঘোষণার আগে পর্যবেক্ষণে বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেছেন, 'শেখ হাসিনা একজন রাজনৈতিক নেতা, চারবারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তার কেন এত টাকা লাগবে, এত সম্পদ লাগবে?' বিস্মিত হয়ে তিনি বলেন, 'তার সম্পদের প্রতি এত লোভ'!

বৃহস্পতিবার এ মামলার পর্যবেক্ষণে বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর একটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাজউকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ২৭ নম্বর সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নম্বর রোড থেকে ১০ কাঠা করে ৬০ কাঠার ছয়টি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন।

এদিন আদালতে বিচারক রায় দেওয়ার সময় মিথ্যা তথ্য দিয়ে শেখ হাসিনার রাজউকের প্লট নেওয়াকে "জাতির জন্য একটি বড় ধাক্কা" বলে উল্লেখ করেন। সেইসঙ্গে বিচারক শেখ হাসিনার সম্পদের প্রতি লোভ আছে বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

বিচারক রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন, 'তিনি (শেখ হাসিনা) দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী, কিন্তু তাঁর স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার নামে ১৯৭২ সালে বরাদ্দ পাওয়া একটি প্লটের বিষয়টি গোপন করেছেন। তিনি শুধু উল্লেখ করেছেন তাঁর নামে কোনো বরাদ্দ নেই।'

প্লট বরাদ্দ পেতে শেখ হাসিনার দেওয়া দুটি এফিডেভিটের কোনো মূল্য নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিচারক বলেন, 'প্লট বরাদ্দের জন্য রাজউক বা সরকারি/আধা সরকারি বরাদ্দ না পাওয়ার বিষয়ে এফিডেভিট দিতে হয়। কিন্তু শেখ হাসিনার দেওয়া দুটি এফিডেভিটই নোটারি কর্তৃক প্রত্যায়িত হয়নি, ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর নেই। এসব হলফনামার কোনো আইনগত মূল্য নেই এবং এতে তথ্য গোপন করা হয়েছে।'

পাবলিক প্রপার্টির প্রতি শেখ হাসিনার লোভাতুর দৃষ্টি আছে বলে বিচারক বলেন, 'তিনি চারবারের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কেন প্লট বরাদ্দ লাগবে? রাজউক যখন বরাদ্দ দেয়, তিনি আবেদন করে সেই প্লট বুঝে নেন। চাইলে তিনি বরাদ্দ না নিলেও পারতেন। সেখানে একজন সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ বরাদ্দ পেতে পারতেন। এরপরও জনগণের সম্পদ থেকে লোভ সামলাতে পারেননি।'

পর্যবেক্ষণে বিচারক আরও বলেন, 'শেখ হাসিনা জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন করেছেন। রাজউক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা যদি আইন না মানে তাহলে কে মানবে? তারা সংঘবদ্ধভাবে নিয়ম ভঙ্গ করেছে, তদারকি না করে।'

দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে উল্লেখ করে বিচারক বলেন, 'এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে দুর্নীতি কমাতে হুইসেল-ব্লোয়িং সিস্টেম থাকতে হবে। ভেতরে যারা দুর্নীতি দেখবে, তারা যেন বাইরে জানাতে পারে। তাদের শাস্তি না দিয়ে পুরস্কৃত করতে হবে।' তিনি বলেন, 'হুইসেল ব্লোয়ার' হলেন এমন একজন ব্যক্তি, সাধারণত একজন কর্মচারী, যিনি নিজের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার অন্যায়, অবৈধ, অনৈতিক, বেআইনি, অনিরাপদ বা প্রতারণামূলক কাজ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেন। এই তথ্য প্রকাশকে হুইসেল ব্লোয়িং বলা হয়।

বিচারক আরও উল্লেখ করেন, '২০২২ সালের ৩ আগস্ট শেখ হাসিনা প্লট পেয়েছেন। এর এক মাস না পেরোতেই ৩১ আগস্টে ছেলের জন্য সুপারিশ করেন। পরের মাসে ১১ সেপ্টেম্বর মেয়ের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চিঠি দেওয়া হয়। নিজের ছেলে-মেয়ে, বোন, বোনের ছেলে-মেয়ে সবাইকে সুপারিশ করা হয়েছে। আমরা কী আশা করি রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে?'

এ মামলায় শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ছাড়া অপর ২০ আসামি হলেন সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) শফি উল হক, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, রাজউকের সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-৩) নায়েব আলী শরীফ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কাজী ওয়াছি উদ্দিন, জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব শহীদ উল্লা খন্দকার, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) কবির আল আসাদ, সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মো. নুরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২) শেখ শাহিনুল ইসলাম, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-৩) মো. কামরুল ইসলাম, উপপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান, উপপরিচালক হাবিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব মোহাম্মাদ সালাউদ্দিন।

আসামিদের মধ্যে মাত্র একজন খালাস পেয়েছেন। তাঁর নাম সাইফুল ইসলাম সরকার। তিনি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিন মামলাতেই খালাস পেয়েছেন।

আসামিদের মধ্যে একমাত্র গ্রেপ্তার থাকা মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে তিন মামলায় ১ বছর করে মোট ৩ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গত ১৭ নভেম্বর পৃথক এই তিন মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। এর আগে গত ৩১ জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছিলেন আদালত।

একটি মামলায় শেখ হাসিনাসহ আসামি ১২ জন। আরেকটি মামলায় শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয়সহ আসামি ১৭ জন। অপর মামলায় শেখ হাসিনা, সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ আসামি ১৮ জন।

প্লট বরাদ্দের দুর্নীতির অভিযোগে গত জানুয়ারিতে পৃথক ৬টি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলাগুলোয় শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকসহ অন্যদের আসামি করা হয়। এই ছয় মামলার মধ্যে তিনটির রায় হলো আজ।

১৭ নভেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন। মামলার অপর আসামি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে (অ্যাপ্রুভার বা রাজসাক্ষী) পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সিসিইউতে খালেদা জিয়া, বাদ জুমা বিশেষ দোয়া

ঢাকা অফিস

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছেন দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনি জটিলতাসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। গত রোববার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।

বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ বেলা ১টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর একাধিকবার শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।

আমাদের উচিত, একে অপরকে সাহায্য করা

‘প্রথম বক্তব্যে’ জাইমা

ঢাকা অফিস

জাইমা রহমান

রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত না হলেও এই প্রথম প্রবাসীদের ভোটার বিষয়ক একটি দলীয় সভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমানকে বক্তব্য দিতে দেখা গেছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই বক্তব্যে তিনি দলের সদস্যদের একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

রোববার (২৩ নভেম্বর) প্রবাসীদের ভোট কার্যক্রম নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ভার্চুয়াল ওই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ থেকে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মাহবুব উদ্দিন খোকন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ও মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মওদুদ হোসাইন আলমগীর পাভেল যুক্ত ছিলেন।

৩৯ সেকেন্ডের ভিডিওতে জাইমা রহমান উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘সবাইকে ধন্যবাদ। এত করে যে আপনারা সবাই এসেছেন, এত কাজ যে করেছেন। আপনারাদের চিন্তাভাবনায় কী অসুবিধা-সুবিধা, এটাও বললেন। কয়েকটি বিষয়ের ব্যাপারে আলাপ করা হয়েছে। রিজভী (রুহুল কবির রিজভী) আংকেলও নোট নিয়েছেন; পাভেল আংকেলও (মওদুদ হোসেন পাভেল)। আমরা হয়তো সেন্ট্রালি দেখি কতটুকু করতে পারি।

‘অবশ্যই কাজটা যেন এগিয়ে যায়। সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ আছে, সেটা করা উচিত।’

তিনি বলেন, ‘যতটা সম্ভব, আমাদের উচিত, একে অপরকে সাহায্য করা। খোকন আংকেল (মাহবুব উদ্দিন খোকন) সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সময় অনুযায়ী কীভাবে করা উচিত। ওটা যেন আমরা দেরি না করি।’

জাইমা রহমানের এই বক্তব্যের বিষয়ে বিএনপি নেতারা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, রোববার ভার্চুয়াল সভায় দেওয়া ওই বক্তব্যটি অফিশিয়ালি প্রকাশ করা হয়নি। বিএনপির মিডিয়া সেল কিংবা জাইমার ফেসবুক পেজেও এটা প্রকাশ করা হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ একজন গোপনে বক্তব্যটি রেকর্ড করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে তারেক রহমানের প্রতিনিধি হিসেবে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে যোগ দিয়েছিলেন জাইমা। ওই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে দেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিন সদস্যের ওই প্রতিনিধি দলে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও ছিলেন।

বাবা-মায়ের সঙ্গে ২০০৮ সালে লন্ডনে পাড়ি জমান জাইমা রহমান। সেখানে তিনি স্কুল, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা নেন। লন্ডনের লিংকন্স ইন থেকে বার-অ্যাট-ল সম্পন্ন করেছেন। এর আগে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে আইন বিষয়ে তিনি স্নাতক করেছেন।

খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী দেবে না গণঅধিকার পরিষদ

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী আসনগুলোতে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থী ঘোষণাকালে এসব কথা বলেন তিনি।

নিউইয়র্কে থ্যাঙ্কসগিভিং ফ্যামিলি ডিনার নাইটে বর্ণাঢ্য আয়োজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো থ্যাঙ্কসগিভিং ফ্যামিলি ডিনার নাইট। গত বুধবার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত জমকালো এই আয়োজনে পরিবারসহ কমিউনিটির সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমানসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন শিল্পী রানো নেওয়াজ ও অনিক রাজসহ স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে শিশু ও প্রবীণসহ সকল বয়সের মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেন। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত ও থ্যাঙ্কসগিভিং টার্কি অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে। অংশগ্রহণকারীরা জানান, এমন আয়োজন পরিবারকে নিয়ে একসাথে সময় কাটানোর দারুন সুযোগ তৈরি করে দেয়। আর তাই আগামীতেও এমন আয়োজন প্রত্যাশা কমিউনিটির সদস্যদের।

ঈশ্বরদীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত অন্তত ২৫

ঢাকা ডেস্ক

পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। জামায়াতের দাবি, তাদের নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিএনপির লোকজন হামলা করেছেন। বিএনপি বলছে, গ্রামের লোকজন একত্রিত হয়ে জামায়াতের লোকজনকে ধাওয়া দিয়েছে।

উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি গ্রামে এ ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজনকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হয়। অন্যরা বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মাঠে কাজ করছেন দলের চেয়ারপরসনের উপদেষ্টা ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান। জামায়াতের প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির আবু তালেব মন্ডল। উপজেলার চরগড়গড়ি গ্রামে কয়েক দিন ধরেই দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। দুই দিন আগে তাঁদের মধ্যে কথা–কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় লোকজন ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ বিকেলে জামায়াতের প্রার্থী আবু তালেব মন্ডল এলাকাটিতে গণসংযোগে যান। তাঁরা গ্রামের আলহাজ্ব মোড়ে পৌঁছালে বাধা দেন বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকেরা। সেখানে কিছুক্ষণ দুই পক্ষের মধ্যে কথা–কাটাকাটি ও হাতাহাতির পর জামায়াতের প্রার্থী চলে যান। এরপর তিনি ফেরার পথে গ্রামের মৃধাপাড়া মহল্লায় আবারও দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় কয়েকটি গুলির ঘটনা এবং কয়েকটি মোটরসাইকেল ও জামায়াত প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। আহত হন দুই পক্ষের অন্তত ২৫ জন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও বিভিন্ন বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিয়ে যান।

এ বিষয়ে জামায়াতের প্রার্থী আবু তালেব মন্ডল অভিযোগ করেন, তাঁরা পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রামটিতে নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়েছিলেন। তাঁদের বহরে প্রায় ১৫০টি মোটরসাইকেল ছিল। ফেরার পথে বিএনপি প্রার্থী হাবিবুর রহমানের লোকজন তাঁদের ওপর হামলা চালিয়ে গুলিবর্ষণ করেন। বেশ কিছু মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেন। এতে তাঁদের ছয়জন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিউইয়র্কে বেঙ্গলি ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি সোসাইটির সাহিত্য সমাবেশ

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে নিবেদিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গলি ইন্টারন্যাশনাল লিটারারি সোসাইটি আয়োজন করেছে একটি বিশেষ সাহিত্য সমাবেশ। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউইয়র্কের মনসিতে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা কৃষি খামারে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি রঙ, সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির সমন্বয়ে হয়ে ওঠে প্রবাসী কমিউনিটির এক প্রাণবন্ত মিলনমেলা।

সমাবেশের উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ড. ধনঞ্জয় সাহা। তিনি ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট কবি, লেখক ও সমাজসেবকদের পরিচয় করিয়ে দেন। লন্ডনের কবি ডেভিড লি মর্গান, ভারতের মুম্বাইয়ের সারেঙ্গী শিল্পী ওস্তাদ কামাল সাবরি, সমাজসেবক ড. কৌশিক কর ও অশ্বিনী প্রাসাদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া স্প্যানিশ লেখিকা আইরিস তেজেদা ও দক্ষিণ আফ্রিকার থোকোজানি নাদাবাও উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারী কবি ও লেখকরা স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ইশরাত বোখারী, পিঙ্কি চৌধুরী ও মুনমুন সাহা বিভিন্ন রচনা আবৃত্তি করেন। ডেভিড লি মর্গান কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার ইংরেজি অনুবাদ আবৃত্তি করেন। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টসের নিলুফার জারিন কবিতার মূল বাংলা সংস্করণ পরিবেশন করে।

সঙ্গীত পরিবেশনায় ওস্তাদ কামাল সাবরি ভূপেন হাজারিকারার গান পরিবেশন করেন। এছাড়া অ্যান্ড্রু শ্যান্টজ এবং ড. শিউলি রায় তাদের সুরেলা কণ্ঠে বাংলা গান পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের আবহকে সমৃদ্ধ করেন।

উপদেষ্টা ড. অনিমিতা সাহার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সমাবেশ শেষ হয়। তিনি অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা জানান এবং আগামী ২৫–২৬ জুলাই চেস্টনাট রিজ, নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য চতুর্থ রকল্যান্ড রিট্রিট ও বইমেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। চার ঘণ্টাব্যাপী এই সাহিত্য সমাবেশ প্রবাসী কমিউনিটির জন্য এক অনন্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

শেখ হাসিনার মামলায় লড়বেন না জেড আই পান্না

ঢাকা অফিস

শেখ হাসিনার পক্ষে আদালতে আইনি লড়াইয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ কথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘যে আদালতের প্রতি শেখ হাসিনার আস্থা নেই সেই আদালতে আমি তাকে ডিফেন্ড করতে পারি না।’

আদালতে নির্বিঘ্নে বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার বিষয়েও নিজের মতামত তুলে ধরেন এই আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী। তিনি বলেন, আদালতে যদি আমি প্রোপার ওয়েতে, নির্বিঘ্নে ডিফেন্ড করতে না পারি তা হলে তো সেখানে আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত হয়ে কোনো লাভ নেই।

তবে দুদকের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের পক্ষে আইনি লড়াই করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে আইনজীবী হতে ১২ আগস্ট আবেদন করেছিলেন জেড আই খান পান্না।

Investors wanted

Investors wanted for entertainment ventures.

We offer a 40% return on your money in 12 months, please call for more information:

917-604-4843

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

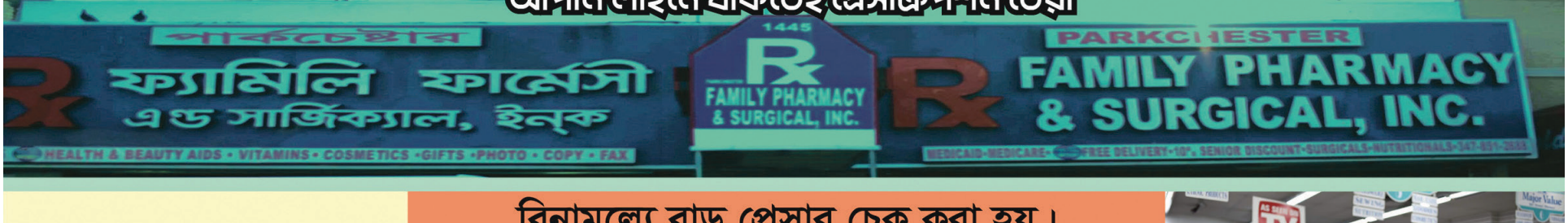

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ফ্যাক্স সার্ভিস ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

নিউইয়র্কে যুক্তরাজ্য প্রবাসী আলী হায়দারের সঙ্গে মতবিনিময়

শেখ শফিকুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র সফররত যুক্তরাজ্য প্রবাসী ও মৌলভীবাজার জেলার সাবেক ছাত্রনেতা আলী হায়দারের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ ইনকরপোরেটেড। রোববার (২৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের স্টারলিন বাংলাবাজারের নিরব রেস্টুরেন্টে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলীর সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমদ জিল্লু, সাবেক ছাত্রনেতা আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, মহিদুর রহমান মেম্বার, শাহীন হাসনাত, সৈয়দ রুমান, রবিন আহমেদ ও রিটন সরকার প্রমুখ।

সভা শুরুতে যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী সাবেক ছাত্রনেতা মো. সজলের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর আলী হায়দারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন আয়োজকেরা।

এ সময় নিউইয়র্কে বসবাসরত মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকার বিপুলসংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আলী হায়দার বলেন, 'আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মান জানিয়েছেন, তা কোনো দিন ভুলব না।'

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

প্রবাসী ভোটাররা ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন

ঢাকা ডেস্ক

সব প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার 'পোস্টাল ব্যালটের' মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন। এর আগে নিবন্ধনের জন্য অঞ্চলভেদে সময়সীমা আলাদা ছিল। বুধবার রাত ১২টা থেকে নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

বুধবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এটি আগে অঞ্চলভেদে ভাগ করা থাকলেও এখন সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এটি আজ রাত ১২টায় উন্মুক্ত করা হবে। ফলে বিশ্বের যেকোনো অঞ্চল থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্কের অভিবাসন আইন নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের মামলা খারিজ

নিউইয়র্কের আদালতে ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার কার্যক্রমে বাধা দেওয়া আইনকে চ্যালেঞ্জ করে ট্রাম্প প্রশাসনের দায়ের করা মামলাকে খারিজ করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালত। এই রায়ে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফেডারেল সরকার রাজ্যকে এই ধরনের সহায়তায় বাধ্য করতে পারবে না।

মামলাটি ২০২০ সালে প্রণীত 'প্রোটেক্ট আওয়ার কোর্টস অ্যাক্ট' আইনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ওই আইনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, বিচারক অনুমোদিত ওয়ারেন্ট ছাড়া ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তারা আদালতে থাকা মানুষদের গ্রেপ্তার করতে পারবে না। আইনটি ফেডারেল অভিবাসন আদালতকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

ডিওজি মামলায় দাবি করেছিল, নিউইয়র্কের আইন এবং দুটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য নির্বাহী আদেশ অসাংবিধানিক, কারণ এগুলো ফেডারেল অভিবাসন কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করছে। তবে জজ মে ড'অগাস্টিনো বলেছেন, নিউইয়র্কের সিদ্ধান্ত যে তারা নাগরিক অভিবাসন আইন প্রয়োগে অংশ নেবে না, তা সংবিধানের দশম সংশোধনী অনুযায়ী বৈধ।

নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস বলেন, আমরা অভিবাসী সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করছি। এই রায় নিশ্চিত করে যে, সবাই নিউইয়র্কের আদালতে ন্যায়বিচার চাইতে পারবে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের ভয় ছাড়া।

ডেপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের মুখপাত্র জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি জাতীয় নিরাপত্তা ও জনসুরক্ষা অগ্রাধিকার, এবং আদালতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই নীতি রক্ষা করা হবে।

নির্বাচন ঠেকাতে চাইবে যারা, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: সিইসি

ঢাকা অফিস

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করতে নির্বাচন কমিশন সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। তিনি বলেন, যারা নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বুধবার ঢাকার পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে 'বিজিবির নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ও মহড়া' পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে বিজিবির ১২১০ প্লাটুন সদস্য নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবে বলে বাহিনীটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের সমস্যা তৈরি হলে তা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, তা নিয়েই চলে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ও মহড়া।

নিউইয়র্কে ঊনবাঙালের নতুন মাসিক একক সঙ্গীত সন্ধ্যা

মিতা হোসেন

নিউইয়র্কে নিবন্ধিত শিল্প-সাহিত্যের সংগঠন ঊনবাঙাল তাদের ৬৩তম সভায় শুরু করল নতুন কার্যক্রম 'মাসিক একক সঙ্গীত সন্ধ্যা'। শনিবার (২২ নভেম্বর) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রথম শিল্পী হিসেবে অংশ নেন মিতা হোসেন। তিনি সংগঠনের নিয়মিত সদস্য এবং সঙ্গীত বিভাগের উপপ্রধান হিসেবে গত এক বছর দায়িত্ব পালন করছেন।

মিতা হোসেন সোনালী যুগের কিছু গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানটি 'শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা' স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আগামী ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে আয়োজন হতে যাওয়া অনুষ্ঠানটির রিহার্সালও এদিন অনুষ্ঠিত হয়। রিহার্সাল পরিচালনা করেন ঊনবাঙাল সঙ্গীত বিভাগের প্রধান সৈয়দ মাসুদুল ইসলাম টুটুল। উপস্থিত ছিলেন মিতা হোসেনের সঙ্গে মোহাম্মদ শানু, বুলা আফরোজ, আবিদা সুলতানা, মুন্না চৌধুরী, রেণু রোজা, মুক্তি জহির, দিমা নেফারতিতি, আহসান হাবিব, জিএম ফারুক খান, নজরুল ইসলাম, চমক ইসলাম ও রেজা কামাল প্রমুখ।

মিতা হোসেনকে একক সঙ্গীত পারফর্ম করার জন্য ঊনবাঙালের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ সময় সাইটেশন পাঠ করেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊনবাঙাল আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার আহ্বায়ক ফখরুল আলম।

ঢাকায় বিএনপি প্রার্থী তুলির বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার মামলা

ঢাকা অফিস

চার বিয়ে নিয়ে একটি মন্তব্যের জন্য ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে ঢাকা-১৪ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সানজিদা ইসলামের (তুলি) বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। হোসাইন মোহাম্মদ আনোয়ার নামের এক ব্যক্তি বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালতে এই মামলা করেন।

হোসাইন মোহাম্মদ আনোয়ার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক বলে পরিচয় দিয়েছেন। তবে জাতীয় শ্রমিক শক্তি বলেছে, হোসাইন মোহাম্মদ আনোয়ারের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

হোসাইন মোহাম্মদ আনোয়ারের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান সাংবাদিকদের বলেন, 'ধর্ম অবমাননার ঘটনায় আমরা আদালতে মামলা করেছি। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।'

অভিযোগে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪১ অনুযায়ী ধর্মচর্চার অধিকার হলো মানুষের মৌলিক অধিকার। 'বিবাহ' হলো ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতিনীতি ও বিধান। পবিত্র কোরআনে সুরা নিসার ৩ নম্বর আয়াত অনুযায়ী একজন মুসলিম পুরুষ ৪টি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারবেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন 'মুসলিম পার্সোনাল ল' (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৭' ধারা (২) অনুযায়ী বিবাহ, ভরণপোষণ, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান পক্ষগণ যদি মুসলিম হন, সে ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াহ আইন প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো নাগরিক ধর্ম প্রতিপালন না–ও করতে পারে, কিন্তু ধর্মকে অপমান করা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করার অধিকার কারও নেই।

অভিযোগে আরও বলা হয়, বিবাদী সানজিদা ইসলাম তুলি ইসলামে বিবাহ ইস্যুতে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি ইসলাম ধর্মকে অপমান করেছেন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করেছেন, যা দণ্ডবিধির ২৯৫(ক) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

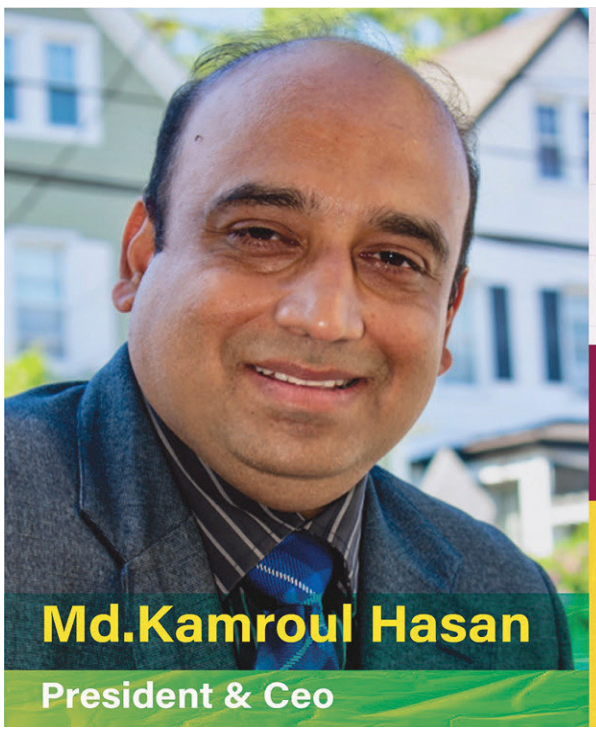

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

HASAN TAXI SERVICES INC

ডা. অরূপ রতন চৌধুরীর সঙ্গে গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক

একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. অরূপ রতন চৌধুরীর সঙ্গে মতবিনিময় করেছে গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার (২৪ নভেম্বর) নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় এই মতবিনিময় ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী হেলালের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট জয়জিৎ আচার্য্য, সাংস্কৃতিক কর্মী সুতিপা চৌধুরী, ডা. অরূপ রতন চৌধুরীর সহধর্মিণী গৌরী চৌধুরী এবং এডভোকেট ছায়াদ আহমদ।

উল্লেখযোগ্য সামাজিক আন্দোলনকারী হিসেবে বাংলাদেশের মাদকবিরোধী প্রচারণায় ডা. অরূপ রতন চৌধুরী বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। তার রচিত কয়েকটি বইও মাদক প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরে জানানো হয়, ২০২৩ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত সংগঠনের প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসবে তিনি অংশ নেন। ২০২৪ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক জালালাবাদ সম্মেলনে তাকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির আন্তর্জাতিক এম্বাসেডর হিসেবে বিশ্বব্যাপী সিলেটি প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের সেতুবন্ধনের কাজ করছেন।

গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকার পক্ষ থেকে তার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়।

অবসরে যাচ্ছেন প্রধান বিচারপতি

ঢাকা ডেস্ক

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ অবসরে যাচ্ছেন। এর আগে আগামী ১৪ ডিসেম্বর তিনি দেশের বিচারকদের উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণ দেবেন। অবসরের আগে বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে এটিই হবে তার শেষ ভাষণ।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির বয়সসীমা ৬৭ বছর। সে বয়স পূর্ণ হওয়ায় ২৭ ডিসেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করবেন।

থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির খাবার বিতরণ

বিশেষ প্রতিনিধি

থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে কমিউনিটির মানুষের জন্য বিশেষ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি আয়োজন করেছে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২৫ নভেম্বর, মঙ্গলবার, এস্টেম হেলথ কেয়ার-এর সহযোগিতায় এস্টোরিয়ার ৩৬ অ্যাভিনিউতে প্রায় তিন শতাধিক মানুষের মধ্যে টার্কি, সবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়।

এই তথ্যগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি; অনুষ্ঠান সম্পর্কে সব বিবরণ আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত।

এ কর্মসূচিকে ঘিরে স্থানীয় কমিউনিটিতে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সকাল থেকেই এলাকাবাসী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা পুরো আয়োজন পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ও মতামত তুলে ধরেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট সোহেল আহমেদ, সেক্রেটারি জাবেদ উদ্দিন, এনথেম স্বাস্থ্যবীমার কমিউনিটি আউটরিচ ম্যানেজার উইন্ডি ডমিংগেজ, নিউইয়র্ক স্টেট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসেম্বলির প্রার্থী মেরি জোবাইদা, কমিউনিটি নেতা ফকু চৌধুরী, শমশের আলী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, এমদাদ তরফদার, মনসুর চৌধুরী, টাইম টিভি-র সিইও আবু তাহের, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা–র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মাহতাব শাহেদ খান এবং আরও অনেকে।

বক্তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি; তারা যে মন্তব্য করেছেন বলে জানানো হয়েছে, তা-ই এখানে তুলে ধরা হলো।

বক্তারা বলেন, থ্যাঙ্কসগিভিং শুধু কৃতজ্ঞতার দিন নয়—এটি কমিউনিটিতে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোরও বার্তা দেয়। তারা জানান, অভাবী ও নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলোর মুখে অন্তত উৎসবের আগে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের মতে, ভবিষ্যতেও এমন সামাজিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা হবে।

এস্টেম হেলথ কেয়ারের প্রতিনিধিরা জানান, স্থানীয় সংগঠনগুলোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দিতে তারা সবসময় প্রস্তুত। তাদের মতে, কমিউনিটি–সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই আয়োজনকে স্থানীয় বাসিন্দারা স্বাগত জানান। অনেকেই জানান, থ্যাঙ্কসগিভিং–এর পূর্বে এমন সহায়তা তাদের জন্য বাস্তবিকই উপকার এনে দেয়।

অ্যাডামস প্রশাসনে বড় ধরনের ছাঁটাই

নিউইয়র্ক সিটি

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির বিদায়ী মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রশাসনের অন্তত ১৭০ জন কর্মীকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে—নতুন মেয়র জোহরান মামদানির দায়িত্ব গ্রহণের পর তারা আর পদে থাকছেন না। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত একাধিক সূত্র।

এসব কর্মীর বেশিরভাগই সিটি হল ও তার আশপাশের দপ্তরে কর্মরত। তাদের মধ্যে একজন, যিনি দুই বছর ধরে সিটি সরকারের সঙ্গে যুক্ত এবং মেয়রের অফিসে এক বছরেরও কম কাজ করেছেন, জানিয়েছেন—মঙ্গলবার তাকে বলা হয়েছে যে বছরের শেষেই তার চাকরি শেষ হবে। তার ভাষায়, অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে অ্যাডামসকে সমর্থন করতেন না; শুধু সিটি সরকারের মূল্যবোধের সঙ্গে নিজেদের মিল খুঁজে পেয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। চাকরি হারানোর সংবাদে তিনি বিস্ময় ও হতাশা প্রকাশ করেন।

নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলারের দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে মেয়রের অফিসে প্রায় ১,২০০ কর্মী বেতনভুক্ত অবস্থায় আছেন। ছাঁটাইয়ের নিন্দা জানিয়েছেন বিদায়ী মেয়র অ্যাডামসের মুখপাত্র ফ্যাবিয়েন লেভি। তিনি এটিকে "নিউইয়র্কবাসীর জন্য বড় ক্ষতি" উল্লেখ করে বলেন—দীর্ঘদিনের সরকারি কর্মীদের রাজনৈতিক খেলায় বলি করা উচিত নয়।

অন্যদিকে, মেয়র-ইলেক্ট মামদানির ট্রানজিশন টিমের মুখপাত্র ডোরা পেকেক বলেন—মেয়র পরিবর্তনের সময় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নতুন প্রশাসন তাদের নিজস্ব সিটি হল–টিম গঠন করছে, যেখানে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মামদানি জানিয়েছেন তার প্রশাসনে কাজের জন্য ইতোমধ্যে ৭০ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সিটি সরকারের কার্যক্রমকে আরও দক্ষ করতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার।

ইতিহাস বলছে—নতুন মেয়ররা খুব কম ক্ষেত্রে আগের প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, যোগাযোগ–দপ্তরের কর্মী বা ডেপুটি মেয়রদের ধরে রাখেন। তবে সিটি সরকারের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া সাধারণত দীর্ঘ ও জটিল। অনেক পদে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রয়োজন হয়, আবার অ–সিভিল সার্ভিস পদের নিয়োগ সম্পন্ন হতেও মাসের পর মাস লেগে যায়।

অ্যাডামস প্রশাসনই বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ—স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে লাইফগার্ড পর্যন্ত—শূন্য রাখা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। তবে সিটি হলের উচ্চপর্যায়ের কর্মী নিয়োগে সিদ্ধান্ত সাধারণত মেয়রের ওপরই নির্ভর করে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

ন্যাশনাল গার্ডের দরকার নেই, নিউইয়র্ক নিরাপদ

ট্রাম্পকে মামদানি

মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে মামদানি বলেন, তিনি প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন—নিউইয়র্কে ন্যাশনাল গার্ডের দরকার নেই।

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেয়র–ইলেক্ট জোহরান মামদানি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলেছেন, নিউইয়র্ক সিটির জন্য ন্যাশনাল গার্ড প্রেরণের প্রয়োজন নেই। সিটির নিরাপত্তার জন্য এনওয়াইপিডিই যথেষ্ট। মামদানি আরও বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর গত শুক্রবারের বৈঠক থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে সিটির বাসিন্দারাই।

মামদানি জানিয়েছেন, আলোচনার মূল বিষয় ছিল জীবনযাত্রার ব্যয় ও নগর জীবনের মানোন্নয়ন। রবিবার ব্রঙ্কসের ইউনিয়ন গ্রোভ মিশনারি ব্যাপটিস্ট চার্চের বাইরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, “দুই রাজনীতিবিদের বৈঠকে প্রায়ই আলোচনা তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এবার আমরা দেখেছি আলোচনা ছিল কার্যকর, নিউইয়র্ক সিটিকে কেন্দ্র করে, এবং এ সিটির মানুষের জন্য কিছু করে দেখানোর লক্ষ্যেই।”

ওয়াশিংটন সফর শেষে প্রথম সংবাদ সম্মেলনে মামদানি বলেন, তিনি “ভালোই অনুভব করছেন।” বৈঠকের সুর নিয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে; অনেকেই আলোচনাকে অস্বাভাবিকভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন। কেউ বলছেন বৈঠকে মামদানি এগিয়ে ছিলেন, আবার কেউ মনে করছেন ট্রাম্প জিতেছেন। মামদানি বলেন, “আমার মনে হয় নিউইয়র্কবাসীরাই জিতেছেন। কারণ কথোপকথনে বারবার ফিরে এসেছে এই সিটির মানুষের কথাই।”

আগামী ১ জানুয়ারি তাঁর শপথ গ্রহণের আগে এই বৈঠক হওয়ায়, ট্রাম্প ভবিষ্যতে সিটির কাজে কতটা সম্পৃক্ত হবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ট্রাম্প প্রশাসন পূর্বে হাডসন রিভার টানেল প্রকল্প ও সেকেন্ড অ্যাভিনিউ সাবওয়ে সম্প্রসারণে ফেডারেল অর্থায়ন বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিল। এছাড়া অপরাধ মোকাবিলায় ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর সম্ভাবনাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

রবিবার “মিট দ্য প্রেস” অনুষ্ঠানে মামদানি বলেন, তিনি প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন—নিউইয়র্কে ন্যাশনাল গার্ডের দরকার নেই। তাঁর ভাষ্য, “নিউইয়র্ককে দেশের অন্য যেকোনো জায়গা থেকে আলাদা করে এনওয়াইপিডি। জননিরাপত্তা রক্ষায় আমি তাদের ওপর ভরসা করি। তারা পারে, তারা করেছে, এবং আমার নেতৃত্বেও তারা তা করে যাবে বলে আমি জানি।”

ট্রাম্প শনিবার বলেছেন, প্রয়োজন মনে করলে তিনি ন্যাশনাল গার্ড পাঠাবেন, যদিও তাঁর মতে অন্য শহরগুলোর সহায়তা আরও জরুরি। ইমিগ্রেশনসহ নানা ইস্যুতে মতপার্থক্য থাকলেও শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা উন্নয়নে ফেডারেল সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেন মামদানি। তিনি বলেন, “প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তব্য নিজেই দেবেন। আমাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল, থাকবে। কিন্তু সিটি হলে যারা বাস করেন— তাদের সবার পক্ষেই আমি কথা বলব।”

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর মামদানি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, নিউইয়র্কবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খরচ তাঁর অগ্রাধিকার। তিনি লিখেছেন, “নিউইয়র্কে কর্মজীবী মানুষদের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী শহরে প্রতি পাঁচজনের একজনের কাছে ট্রেন বা বাসের ২.৯০ ডলার ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই। ট্রাম্পকে আমি বলেছি— এ মানুষগুলোকেই আমাদের রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে হবে।”

হোয়াইট হাউস বৈঠকের পর ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, “নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে দেখা করা ছিল দারুণ সম্মানের।” মামদানি আগামী ১ জানুয়ারি নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে শপথ নেবেন।

ব্রঙ্কসে আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের অভিষেক

শেখ শফিকুর রহমান

ব্রঙ্কসে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ ইনকের ২০২৫ সালের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক। গত ২৪ নভেম্বর (সোমবার) সন্ধ্যায় ষ্ট্রালিন বাংলাবাজারের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে এই অভিষেক অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুস শহীদ। সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন এবং যুগ্ম সম্পাদক রেজা আব্দুল্লাহর যৌথ সঞ্চালনায় দোয়া-মোনাজাত, অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ, শপথ বাক্য পাঠ, সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজসহ ছিল এক সমৃদ্ধ কর্মসূচি। বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক সোহান আহমেদ টুটুল, প্রধান সমন্বয়কারী শেখ শফিকুর রহমান এবং সদস্য সচিব কাজী রবিউজ্জামান পুরো আয়োজনের দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটর্নি মঈন চৌধুরী। এছাড়া নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজসহ বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মুহিত, সিরাজউদ্দিন আহমদ সোহাগ, শামীম আহমদ, মাহবুবুল আলম, রোকন হাকিম, সিপিএ জাকির চৌধুরী, তোফায়েল চৌধুরী, সাইদুর রহমান লিংকন, ফরিদা ইয়াছমিন, বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, হাসান আলী এবং সাব্বির আহমদ।

দোয়া পরিচালনা করেন মো. জালাল চৌধুরী। বাংলাদেশের ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর পর সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান এটর্নি মঈন চৌধুরী।

এবারের নবনির্বাচিত কমিটিতে দায়িত্ব পেয়েছেন সভাপতি আব্দুস শহীদ, সিনিয়র সহসভাপতি জামাল হোসেন, সহসভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, সোহান আহমদ টুটুল ও রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক রেজা আব্দুল্লাহ, সহ সম্পাদক শরীফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ আল মামুন সরকার প্রমুখ।

নতুন অভিবাসন নীতি, অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ১৭ লাখ মানুষ

ব্রিটেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্য সরকার সম্প্রতি একটি কঠোর নতুন ‘সেটেলমেন্ট’ নীতি ঘোষণা করেছে, যা কার্যকর হলে দেশটিতে স্থায়ী বসবাসের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা প্রায় ১৭ লাখ বৈধ অভিবাসীর জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি আশ্রয়ের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আরও অন্তত ১০ লাখ অভিবাসীও নতুন নিয়মের কারণে প্রভাবিত হতে পারেন।

নতুন নীতি অনুযায়ী, স্থায়ী বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা ৫ বছর থেকে বেড়ে ১০ থেকে ২০ বছর বা তারও বেশি হতে পারে। বিশেষ উচ্চ অবদানকারী বা ‘হাই-কন্ট্রিবিউটিং’ অভিবাসীদের জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক রুট রাখা হয়েছে, যা তাদের দ্রুত আইএলআর (ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইন) পাওয়ার সুযোগ দেয়। কিন্তু যারা সরকারী বেনিফিট বেশি নেন, অপরাধে জড়ান বা অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষার সময় ২০ থেকে ৩০ বছরে গড়াতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে কোনো শিশু যুক্তরাজ্যে ৭ বছর কাটালে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে এবং বাবা-মা বৈধ না হলেও শিশু ও তার পরিবার স্থায়ীভাবে থাকতে পারে। কিন্তু নতুন নীতি অনুসারে, বাবা-মা অবৈধ হলে শিশুকেও তৃতীয় কোনো দেশে ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই নীতি পরিবার ও শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

হাউস অব কমনসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, নতুন নীতির মূল দর্শন হলো স্থায়ী বসবাস আর ‘অধিকার’ নয়, বরং ‘অর্জিত যোগ্যতা’। সরকারের মতে, যারা নিয়ম মেনে কাজ করছে, ট্যাক্স দিচ্ছে ও সমাজে অবদান রাখছে, তাদের জন্য দ্রুত রুট রাখা হয়েছে। অপরদিকে কম অবদানকারী বা অবৈধ অভিবাসীদের জন্য কঠোরতার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইপিপিআর-এর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ যুক্তরাজ্যে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন মানুষ স্থায়ী বসবাসের জন্য অপেক্ষায় ছিল। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১২.৯ লাখ কর্মী ভিসাধারী, ১.৬ লাখ শরণার্থী ও সুরক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি, ১.৮৩ লাখ হংকংয়ের ব্রিটিশ ন্যাশনাল (ওভারসিজ) ভিসাধারী এবং আরও প্রায় ৩০ হাজার অন্য রুটের অভিবাসী। নতুন নীতির ফলে তাদের আইএলআর পাওয়ার পথ দীর্ঘ অনিশ্চয়তায় পড়ে যাবে।

নতুন নীতি মানবাধিকার সংস্থা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অভিবাসী কমিউনিটির মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। লেবার পার্টির এমপিরা বলছেন, যারা ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাদের ফেরত পাঠানো বা দীর্ঘ অপেক্ষায় রাখা অন্যায়। হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড ডাবস বলছেন, শিশুদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নতুন নীতি কার্যকর হলেও এর বাস্তবায়ন সহজ হবে না। সংসদে দীর্ঘ বিতর্ক, জনমত যাচাই এবং আদালতের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। পাশাপাশি এই নীতি ইইউ সেটেলমেন্ট স্কিমধারী, ব্রিটিশ সিটিজেনদের স্পাউজ বা তাদের সন্তান ও পিতামাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

একই সময়, অভিবাসীরা উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে ‘কেয়ার’ ভিসায় আসা মাসুম হোসাইন বলেন, “আমি আশা করেছিলাম ২০২৭ সালে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাব। কিন্তু সরকারের হঠাৎ ঘোষণার ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়েছে।”

সরকারের যুক্তি হলো, উচ্চ অভিবাসন চাপ, আবাসন সংকট ও জনসেবার ওপর বোঝা কমানোর জন্য নতুন ব্যবস্থা প্রয়োজন। যারা নিয়ম মেনে অবদান রাখছে তাদের জন্য দ্রুত রুট রাখা হলেও কম অবদানকারীদের জন্য অপেক্ষার সময় দীর্ঘ করা হবে।

নতুন নীতি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সরকারের ওয়েবসাইটে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেকেউ মতামত প্রদান করতে পারবেন।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

জ্যামাইকার হিলসাইডে নির্ভরযোগ্য সেবা দিচ্ছে আস সালাম ফার্মেসি

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যামাইকার হিলসাইড এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সুবিধা একসঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে 'আস সালাম ফার্মেসি'। ওষুধ সরবরাহের পাশাপাশি বহুমুখী সেবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে গ্রাহকদের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ভ্যাক্সিনেশন সেবাসহ নানাবিধ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রোগী যেন নিজের ওষুধ ব্যবহারের নিয়ম, চিকিৎসা পরিকল্পনা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা পান, সেজন্য রয়েছে পেশেন্ট কাউন্সিলিং সেবা। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির মেডিক্যাল সিঙ্ক্রোনাইজেশন পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়মিত গ্রাহকরা প্রতি মাসে একই দিনে সব ওষুধ একসাথে সংগ্রহ করতে পারেন।

স্থানীয় কমিউনিটির সুবিধাকে সামনে রেখে ফার্মেসিটিতে স্বাস্থ্যসামগ্রীর পাশাপাশি, গৃহস্থালি পণ্য, খাদ্যসামগ্রীসহ নানান প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়। একই ছাদের নিচে গ্রাহকদের জন্য থাকছে চাল, ডাল, তেল, মসলা, সাবান শ্যাম্পু, লোশন, ক্রিমসহ যাবতীয় গ্রোসারি আইটেম। এছাড়া রয়েছে মানি ট্রান্সফার, প্রিন্টিং, ফ্যাক্স পাঠানোসহ জরুরি সেবার সমৃদ্ধ সুবিধা। ফার্মেসিতে ওটিসি কার্ড গ্রহণ করা হয়, যাতে গ্রাহকরা সহজেই প্রয়োজনীয় ওভার-দ্য-কাউন্টার পণ্য ক্রয় করতে পারেন।

অত্যাধুনিক সেবা প্রদানেও পিছিয়ে নেই আস সালাম ফার্মেসি। গ্রাহকদের সময় বাঁচাতে আধুনিক রোবটিক মেশিনের মাধ্যমে ওষুধ বিক্রি করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। যার মাধ্যমে গ্রাহকদের যেমন সময় সাশ্রয় হয় তেমনি দ্রুততম সময়ে ক্রয়কৃত ওষুধের নির্ভুল হিসাবও করা যায়।

প্রতিষ্ঠানটির ফ্রন্ট ম্যানেজার মনজুর মিয়া বলেন, আমরা চাল, তেল, লোশন, ক্রিম, ফ্রোজেন ফুডসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করি এবং গ্রাহকদের সুবিধার জন্য ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি। আমাদের ফার্মেসিতে ওষুধ ছাড়াও মানি ট্রান্সফার, প্রিন্টিং ও ফ্যাক্স পাঠানোর মতো সেবা সহজলভ্য, যা স্থানীয়দের দৈনন্দিন কাজকে অনেক সহজ করে। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো গ্রাহকদের সময় বাঁচানো এবং প্রতিটি সেবা সহজ করা।

আস সালাম ফার্মেসির সুপারভাইজিং ফার্মাসিস্ট নাজমুল হুদা বলেন, আমরা ওষুধ সরবরাহের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রাহককে সঠিক পরামর্শ ও নিরাপদ সেবা প্রদান করে থাকি। ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আমরা মানুষদের দৈনন্দিন স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে সাহায্য করি। জরুরী অবস্থা নিয়ে কোন রোগী এলে আমরা প্রথমে ডাক্তারের সাথে আলাপ করার চেষ্টা করি। ডাক্তারের পরামর্শমত আমরা ওষুধ দিয়ে থাকি। এছাড়া কোন কারণে ডাক্তার পাওয়া না গেলে আমরা অন্তত ৩ দিনের ওষুধ দিয়ে থাকি।

প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বরত ম্যানেজার আসিফ আহমেদ বলেন, আমাদের লক্ষ্য গ্রাহকের সময় বাঁচানো এবং উন্নত সেবা দেওয়া। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর পরিচালনার মাধ্যমে আমরা হিলসাইডে একটি বিশ্বস্ত সেবাকেন্দ্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি। ভবিষ্যতে সেবার পরিধি আরও বাড়বে।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by: SCHEV, NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র, ইন্‌ক
Greater Comilla Association USA, Inc.

কার্যকরী কমিটি
Executive Committee
2026-2027

মোঃ ইউনুছ সরকার
সভাপতি

মো: এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক

সিরাজুল হক জামাল
সিনিয়র সহ সভাপতি

মো: জাহাঙ্গীর এ সরকার
সহ সভাপতি

মামুন মিয়াজী
সহ সভাপতি

হাজী মো: ইসমাইল মিয়া
সহ সভাপতি

আবুল খায়ের আখন্দ
সহ সভাপতি

সোহেল গাজী
সহ সাধারণ সম্পাদক

মো: আবুল হোসেন
কোষাধ্যক্ষ

সাইদুল ইসলাম রিয়াদ
সাংগঠনিক সম্পাদক

সালাউদ্দিন জাহিদ
প্রচার সম্পাদক

মোহাম্মদ বাবুল মিয়া
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

এম.ও.জি রাসেল ভূইয়া (প্রসেকর)
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

ফারহানা আক্তার
মহিলা সম্পাদিকা

কার্যকরী কমিটি

মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি
কার্যকরী সদস্য

কাজী আহ্মদ উল্যাহ
কার্যকরী সদস্য

বাছেদ ভূইয়া
কার্যকরী সদস্য

মো: আলমগীর হোসেন মোল্লা
কার্যকরী সদস্য

আব্দুস ছাত্তার ভূইয়া
কার্যকরী সদস্য

আব্দুস সামাদ টিটু
কার্যকরী সদস্য

মাহবুবুল আলম
কার্যকরী সদস্য

www.greatercomillausainc.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

আমেরিকান স্বপ্ন বাস্তবায়নে জাতিগত ঐক্যের বিকল্প নেই: শাহানা হানিফ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের প্রথম মুসলিম এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ বলেছেন, আমেরিকান স্বপ্ন অর্জনে জাতিগত ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। গত ২৩ নভেম্বর ব্রুকলিনের চট্টগ্রাম ভবনে চট্টগ্রাম সমিতির আয়োজিত এক সংবর্ধনা সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

শাহানা হানিফ বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটি যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত অগ্রসরমান কমিউনিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম। রাজনীতিতে আমাদের অংশগ্রহণই আমেরিকান সমাজে অবস্থান শক্তিশালী করার প্রধান মাধ্যম। ব্যালটের লড়াইয়ের মাধ্যমে সবসময় আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে। সাম্প্রতিক নির্বাচনেও এর প্রমাণ মিলেছে।

তিনি আরও বলেন, গত চার বছরে প্রগতিশীল নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সিটি মেয়রের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে লড়াই করতে হয়েছে। আশা করি জানুয়ারিতে নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি দায়িত্ব গ্রহণ করলে এসব অসুবিধা কাটানো সহজ হবে।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে নিজের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে শাহানা হানিফ বলেন, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ডেলিভারিম্যান ও রেস্টুরেন্ট কর্মীদের বকেয়া মজুরি আদায়ে সব সময় পাশে থাকব। সম্প্রতি ব্রুকলিনের একটি রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রায় তিন মিলিয়ন ডলার বকেয়া বেতন আদায়ে তার অফিসের সহায়তা উল্লেখযোগ্য অবদানের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

এদিকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে শাহানা হানিফ জানান, একই আসনে তিনবারের বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ নেই। তাই পরবর্তী সময়ে সিটি কম্পট্রোলার, মেয়র বা কংগ্রেস–যেকোনো একটি পদে লড়াই করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

এ সময় তিনি পুনর্নির্বাচিত করায় চট্টগ্রামবাসীসহ পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত

৬টি এয়ারলাইন নিষিদ্ধ করল ভেনেজুয়েলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাড়তে থাকা সামরিক উত্তেজনার জেরে একযোগে ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের অবতরণ ও উড্ডয়নের অনুমতি বাতিল করেছে ভেনেজুয়েলা। এর আগে মার্কিন সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসগামী ফ্লাইটগুলো স্থগিত করেছিল এই এয়ারলাইনগুলো। পরে ভেনেজুয়েলা তাদেরকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়। সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় বুধবার (২৭ নভেম্বর) থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ হওয়া এয়ারলাইনগুলো হলো—আইবেরিয়া, টিএপি পর্তুগাল, গোল, লাতাম, আভিয়াঙ্কা এবং টার্কিশ এয়ারলাইনস। ভেনেজুয়েলার এই সিদ্ধান্তে হাজারো যাত্রী বিপাকে পড়েছেন। তবে কিছু ছোট ছোট এয়ারলাইন এখনো দেশটিতে যাতায়াত করছে।

সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান সাগরে ভেনেজুয়েলার উপকূলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ঘিরে এই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার উপকূলীয় এলাকায় ১৫ হাজার সেনা এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী জাহাজ ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড মোতায়েন করেছে। ওয়াশিংটন বলছে, এই অভিযান মাদকবিরোধী তৎপরতার অংশ। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদকবিরোধী অভিযানে এত বড় সামরিক উপস্থিতি সাধারণত দেখা যায় না।

অভিযানের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত অন্তত ২১টি নৌকা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এতে ৮০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। তবে ওই নৌকাগুলোতে মাদক ছিল—এমন কোনো প্রমাণ এখনো উপস্থাপন করতে পারেনি মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

ভেনেজুয়েলার মতে, এই সামরিক অভিযান আসলে প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা। গত বছর তাঁর পুনর্নির্বাচনকে বিরোধী দল ও যুক্তরাষ্ট্র সহ বহু বিদেশি সরকার 'কারচুপির মাধ্যমে জয়' বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ব্রঙ্কসে নিউ ফাইভ স্টার কাচ্চি বিরিয়ানি হাউসের উদ্বোধন

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের ষ্টারলিন বাংলাবাজারে 'নিউ ফাইভ ষ্টার কাচ্চি বিরিয়ানি হাউস' এর উদ্বোধন করা হয়েছে। রোববার (২৩ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল তিনটায় বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির উপস্থিতিতে এই রেস্টুরেন্টের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সতেজ খাবার ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তাদের নতুন এই উদ্যোগ। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত গ্রাহকদের জন্য খাবার পরিবেশন করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন রেস্টুরেন্টের কর্ণধার মোস্তাক আহমদ রফিক। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাবাজার মসজিদের ইমাম মাওলানা ইয়াহিয়া ও মাওলানা আবদুল হাদি। এর আগে অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে ফিতা কেটে রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জ্যাকি চৌধুরী, ব্যবসায়ী নাজিমুদ্দিন, কমিউনিটি লিডার শেখ জামাল হোসেন, নরুল ইসলাম মিলন, আবু সাঈদ, হ্যাপি ও সিরাজ উদ্দিন সোহাগ। উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি প্রবাসী, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ এন. মজুমদার, নুরুল আলম জিকু, আবদুল মুহিত, খবির উদ্দিন ভূঁইয়া ও উপস্থিত সাংবাদিকেরা।

উদ্বোধনের পর অতিথিদের কাচ্চি ও চিকেন বিরিয়ানি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

রেস্টুরেন্টের কর্ণধার মোস্তাক আহমদ রফিক বলেন, 'প্রবাসীদের রুচিশীল খাবারের চাহিদা পূরণে আমরা বদ্ধপরিকর। সবার সহযোগিতা ও ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।'

রহমানাউল্লাহ সিআইএ'র হয়ে কাজ করতেন!

ইব্রাহীম চৌধুরী

ওয়াশিংটন ডিসিতে গত বুধবার দুইজন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার ঘটনায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যে নিজের বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে রাজধানীতে এসে হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন বলে কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান।

বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) জানায়, সন্দেহভাজন রহমানাউল্লাহ লাকানওয়াল (২৯) আফগানিস্তানে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের আগে সিআইএ–এর হয়ে কাজ করতেন। একই বছরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হন।

বৃহস্পতিবারের সংবাদ সম্মেলনে এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেলও নিশ্চিত করেন যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি আফগানিস্তানে "অংশীদার বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত" ছিলেন। লাকানওয়ালের বিরুদ্ধে তিনটি 'অস্ত্রসহ হত্যা-উদ্দেশ্যে হামলা' এবং একটি 'সহিংস অপরাধে আগ্নেয়াস্ত্র বহন' করার অভিযোগ আনা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি ১৫ বছর কারাদণ্ড। তবে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি ফক্স নিউজকে জানান, প্রসিকিউশন মৃত্যুদণ্ড দাবি করবে।

ভুক্তভোগী ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে — সারা বেকস্ট্রম (২০) এবং অ্যান্ড্রু ওলফ (২৪)। দু'জনই গুরুতর অবস্থায় আছেন এবং বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তাদের অস্ত্রোপচার চলছিল। সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার অ্যাটর্নি জিনিন পিরো বলেন, যদি আহত দুই গার্ড সদস্যের একজন মারা যান, তাহলে লাকানওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ হত্যা মামলায় উন্নীত হবে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জানায়, বুধবার দুপুর ২:১৫ মিনিটের দিকে ফারাগুট স্কয়ার মেট্রো স্টেশনের কাছে—১৭তম স্ট্রিট ও আই স্ট্রিটের সংযোগস্থলে—দু'জন গার্ড সদস্যকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। ঘটনার সময় এক গার্ড সদস্যের পাল্টা গুলিতে লাকানওয়ালও আহত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তিনি হেফাজতে আছেন। লাকানওয়াল ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের বেলিংহ্যামে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে বসবাস করতেন।

পিরো আরও জানান, "আমরা যা জেনেছি, তিনি ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্য থেকে গাড়ি চালিয়ে সরাসরি রাজধানীতে এসেছেন, স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল এই হামলা চালানো।" সিআইএ পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ এক বিবৃতিতে সন্দেহভাজনের সিআইএ–সংযোগের কথা নিশ্চিত করেন এবং বলেন, লাকানওয়ালকে যুক্তরাষ্ট্রে আনা উচিত হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন, বাইডেন প্রশাসন ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যাদের আনা হয়েছিল—লাকানওয়াল তাদেরই একজন, কারণ তিনি কান্দাহারে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করেছিলেন।

নিউইয়র্কে উৎসব গ্রুপ প্রেজেন্ট অর্থহীন ব্যান্ডের কনসার্ট ৩০ নভেম্বর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের ফ্লাশিং হিন্দু টেম্পলে আগামী ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উৎসব গ্রুপ প্রেজেন্ট অর্থহীন ব্যান্ডের কনসার্ট। এতে বাংলাদেশি জনপ্রিয় ব্যান্ড অর্থহীন এবং তাদের দলনেতা সুমন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। কনসার্টের আয়োজক হিসেবে থাকছে উত্তর আমেরিকার ন্যাশনাল প্রমোটার মিউজিক বাংলা বোস্টন। এ ছাড়া সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকছে ইভেন্ট ইউএসএ এন্টারটেইনমেন্ট ও এএসএ।

গত ২৪ নভেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান কনসার্টের আয়োজক ও সংশ্লিষ্টরা। জনপ্রিয় টিভি ও মঞ্চ উপস্থাপিকা সাদিয়া খন্দকারের উপস্থাপনায় কনসার্টের মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন মিউজিক বাংলা বোস্টনের স্বত্বাধিকারী পারভেজ, উৎসব গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও রায়হান জামান, ইভেন্ট ইউএসএ এন্টারটেইনমেন্টের প্রেসিডেন্ট ও সিইও এনাম চৌধুরী, পিন্ক নয়েজ এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও আরিফুজ্জামান আরিফ, চ্যাট্রী এন্ড চ্যাট্রী এসোসিয়েটের সিনিয়র লিগাল ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট নাসরিন আহমেদ এবং আইআর এন্টারটেইনমেন্টের সায়িদ ইমাম বুলবুল।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা বলেন, বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড দল অর্থহীনকে উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী ভাই বোনদের সামনে গান পরিবেশনের সুযোগ করে দিয়েছে মিউজিক বাংলা বোস্টন। এই পর্যন্ত অর্থহীন ব্যান্ড বিভিন্ন স্টেটে শো করে সাড়া ফেলেছে। বাংলাদেশের মতো আমেরিকার মাটিতেও অর্থহীনের পরিবেশনা শুনতে মুখিয়ে আছে দর্শক শ্রোতারা, তারই ধারাবাহিকতায় এই আয়োজন। এ সময় কনসার্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আয়োজক ও স্পন্সরকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

অর্থহীন ব্যান্ড ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ড। ২০০০ সালে তাদের প্রথম অ্যালবাম ত্রিমাত্রিক প্রকাশিত হয়। ২০২৩ সালে প্রকাশিত তাদের সর্বশেষ অ্যালবাম ফিনিক্সের ডাইরি। মূলত রক ব্যান্ড হলেও বর্তমানে হেভি মেটাল গানেও পারদর্শী অর্থহীন।

বাইডেন আমলে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীদের পুনঃতদন্তের নির্দেশ

বিশেষ প্রতিনিধি

ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে বাইডেন আমলে গৃহীত সব আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যাপক পুনঃতদন্ত ও পুনঃসাক্ষাৎকার নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনব্যবস্থাকে ভেঙে পুনর্গঠনের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এই সিদ্ধান্তের ফলে গত চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে শরণার্থী হিসেবে আবেদন করা দুই লাখের বেশি মানুষের অবস্থান প্রভাবিত হতে পারে। শরণার্থী মর্যাদা পাওয়ার জন্য আবেদনকারীদের একাধিক দফা জটিল যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যা সাধারণত বহু বছর ধরে চলে এবং যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর এক থেকে দুই বছর আগেই শুরু হয়।

নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা সব শরণার্থী—গ্রিন কার্ডধারীসহ—পুনরায় ব্যাপকভাবে যাচাই করা হবে। নথিতে দাবি করা হয়, বাইডেন প্রশাসন শরণার্থী যাচাইয়ে

> বিশ্ব রিলিফ সংস্থা জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তে বহু আশ্রয়প্রার্থী তীব্র আতঙ্কে পড়বে। কারণ তারা নিজ দেশে ফেরতের ভয় অনুভব করবে।

"গুণগত সাক্ষাৎকার ও কঠোর নিরাপত্তা পরীক্ষার চেয়ে দ্রুততা ও সংখ্যা বাড়ানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।"

পুনর্মূল্যায়নে যাদের শরণার্থী সংজ্ঞার সঙ্গে অসামঞ্জস্য পাওয়া যাবে, তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার কোনো সুযোগ থাকবে না। মূল আবেদনকারীকে শরণার্থী মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হলে তার স্ত্রী/স্বামী, সন্তান এবং অন্য নির্ভরশীল সদস্যদের অবস্থানও বাতিল হবে।

শরণার্থী সহায়তায় কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'আফগানইভ্যাক' জোটের প্রতিষ্ঠাতা শন ভ্যানডাইভার এই সিদ্ধান্তকে "অভূতপূর্ব ও নিষ্ঠুর" বলে মন্তব্য করেছেন। তার ভাষায়, যারা ইতোমধ্যেই বহুস্তরের নিরাপত্তা ও জীববিদ্যাগত যাচাই পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে জীবন গড়েছেন, তাদের আবার পুনর্বিবেচনার আওতায় আনা অমানবিক।

দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে পুরো শরণার্থী গ্রহণ কর্মসূচি স্থগিত করেন, যতক্ষণ না তা "যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য" আনতে পারে। ওই আদেশে বলা হয়েছিল, জননিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কেবল সেইসব শরণার্থীকে গ্রহণ করা হবে, যারা "সম্পূর্ণভাবে এবং যথাযথভাবে মার্কিন সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম।"

২০২৬ অর্থবছরে শরণার্থী গ্রহণের সংখ্যা নেমে এসেছে ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্ন ৭,৫০০-তে। এর বড় অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার 'আফ্রিকানার' শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর জন্য—যাদের উপর "বড় মাত্রায় হত্যার শিকার" হওয়ার অভিযোগ ছিল, যা পরবর্তীতে বহুবার অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এমন কয়েকটি গোষ্ঠীকে, যারা দাবি করে নিজেদের দেশের "অবৈধ বা অন্যায় বৈষম্যের" শিকার।

২ নভেম্বরের নির্দেশ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব ত্রিশা ম্যাকলাফলিন বলেন, বাইডেন আমলে "সন্ত্রাস ও গ্যাং-প্রবণ" দেশগুলো থেকে দ্রুতগতিতে শরণার্থী আনা হয়েছিল এবং "সংখ্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া"য় কঠোর আইনি যাচাই ব্যাহত হয়েছে। তার দাবি, এই পদক্ষেপ "অভিবাসন-ব্যবস্থার সততা ক্ষুণ্ন করেছে" এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলেছে।

মার্কিন আইন অনুযায়ী, জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক মত, জাতীয়তা বা বিশেষ কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যত্বের কারণে নির্যাতনের শিকার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীই শরণার্থী মর্যাদার জন্য যোগ্য।

বিশ্ব রিলিফ সংস্থা জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তে বহু আশ্রয়প্রার্থী তীব্র আতঙ্কে পড়বে। কারণ তারা নিজ দেশে ফেরতের ভয় অনুভব করবে। সংস্থার সভাপতি মায়াল গ্রিন বলেছেন, এটি "নৈতিক ও নীতিগতভাবে গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা"—বিশেষত এমন সময়ে, যখন ট্রাম্প প্রশাসন শরণার্থী সংজ্ঞার মানদণ্ড পরিবর্তন করে এমন গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে। যারা দীর্ঘদিনের স্বীকৃত আইনি মানদণ্ড—"নির্যাতনের সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা"—পূরণ করে না।

Organized by:
MUSIC BANGLA

Utshob Group
Presents

FLIGHT OF THE PHOENIX

aurthohin
THE USA CHAPTER

New York Concert

Tanzir Tuhin
ex Sironamhin
&
RAFI ALAM

Enjoy the Concert & Win a Dinner with BassBaba Sumon & Aurthohin!
Enter the Raffle Draw at The Venue From Utshob Group

Date- 30th November, 2025 at 6 PM
THIS EVENT IS PROUDLY ORGANIZED BY MUSIC BANGLA
143-09 Holly Avenue, Flushing, NY 11355
Ticket price: $40, $50,$75, & VIP $100 (includes meet & greet and t-shirts)
For tickets & sponsorship, Just Hello: Parvez 781-290-6847 | Shume 781-472-0159
Anam 347-439-2916 | Imam 347-744-8089 | Amit 917-547-4539

Event Partner
ASF
EVENT USA ENTERTAINMENT
Visual Studio: VERSE IMAGINE
Talent Manager: GET SET ROCK
PR PARTNER
VERITAS EVENTS

Scan for ticket

অনিশ্চয়তায় হাজারো আবেদনকারী

যুক্তরাষ্ট্রে সব আফগান অভিবাসন প্রক্রিয়া স্থগিত

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন সব আফগান অভিবাসন প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। হোয়াইট হাউসের কাছে এক বন্দুকধারীর গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য গুরুতর আহত হওয়ার জের ধরে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত বুধবার গভীর রাতে ইউএসসিআইএস (USCIS) জানায়, আফগান নাগরিকদের সব আবেদন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এর কয়েক ঘণ্টা আগে একজন আফগান নাগরিক ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর হামলা চালান।

ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এটিকে "সন্ত্রাসী হামলা" বলে অভিহিত করেন এবং জো বাইডেনের মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা আফগানদের বিষয়ে নতুন করে পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেন। পাকিস্তানে অবস্থানরত হাজার হাজার আফগান—যাদের মধ্যে অনেকে পুনর্বাসনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়—এই ঘোষণায় মনে করছেন, তাদের শেষ নিরাপদ পথটিও বন্ধ হয়ে গেল।

আফগানিস্তানের পানশির প্রদেশের ৩৪ বছর বয়সী আহমদ সামিম নাইমি বলেন, "সংবাদটি শুনে ভীষণ মর্মাহত হয়েছি। সব ধরনের যাচাই-বাছাই আমরা শেষ করেছি।" আগের মার্কিন-সমর্থিত সরকারের অধীনে তিনি টিভি উপস্থাপক ও প্রেস অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করতেন। তালেবান সাংবাদিক ও সাবেক সরকারি কর্মচারীদের আটকাতে শুরু করলে তিনি পাকিস্তানে পালিয়ে আসেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্বাসনের আবেদন করেন। তিনি জানান, "আমি যদি ফিরে যাই, একদিন অবশ্যই আমার গ্রেপ্তার কিংবা মৃত্যুর খবর শুনবেন।"

পাকিস্তানে থাকা এখন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া আফগানদের বিরুদ্ধে দেশটি ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে। গত এক বছরে পাকিস্তান পাঁচ লাখেরও বেশি আফগানকে ফেরত পাঠিয়েছে এবং বড় শহরগুলোতে অভিযান আরও তীব্র করেছে। বৈধ ভিসা বা ইউএনএইচসিআর নথি থাকা সত্ত্বেও অনেককে চেকপোস্টে আটকানো, ঘর থেকে উচ্ছেদ বা ঘুষ দাবি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, তালেবান শাসনে সাবেক সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক, সেনা সদস্য এবং পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আটক, গুম বা মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি রয়েছে। অন্যদিকে নারীরা কাজ, চলাফেরা ও শিক্ষায় কঠোর বিধিনিষেধের মুখোমুখি হচ্ছেন।

আরেক আবেদনকারী—কাবুলের ৪০ বছর বয়সী সাবেক এক সরকারি কর্মকর্তা, যিনি নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশ করতে চাননি—বলেছেন, সিদ্ধান্ত স্থগিত হওয়ায় তার পরিবারের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে গেছে। আফগানিস্তানে ফেরার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি আমার পরিবারকে ধ্বংসের ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না।"

যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম যুদ্ধের সময় হাজারো আফগান মার্কিন সেনা ও সহায়তা সংস্থাগুলোর হয়ে দোভাষী এবং স্থানীয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন। ২০২১ সালে তালেবানের ক্ষমতা দখলের পর যুক্তরাষ্ট্র 'অপারেশন অ্যালাইস ওয়েলকাম' ঘোষণা করে—যারা মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে কাজ করায় ঝুঁকির মুখে তাদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্য। তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আবেদনকারীদের (P1—মার্কিন সরকারের সরাসরি কর্মী, P2—মার্কিন অর্থায়িত প্রকল্প, সংবাদমাধ্যম বা সিভিল সোসাইটি কর্মী) ক্ষেত্রেও দীর্ঘ প্রতীক্ষা চলছে।

হোয়াইট হাউসের কাছে হামলার সন্দেহভাজন রাহমানুল্লাহ লাখানওয়াল, ২৯, 'অপারেশন অ্যালাইস ওয়েলকাম'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন এবং এ বছর শুরুর দিকে আশ্রয় পান। তিনি আফগান সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের রেকর্ড ছিল না বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

আফগানইভাক (AfghanEvac) সংগঠনের সভাপতি শন ভ্যানডাইভার জানান, ২০২১ সালের পর থেকে শরণার্থী ও বিশেষ ভিসা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় দুই লাখ আফগান যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন এবং সবারই নিরাপত্তা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, "এরা শুধু আমেরিকান স্বপ্নের সুযোগ পেতে চায়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত তাদের কমিউনিটিতে বড় ক্ষতি ডেকে আনবে।" তার মতে, আরও দুই লাখ ৬৫ হাজার আফগান এখনো বিদেশে প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় আছেন। এর মধ্যে প্রায় এক লাখ ৮০ হাজার বিশেষ অভিবাসী ভিসার (SIV) আওতায়—যারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হয়ে কাজ করেছিলেন। তারা পাকিস্তান, কাতার, উত্তর মেসিডোনিয়া বা আফগানিস্তানেই অবস্থান করছেন।

নাইমি আশা প্রকাশ করেন যে যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করবে। তিনি বলেন, "আমি আশা করি—যাদের P1 ও P2 মর্যাদা রয়েছে, তাদের আবেদন পুনরায় গ্রহণ করা হবে এবং প্রক্রিয়া আবার শুরু হবে।"

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার

WE PAY HIGHEST RATE
CDPAP Service
HHA/PCA Service
Skilled NURSING

Dr. Gee Cee Pat
Vice President

Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President

We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.

Earn Money by Taking Care of Senior
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবাং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।
917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254

Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশনের অভিষেক ও হিম উৎসব

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ২০২৬–২০২৭ বর্ষের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী হিম উৎসব। গত ২২ নভেম্বর (শনিবার) নিউইয়র্কের একটি পার্টি হলে প্রবাসী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়ে অতীতের স্মৃতিচারণ আর সাংস্কৃতিক আনন্দে মুখরিত করেন পুরো অনুষ্ঠানস্থল।

নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের মেঘনা পাল এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন দর্শন বিভাগের প্রশান্ত মল্লিক অয়ন। সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ রহমান পলিন, মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ, লিটু আনাম, দুররে মাকনুন নবনী ও তামান্না শবনম পাপড়ি। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আফ্রোদিতি পান্না, আশিষ ঘোষ ও রনি ভৌমিক। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সুব্রত পাল এবং প্রচার সম্পাদক তানজিল মাহমুদ। তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন রাবেয়া ভূঁইয়া। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন জোবায়ের হোসনি ফাহাদ এবং এসোসিয়েট কোষাধ্যক্ষ রাজেশ রয়। সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শারমিন আক্তার রেক্সোনা এবং সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিফাত নায়ার। প্ল্যানিং অ্যান্ড ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর হয়েছেন রিজিয়া ফারহানা খান ও নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া। এছাড়া ক্রীড়া সম্পাদক শাহরিয়ার কবির, সহযোগী ক্রীড়া সম্পাদক ইব্রাহীম রাকিব বাবু, সাহিত্য সম্পাদক রুহুল আমিন এবং সহযোগী সাহিত্য সম্পাদক ফাইমা রহমান জুঁই নির্বাচিত হয়েছেন। কার্যকরী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মারীস্টেলা আহমেদ শ্যামলী, শমিত মণ্ডল, শামীম আরা বেগম, বদিউজ্জামান রনি, নাফিজা নওয়াজ সিমকি, মোস্তফা শারমিন, রাফিয়া খান লুসি, জেরিন রাফিয়া শশী, জান্নাত আরা সনি ও সৌরভ কাপালি।

উপদেষ্টা পরিষদে মনোনীত হয়েছেন একরামুল করিম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আশুতোষ সাহা, আকতার আহমেদ রাশা, খালেদ মনির জোসেফ, মিল্টন জাকি, সুজিত পাল ও হাবিব রহমান।

হিম উৎসব উপলক্ষে সাজানো হয় বর্ণিল আয়োজন। শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে শুরু হয় সম্মিলিত সঙ্গীত পরিবেশনা। বিভিন্ন ধরনের শীতের পিঠা-পায়েশে ভরে ওঠে উৎসবস্থল। ভাস্কর শিল্পী আকতার আহমেদ রাশার নেতৃত্বে প্রজন্মদের নিয়ে আলপনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ছিল টেপা পুতুল বানানো, সুই-সুতা দিয়ে কারুশিল্প তৈরির আয়োজন এবং শিশু-কিশোরদের আর্ট প্রদর্শনী। প্রজন্ম জাহাঙ্গীরনগরের পরিবেশনায় শীতের আগমনী সঙ্গীত ও মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহর গ্রন্থনায় তৈমুর শাহরিয়ারের পুঁথি পাঠ দর্শকদের মুগ্ধ করে। পুরো অনুষ্ঠানটি মিনা-রাজু-মিঠুর জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্রের কাহিনির মাধ্যমে এগিয়ে চলে, যা বড়-ছোট সবার মনে শৈশবের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ভাস্কর আকতার আহমেদ রাশা, মনিরুজ্জামান মনির, আশুতোষ সাহা, ফারজানা সাথীসহ অনেকে। বিদায়ী সভাপতি শামীম আরা বেগম এবং সাধারণ সম্পাদক তামান্না শবনম পাপড়ি গত দুই বছরের সফলতা এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য জাবিয়ানদের ধন্যবাদ জানান। পরে উপদেষ্টা আশুতোষ সাহা নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ পাঠ করান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি ফতেহ নুর আলম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সাবিনা নিহার ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল। তারা নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং প্রবাসে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি বিকাশে যৌথভাবে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

রঙ, সুর আর নৃত্যের মেলায় ফিলাডেলফিয়ায় লোকউৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসে বাংলার লোকঐতিহ্যের রঙে সাজানো সাংস্কৃতিক আয়োজন ‘লোক উৎসব ২০২৫’। শনিবার (২২ নভেম্বর) স্থানীয় অ্যালেন লক এলিমেন্টারি স্কুলে এই লোক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আর্টস লিগ্যাসি অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের (বলাকা) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই উৎসব গান, নৃত্য ও গীতি–আলেখ্যের সমন্বয়ে হয়ে ওঠে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণবন্ত মিলনমেলা।

সন্ধ্যায় অভিষেক চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে আহ্বায়ক ফারুক আহম্মদ ভূঁইয়া পলাশ প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি লালন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

উৎসবের প্রথম পরিবেশনা ছিল মোহনা বোস গৌরীর একক নৃত্য, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে। এরপর পরিবেশিত হয় গীতি–আলেখ্য ‘মনবেহুলার টানে’। এতে অংশ নেন নারায়ণ বোস, বিজয়া সেনগুপ্তা, মোহানা বোস গৌরীসহ দুই ডজনের বেশি শিল্পী। লোককথা, সঙ্গীত ও নাট্যভঙ্গির সমন্বয়ে পরিবেশনাটি ব্যাপক প্রশংসা পায়।

পরে দিতি হোসেনের সঞ্চালনায় নৃত্যানুষ্ঠানে সুস্মিতা গুপ্তের দলের পরিবেশনায় অংশ নেন সুকৃতি বিশ্বাস, অলি সাহা, বাঁধন সাহা, স্বপ্না দাস ও সুস্মিতা গুপ্ত। নৃত্যের পর নার্গিস পারভীন পরিবেশন করেন ‘নিধনিয়ার ধন’ থেকে পুঁথির অংশবিশেষ।

অতিথি শিল্পীদের একক সংগীত পরিবেশনায় অঙ্কন ও শাহ মাহবুব তাঁদের সুরে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। দুই শতাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানটি রূপ নেয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক আড্ডায়।

উৎসব উপলক্ষে ‘বলাকা উৎসার’ নামে একটি স্মারক সংকলন প্রকাশ করা হয়। বলাকার পক্ষ থেকে শিল্পী, স্বেচ্ছাসেবক, পৃষ্ঠপোষক, সাংবাদিক ও দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশে টিউলিপের বিচার নিয়ে অভিযোগ দিলেন একদল ব্রিটিশ আইনজীবী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের সাবেক নগরমন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের বিচারকে ‘পরিকল্পিত ও অন্যায্য’ বলে অভিযোগ করেছেন একদল ব্রিটিশ আইনজীবী। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা প্লট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী ১ ডিসেম্বর। এর আগে আইনজীবীরা এই অভিযোগ তুলে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি ও সাবেক মন্ত্রী টিউলিপ চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাজ্য সরকারের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই বাংলাদেশে মামলার তদন্ত হয়েছে এবং সেই মামলার রায় দেওয়ার সময়ও তিনি উপস্থিত থাকবেন না। মামলা পরিচালনাকারী পক্ষ তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবি করেছে।

হ্যাম্পস্টেড ও হাইগেটের এমপি টিউলিপ বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি।

ধরিত্রী রক্ষায় ‘ধরা ইউএসএ’র মিট অ্যান্ড গ্রিট

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান জলবায়ু বিপর্যয়, কৃষিজমি সংকোচন, নদী দখল–দূষণ, পানি স্বল্পতা ও প্লাবন সমস্যাকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো ‘ধরা ইউএসএ’-র এক বিশেষ মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠান। ২৫ নভেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার বৈশাখী রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মূল আলোচক ছিলেন পরিবেশ আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংগঠক এবং ‘ধরা’র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য–সচিব শরীফ জামিল।অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ধরা ইউএসএ’র সমন্বয়ক সেলিনা উদ্দিন। সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন।

বক্তব্যে শরীফ জামিল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ আজ এক বিপন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি। কৃষিজমি দ্রুত কমছে, নিরাপদ পানির সংকট বাড়ছে, নদী অববাহিকার অব্যবস্থাপনায় মানুষের জীবন–জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, “প্লাবন, নদীভাঙন, পানি সংকট—এসব আর দূরের সমস্যা নয়; এগুলো আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা।”

তিনি সাম্প্রতিক ব্রাজিল জলবায়ু সম্মেলনে যোগদানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে উল্লেখ করেন, এখনও বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলো পরিবেশ বিপর্যয়ের দায় স্বীকার করলেও, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিতে অনীহা প্রকাশ করছে। তার মতে, “পরিবেশ ধ্বংসে যারা দায়ী, তাদের ওপর চাপ তৈরি করতে আমাদের উদ্যোগ এখনও পর্যাপ্ত নয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চাপ সৃষ্টির মতো সুসংগঠিত জনমত নয়, বরং বিচ্ছিন্ন কিছু প্রচেষ্টা চলছে—এটি বদলাতে হবে।”

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী মেরি জোবাইদা বলেন, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ন্যায্যতা কোনো বিলাসিতা নয়—মানুষের মৌলিক অধিকার। তিনি জানান, নিম্ন আয়ের মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় পরিবেশ দূষণে। তাই নীতি–নির্ধারণী পর্যায়ে পরিবেশ ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স এলায়েন্সের নেতা কমরেড টিপু সুলতান বলেন, শ্রমিক আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলনের লক্ষ্য এক—ন্যায্যতার সংগ্রাম। শ্রমজীবীরা পরিবেশ ধ্বংসের প্রথম শিকার। তাই শ্রমিকদের পাশে রেখে পরিবেশ ন্যায্যতার লড়াইকে আরও তীব্র করার আহ্বান জানান তিনি।

টাইম টিভির সিইও আবু তাহের বলেন, “যারা পরিবেশ আন্দোলনকে ‘হোক্স’ বা প্রতারণা বলে চালিয়ে দেয়, তারা শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না—তারা পৃথিবীর ভবিষ্যতকেও বিপন্ন করে।” তিনি মিডিয়ার ভূমিকার ওপর জোর দেন এবং বলেন, পরিবেশবান্ধব নীতির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে তথ্য–প্রমাণের ভিত্তিতে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন— সেলিনা উদ্দিন, মনিষা দত্ত, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, তাওহিদ তানজিম, ডা. আব্দুল মুহাইমিন সাইমুন, মইজ উদ্দিন, সানজিজা মহসিন, সৈয়দ উতবা, জিল্লুর রহমান, মিজানুর রহমান, রাশিদা আক্তার, জাকির হোসেন, এডভোকেট তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা প্রত্যেকে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সমন্বিত উদ্যোগ, প্রবাসী কমিউনিটির অংশগ্রহণ, নীতি—পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতি সেলিনা উদ্দিন সবাইকে ‘ধরা’ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে প্রথমে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। আন্দোলন শুধু স্লোগানে সীমাবদ্ধ নয়—এটি আচরণের পরিবর্তন।” এরপর নৈশ ভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শরীফ জামিল তার আলোচনায় উল্লেখ করেন যে ব্রাজিল জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের মতো জলবায়ু–ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ‘অপ্রাপ্তি’ বরং বেশি—যা উপস্থিত সবার মধ্যে নতুন করে চিন্তার খোরাক জোগায়। এক প্রশ্নের জবাবে শরিফ জামিল জানান, প্রবাসীরা দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। পূর্ব পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি তারা বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে ক্রমশ অধিকতর সম্পৃক্ত হচ্ছেন। অচিরেই কানাডা ও যুক্তরাজ্যে ধরা তাদের কর্মসূচী বিস্তৃত করবে এবং প্রবাসীদের সংগঠিত করবে বলে ঘোষণা দেন।

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো ও গ্লোবাল এসএমই ফেয়ার সমাপ্ত

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো দুই দিনব্যাপী ইউএসবিসিসিআই ব্যবসায় মেলা ও বৈশ্বিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রদর্শনী ২০২৫। শুক্রবার ও শনিবার (২১ ও ২২ নভেম্বর) লাগার্ডিয়া বিমানবন্দরের কাছে ডাবলট্রি বাই হিলটন হোটেলে আয়োজিত এ প্রদর্শনী যুক্তরাষ্ট্র–বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্প্রসারণে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এতে দেশি–বিদেশি ৪০টির বেশি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। ব্যাংকিং, স্থাবর সম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তি, বিনিয়োগ, খাবার ব্যবসা, হিসাব–নিরীক্ষা এবং ব্যবসায়–পরামর্শ প্রতিষ্ঠান অংশ নেওয়ায় পুরো প্রদর্শনীস্থল ছিল সরব ও প্রাণবন্ত।

মেলার উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভা সদস্য জেনিফার রাজকুমার। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশি কমিউনিটির ব্যবসা ও নেতৃত্বের বিকাশ যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত এগোচ্ছে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক আয়োজন দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবে।’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউএসবিসিসিআইর সভাপতি লিটন আহমেদসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও কমিউনিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় ক্ষুদ্র ব্যবসার ঋণ সুবিধা, নারী ও সংখ্যালঘু উদ্যোক্তা সনদ, ঝুঁকি–নিরাপত্তা এবং ব্যবসায়িক উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়িক পরিচিতি সভা, তরুণ উদ্যোক্তা আলোচনা, শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ বৈঠক ছিল দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। অংশগ্রহণকারীরা বলেন, এ ধরনের আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার ব্যবসার সঙ্গে প্রবাসী উদ্যোক্তাদের যোগসূত্র আরও শক্ত করবে।

ইউএসবিসিসিআইর সভাপতি লিটন আহমেদ জানান, বাংলাদেশের পাঁচটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে। তাঁর ভাষায়, ‘বাংলাদেশে তৈরি পণ্যকে বৈশ্বিক বাজারে পরিচিত করতে এই প্ল্যাটফর্ম বড় ভূমিকা রাখবে।’

দুই দিনব্যাপী আয়োজনে প্রযুক্তি, ব্যাংকিং ও স্থাবর সম্পদ খাতের স্টলগুলোতে দর্শকদের ভিড় ছিল নজরকাড়া। অনেকে একে সময়োপযোগী ও প্রবাসী ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ উদ্যোগ বলে মন্তব্য করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে ইউএসবিসিসিআই প্রদর্শক, অতিথি, স্বেচ্ছাসেবী এবং প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে।

গাজা পুনর্গঠনে সময় লাগবে কয়েক দশক, প্রয়োজন ৭০ বিলিয়ন ডলার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতিসংঘ বলেছে, ইসরায়েলি হামলায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনে সময় লাগবে অন্তত কয়েক দশক। আগামী কয়েক দশকে এই পুনর্গঠনের জন্য প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার লাগবে। পাশাপাশি সতর্ক করেছে, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আসন্ন অর্থনৈতিক ধসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আঙ্কটাড) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের অবিরাম বোমাবর্ষণে গাজায় সৃষ্টি হয়েছে এক ‘মানবসৃষ্ট অতল গহ্বর।’ ২০২৩–২৪ সময়কালে এখানকার অর্থনীতি ৮৭ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ইসরায়েলের পদ্ধতিগত ধ্বংসযজ্ঞ ও অর্থনৈতিক অবরোধ গাজার মাথাপিছু জিডিপিকে ঠেলে দিয়েছে মাত্র ১৬১ ডলারে, যা বিশ্বের সর্বনিম্নগুলোর মধ্যে একটি।

এদিকে, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারীদের লাগাতার হামলাও ফিলিস্তিনি অর্থনীতিকে গভীর সংকটে ঠেলে দিচ্ছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের কয়েক দশকের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এক আঘাতে মুছে গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ফলে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে, তা ১৯৬০ সালের পর বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে ভয়াবহ দশটির একটি। গাজার পরিস্থিতি আরও আলাদা; এটি নথিভুক্ত ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়।’

রোববার জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি-প্রক্রিয়ার উপ বিশেষ সমন্বয়কারী রামিজ আলাকবারভ বলেন, গাজায় পরিস্থিতি এখনও ‘ভয়ংকরভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।’ তিনি দ্রুত আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানান, কারণ মানুষ এখনো ‘অসহনীয় জীবনযাপন’ করছে।

নিউইয়র্কে মা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে টার্কি বিতরণ

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে মা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে টার্কি বিতরণ করা হয়েছে। থ্যাঙ্কসগিভিংকে সামনে রেখে গত শুক্রবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেন ফাস্ট এইড হোম কেয়ার এবং সারা হোম কেয়ার।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফাস্ট এইড হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ডা. জিসি প্যাট এবং সিইও ডা. শাহজাদি পারভিন সারা।
এ সময় ডা. সালমা কাউসার এবং ফাস্ট এইড হোম কেয়ারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
আয়োজকরা জানান, মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনারের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহে সমস্যায় পড়ছেন। তাদের সহযোগিতার লক্ষ্যেই এই কমিউনিটি ইভেন্টের আয়োজন।
এ সময় প্রবীণ, একক অভিভাবক, নিম্নআয়ের পরিবার এবং নবাগত অভিবাসীসহ কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health

FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউনেও ধরপাকড়, আটক হাজার হাজার অভিবাসী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি শাটডাউনের সময় যখন অধিকাংশ সরকারি কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও তখনও ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) কর্মকর্তারা দেশব্যাপী অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে আটক এবং নির্বাসিত করেছেন। নতুন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, শাটডাউন চলাকালীন আইস প্রায় ৫৪ হাজার মানুষকে আটক করেছে এবং প্রায় ৫৬ হাজার মানুষকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, সরকারি শাটডাউনের সময় অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা বেতনহীন ছুটিতে থাকলেও আইসের কর্মকর্তারা নিয়মিত অভিযান চালিয়েছেন। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। অভিযানে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধমূলক অভিযোগ নেই। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আটককৃত প্রায় ২১ হাজার মানুষের কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই।

বর্তমানে আইসের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং প্রাইভেট কন্ট্রাক্টরের পরিচালিত স্থানে প্রায় ৬৫ হাজার মানুষ বন্দি রয়েছে। যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি আধুনিক যুগের ইমিগ্রেশন ডিটেনশন শুরু হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী, আইস কর্মকর্তাদের প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ হাজার মানুষকে আটক করতে বলা হয়েছে। লিক হওয়া ইমেইলে নির্দেশনা ছিল, ওয়ারেন্ট না থাকলেও অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত মানুষদেরও আটক করা হতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসন বড় শহরগুলোতে যেমন লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো এবং চার্লট, নর্থ ক্যারোলাইনাতে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তাদেরও ডেপুটি হিসেবে নিযুক্ত করে আইসের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। আইসের বড় বাজেটের কারণে এই অভিযান দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আইন বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেন, দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অনিবন্ধিত অভিবাসীরাও এই অভিযান থেকে বাদ যায়নি। নথিবিহীন বা দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা মানুষদের জন্য এই অভিযান সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

গবেষকরা বলছেন, আইসের বন্দি কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ার ফলে বহু পরিবার ও শিশু মানসিক ও আর্থিক সমস্যায় পড়ছে। এছাড়াও, এই নীতি অনুযায়ী বন্দি থাকা অভিবাসীদের জামিনের সুযোগ সীমিত হচ্ছে। এতে দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অভিবাসীরা তাদের পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারছেন না।

এল-ফাশেরে ৩ দিনে ২৭ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে আরএসএফ

দারফুরের গভর্নরের দাবি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সুদানের দারফুরের গভর্নর মিনি আরকো মিনাওয়ি জানিয়েছেন, উত্তর দারফুরের রাজধানী এল-ফাশের দখলের পর মাত্র তিন দিনে সেখানে ২৭ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে আরএসএফ (র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস)। লন্ডন থেকে মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই তথ্য জানান।

এই সংখ্যা আগের সব মূল্যায়নের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এর আগে সরকারি কর্মকর্তারা ও মানবিক সংস্থাগুলো জানিয়েছিল, এল-ফাশের পতনের পর অন্তত ২ হাজার ৫০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

গত ২৬ অক্টোবর সুদানি সেনাবাহিনী (এসএএফ) শহর ছাড়ার পর আরএসএফ হঠাৎ হামলা চালায়। তার আগে শহরটি টানা ৫৫০ দিনের বেশি অবরুদ্ধ ছিল। শহর পতনের পর একের পর এক গণহত্যার বর্ণনা উঠে আসে। আশঙ্কার বিষয়, এত বড় হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও খুব কম মানুষ শহর থেকে পালাতে পেরেছে।

প্রাণে বাঁচা মানুষজন মিডল ইস্ট আইকে জানিয়েছেন, সেখানে চলেছে বিচারবহির্ভূত হত্যা, যৌন সহিংসতা ও নানান নির্যাতন। বুধবার দারফুর সফর শেষে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক প্রধান টম ফ্লেচার এল-ফাশের পরিস্থিতিকে ‘সর্বোচ্চ ভয়াবহ’ এবং ‘একটি অপরাধস্থল’ বলে অভিহিত করেন।

পোর্ট সুদানে সাময়িক কার্যালয় থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মিনাওয়ি। খার্তুমে দুই বছর আগে লড়াই ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সুদানি সেনাপ্রধান ও সরকারের বেশির ভাগ অংশ সেখানেই অবস্থান করছেন।

উত্তর দারফুরের বাসিন্দা এবং আরএসএফের টার্গেটে থাকা জাঘাওয়া সম্প্রদায়ের সদস্য মিনাওয়ি তাঁর নিজের পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাননি। শুধু বলেছেন, ‘আমার পরিবারের অনেকজনকেই শেষ করে দেওয়া হয়েছে।’

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra SIMPLE h2o T-Mobile univision mobile Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib
Masjid AR-Raiyyan
196-43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

ইনভেস্টর আবশ্যক

একটি মিডিয়া কোম্পানিতে ইনভেস্টর আবশ্যক। ১২ মাসের মধ্যে মূল ইনভেস্ট মেন্ট ফেরত ও 40% লাভ দেওয়া হবে।

917-604-4843

ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার

জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ একটি ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করার জন্য একজন ভদ্র, শিক্ষিত ও পেশাজীবী ব্যক্তিকে খুঁজছেন একজন লাক্সারি লাইফস্টাইল–অভ্যস্ত ভদ্রলোক। শর্ত: উচ্চশিক্ষিত, পরিচ্ছন্ন, ধূমপায়ী নন, মদ্যপান করেন না—এমন ব্যক্তি হতে হবে।
টেক্সট করুন: 917-810-1866 (জামান)

বাফেলোতে বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ২ ফ্লোরে, ৩ বেড রুম, বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউ ওয়াক। বাংলাগুসারী, মসজিদ, বাস স্টপ সবকিছু অতি নিকটে। **যোগাযোগ-৯২৯৩২৮৫০৪২**

বিংহ্যামটনে বাড়ি বিক্রি

সিঙ্গেল ফ্যামেলী ১ লাখ ৭৫ হাজার, ৪ বেড দুই ফুল বাথ। সিঙ্গল ফ্যামেলী ১ লাখ ৮০ হাজার, দুই বাথ তিন বেড টু ফ্যামেলী ২ লাখ ৯০ হাজার, each floor তিন বেড, দুই বাথ।
যোগাযোগ ওনার, 718-791-5719

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় শুধুমাত্র ১জন লোকের সাথে এক-বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করার জন্য- উচ্চশিক্ষিত, পেশাদার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অধূমপায়ী পুরুষ /(স্বামী-স্ত্রী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯৪-২৪৬৭.

রুম ভাড়া

জামাইকা হিলসাইড ১৬৮ এ, সুন্দর পরিবেশে ১ জন ৪৫ উর্ধ্ব বয়স্ক চাকুরিজীবী ভদ্র মহিলার কাছে একটি ফুল ফার্ণিশড রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন - ৯১৭ ৭১৭ ৯২০৯

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবঞ্জ ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন। প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।
ঠিকানা: **1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208. আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com**

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই-বেডরুম, এক-বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া only for Family (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে. Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 or 347-394-9554

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিস্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate

NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL

CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

২০২৬ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন ফি বাড়ছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র ২০২৬ সালের শুরু থেকে থেকে বিভিন্ন ইমিগ্রেশন ও সীমান্ত সম্পর্কিত ফি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)। 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' আনুষ্ঠানিকভাবে এইচআর–১ আইনের আওতায় প্রতিবছর মুদ্রাস্ফীতির ভিত্তিতে এসব ফি সমন্বয় করা বাধ্যতামূলক। এ কারণে আগামী বছর থেকে ইলেকট্রনিক ভিসা আপডেট সিস্টেম (ইভাস), ইলেকট্রনিক সিস্টেম ফর ট্রাভেল অথরাইজেশন (এস্টা) এবং যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত প্যারোল সুবিধার চার্জ বাড়তে যাচ্ছে।

ডিএইচএস জানায়, প্যারোল ফি নতুন বছরে ১ হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ২০ ডলার করা হবে। প্যারোল হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে জরুরি মানবিক কারণ বা বিশেষ জনস্বার্থে কোনো বিদেশিকে সীমিত সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে ভারতসহ যেসব দেশের নাগরিক এ ধরনের সুবিধার জন্য আবেদন করেন, তাদেরকে ২০২৬ সাল থেকে অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে।

এদিকে ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রামভুক্ত দেশের নাগরিকদের জন্য ব্যবহৃত এস্তা ফি ২০২৫ অর্থবছরের ৪০ ডলার থেকে বাড়িয়ে আগামী অর্থবছরে ৪০.২৭ ডলার করা হচ্ছে। তবে ভারত যেহেতু ভিসা ওয়েভার প্রোগ্রামের অংশ নয়, তাই এস্তা ফি–র এই পরিবর্তন ভারতীয় ভ্রমণকারীদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। একইভাবে চীনের বি–১ ও বি–২ ভিসাধারীদের নিয়মিত তথ্য হালনাগাদের জন্য ব্যবহৃত ইভাস ফি ৩০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৩০.৭৫ ডলার করা হচ্ছে। এই পরিবর্তনও ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ডিএইচএস জানিয়েছে, জনপ্রিয় অ্যারাইভাল–ডিপার্চার ফর্ম আই–৯৪–এর ফি পরিবর্তন করা হচ্ছে না। বিদেশি ভ্রমণকারীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ–সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ফর্মের ফি আগের মতোই ৩০ ডলার থাকবে।

এসব পরিবর্তন মূলত যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন–সম্পর্কিত বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি–সমন্বিত সংশোধনের অংশ। আইন অনুযায়ী, ২০২৫ অর্থবছরের জন্য ন্যূনতম ফি নির্ধারণের পর প্রতি বছর সিপিআই–ইউ বা ভোক্তা মূল্য সূচকের ভিত্তিতে ফি সংশোধন করতে হয়। ২০২৬ সালের নতুন ফি সেই আইনি কাঠামোর অংশ হিসেবেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফি–র এই সামান্য বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রগামী ভারতীয়দের ওপর বড় ধরনের চাপ ফেলবে না। তবে যারা প্যারোল আবেদন করেন, তাদের জন্য খরচ কিছুটা বাড়বে। অন্যদিকে পর্যটক, ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী বা সাধারণ ভারতীয় যাত্রীদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে না।

যুক্তরাষ্ট্রে বাতিল হচ্ছে মিয়ানমারের নাগরিকদের অস্থায়ী মর্যাদা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য অস্থায়ী আইনি মর্যাদা বাতিল করছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার মিয়ানমারের জন্য এ টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস বা টিপিএস মর্যাদা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে গতকাল সোমবার বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানায়। ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও যথাযথ মার্কিন সরকারি সংস্থার সঙ্গে পরামর্শের পর মন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিয়ানমার আর টিপিএসের শর্ত পূরণ করছে না। আগামী দুই মাসের মধ্যে এ পদবি বাতিল কার্যকর হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের ধারণা, বর্তমানে টিপিএস মর্যাদার অধীনে মিয়ানমারের ৪ হাজার নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। ট্রাম্পের ডেমোক্রেটিক পূর্বসূরি জো বাইডেনের প্রশাসনের অধীনে ২০২৪ সালের ২৬ মে চলতি বছরের ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত মিয়ানমারের টিপিএস মর্যাদা ১৮ মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছিল।

রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত ২০ জানুয়ারি শপথ নেওয়ার পর অভিবাসন কঠোর করতে নানা পদক্ষেপ নেন। এরই মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিকের টিপিএস বাতিল করেছেন। সেসঙ্গে নথিপত্রহীন অভিবাসীদের ধরতে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিযানের অনুমোদন দিয়েছেন। এতে আটক হন লাখ লাখ মানুষ। তাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন, যারা বছরের পর বছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছেন। শত শত অভিবাসীকে তাঁর নিজ দেশে অপমানজনকভাবে ফেরত পাঠিয়েছেন।

গত সপ্তাহে দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিবাসনবিরোধী অভিযান আগে থেকে চললেও এক মাসের বেশি সময় ধরে মার্কিন সরকারের অচলাবস্থা বা শাটডাউন চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের কারাগারে ৬৫ হাজারের বেশি অভিবাসী রয়েছেন।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
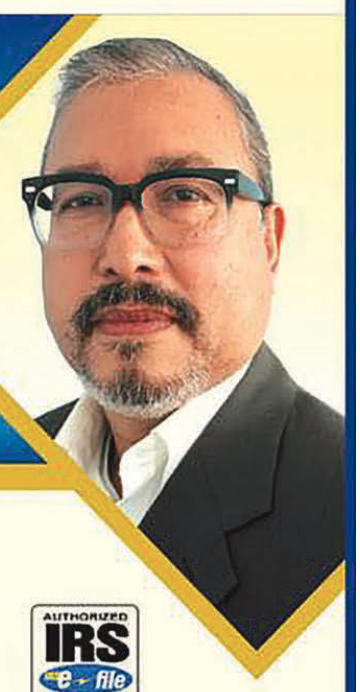
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Etra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

দুর্ঘটনার পর মোটরসাইকেলে নির্বাচনী শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করল জামায়াত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দল মনোনীত প্রার্থীদের মোটরসাইকেলে শোভাযাত্রা করে প্রচারণা চালানো থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ২৪ নভেম্বর জামায়াত আমিরের এ-সংক্রান্ত এক নির্দেশনা সারা দেশে অধস্তন শাখাগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন জেলা বা মহানগরী নির্বাচনী

এলাকায় মোটরসাইকেল র‍্যালি ও মোটর শোভাযাত্রা লক্ষ করা যাচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে কয়েকটি দুর্ঘটনা ও আহতের প্রেক্ষাপটে সম্মানিত আমিরে জামায়াত এখন থেকে সব জেলা বা মহানগরী নির্বাচনী এলাকায় মোটরসাইকেল র‍্যালি ও শোভাযাত্রার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কারণে নির্বাচনী প্রচারণায় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করা থেকে বিরত থাকতে দল থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৪ নভেম্বর রংপুরের গঙ্গাচড়ায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোডাউনের সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে নুর আলম (৫৮) নামের দলের এক কর্মী নিহত হন। তিনি রংপুর নগরীর ১ নম্বর ওয়ার্ড হাজীরহাট এলাকার মৃত মনছুর আলীর ছেলে। উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়নের সয়রাবাড়ী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ট্রানজিশন টিমে অন্তত ১২ জন বাংলাদেশি

শেষ পৃষ্ঠার পর

চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরমধ্যে ৯ জন বাংলাদেশি, ১১ জন পাকিস্তানি এবং ১৬ জন ভারতীয়কে চিহ্নিত করা গেছে। ভারতীয় এবং পাকিস্তানিদের মধ্যে রয়েছেন ১০ জন পাঞ্জাবি, ৪ জন ইন্ডো-কারিবিয়ান ছাড়াও ইমরান পাশা নামের একজন রয়েছেন।

(বিস্তারিত তালিকা প্রথম লিঙ্কে রয়েছে। নামের বানানের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। দ্রুত ৪০০ জনের তালিকার ইংরেজি থেকে বাংলা করতে হয়েছে)

মামদানির অফিসিয়াল টিমে ৯ জন বাংলাদেশি অন্তর্ভুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়লে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র স্বদেশীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও আনন্দ দেখা দিয়েছে। অন্তর্ভুক্ত টিমে পরিচিতজনদের তারা ব্যাপকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। নাগরিক আন্দোলনের সংগঠক কাজী ফৌজিয়া তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, বাংলাদেশিরা খুশী হয়েছেন দেখে ভালো লাগছে। তবে যেসব লক্ষ্য নিয়ে মামদানি নির্বাচিত হয়েছেন, সেসব লক্ষ্য অর্জনে একজন কর্মি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট থাকবেন বলে তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জানালেন। সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা শামসুল হক তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, নিজের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও জনসম্পৃক্ততাকে কাজে লাগিয়ে নিউইয়র্ক সিটির মানুষের জীবন মান উন্নয়নে মেয়র মামদানির প্রয়াসে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে মামদানি টিমে অন্তর্ভুক্ত সকল স্বদেশিকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বার্তায় বলা হয়েছে, দলমতের উর্ধে উঠে এমন সাফল্য কমিউনিটি হিসেবে বাংলাদেশিদের জন্য গৌরবের দিন। বাংলাদেশিদের অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখার জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে বলে বার্তায় বলা হয়েছে।

২৪ নভেম্বর জোহরান মামদানি এবং তার ট্রানজিশন টিম ঘোষণা করেছেন ৪০০ এর বেশি নিউইয়র্কবাসীর নাম। যারা আসন্ন প্রশাসনকে সিটির জরুরি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে সহায়তা করবেন। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে বাড়ির ভাড়া বৃদ্ধি, চাইল্ড কেয়ারের ব্যয়, পরিবহন সুবিধা, ব্যবসায় উন্নয়ন এবং জরুরি প্রস্তুতি। এই কমিটি সদস্যরা পার্সোনেল নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবেন এবং নীতিমালা তৈরি, বাস্তবায়ন এবং এজেন্সি সেরা চর্চা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবেন।

মামদানি বলেছেন, "কঠোর পরিশ্রমের প্রতি ভালোবাসা, নিউইয়র্ক সিটির সম্ভাব্যতায় গভীর বিশ্বাস এবং নিউ ইয়র্কবাসীর চাওয়া সাশ্রয়ী নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতি আমাদের ট্রানজিশন কমিটিগুলোর ৪০০ এর বেশি বিশেষজ্ঞকে একত্রিত করেছে। তারা আমাদেরকে শীর্ষ প্রতিভা নিয়োগে এবং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ নীতি বিকাশে সহায়তা করবে, যাতে আমরা ১ জানুয়ারি থেকে কার্যক্রম শুরু করার সময় ফলাফলগুলিকে প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারি।"

ট্রানজিশন কমিটি সমন্বয় করবেন লিনা খান, গ্রেস বোনিলা, মারিয়া টরেস-স্প্রিংগার এবং মেলানি হার্জগ। এই কো-চেয়াররা ৫০ বছরেরও বেশি সম্মিলিত অভিজ্ঞতা নিয়ে নিশ্চিত করবেন যে কমিটি প্রশাসনের মূল মান অনুযায়ী ফলাফল দিচ্ছে।

কমিটিগুলো বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেবে—হাউজিং, চাইল্ডকেয়ার, পরিবহন—এবং সরকারের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবে। ১৭টি কমিটির মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ নতুন: ওয়ার্কার জাস্টিস এবং কমিউনিটি অর্গানাইজিং কমিটি, যা প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

কমিটি অন আর্টস অ্যান্ড কালচার: হিবা আবিদ, ডঃ এলিজাবেথ আলেকজান্ডার, সুরূশ আলভি, জেসিকা বেকার, অ্যালেক্সিস বিটার, রকি বুকানো, গনজালো কাসালস, ক্যারোলিন কনসেপশন, কলম ডিলেন, কিমবারলি ড্রু, আতিবা এডওয়ার্ডস, কামিলা ফরবস, লিসা গোল্ড, জেনা হামেদ, কেমি ইলেসানমি, ওয়েস জ্যাকসন, রুবা কত্রিব, কোকো কিলিংসওয়ার্থ, মিনো লোরা, প্যাট্রিসিয়া ম্যাকগ্রেগর, লিডিয়া পিলচার, ভিক্টোরিয়া রজার্স, হাল রোজেনব্লুথ, লেগ্যাসি রাসেল, কেনি সাবোকা, হান্না ট্রাওরে, দিয়া বিজ, ডেনিস ওয়ালকট =কমিটি অন কমিউনিটি অর্গানাইজিং: শেরিফ আহমেদ, ইব্রাহিম আহমেদ, আব্দুল আজিজ, জিয়ানপাওলো বায়োক্কি, লুমুম্বা বানডেলে, মার্কো ক্যারিয়ন, কেটি ফায়ারম্যান, জোয়ান গ্রেল, জ্যাসমিন গ্রিপার, সুমাথি কুমার, জুয়ানিতা লুইস, আজি ফান্তা মারেনাহ, সান্তোষ নন্দবালান, অ্যানথোনিন পিয়েরে, আশার রস, ওয়ান্ডা সালামান, ওয়ালীদ শাহিদ, জাগপ্রিত সিং, সেলিনা সু, কেটি আঙ্গার, জুলি জু।

কমিটি অন কমিউনিটি সেফটি: কে রেইন, জনাহ বয়ারিন, জ্যাসমিন বাডনেলা, এরিকা ফোর্ড, কাসান্দ্রা ফ্রেডেরিক, রেভ. চার্লস গ্যালব্রেথ, ড্যানিয়েলা গিলবার্ট, এলিজাবেথ গ্লেজার, শামসুল হক, টম হ্যারিস, রডনি কে. হ্যারিসন, সুসান হারম্যান, রামা ইসা-ইব্রাহিম, জু-হিউন কাং, কেভিন লিভিংস্টন, জোসে লোপেজ, টামিকা ম্যালোরি, ম্যাক্স মার্কহাম, হাসান নাভিদ, জাস্টিন ওল্ডারম্যান, ডানা র‍্যাচলিন, মারিয়েলা রুইজ অ্যাঞ্জেল, মোরিস ভ্যান, অ্যালেক্স ভিটালে, জো-অ্যান ইউ, কেন জিমারম্যান।

কমিটি অন ক্রিমিনাল লিগ্যাল সিস্টেম: ড্যান অ্যাডেস, র‍্যাচেল বেডার্ড, আনা বারমুডেজ, সারিতা ডাফার্টি, মেগ ইগ্যান, অ্যালিস ফন্টিয়ার, বেঞ্জামিন হেলার, মাইকেল জ্যাকবসন, জাকারি ক্যাটজনেলসন, মাইকেল ক্লিঙ্গার, স্কট লেভি, মাইসুন লিনেন, ডেব লোলাই, জানোস মার্টন, লিসা ওহটা, মেঘনা ফিলিপ, অ্যাঞ্জেলো পিন্টো, মেগ রেইস, ভিনসেন্ট স্কিরাল্ডি, জর্ডান স্টকডেল।

কমিটি অন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কফোর্স ডেভেলপমেন্ট: মার্গারেট আনাডু, ডেয়ানিরা ডেল রিও, মার্ক এগারম্যান, গুস্তাভো গর্ডিলো, জ্যাক গ্রস, ড্যারিক হ্যামিল্টন, রিড জর্ডান, স্টেফানি লুস, রিচ মারোকো, গ্রেগরি মরিস, রেজিনা মায়ার, লারিসা অর্টিজ, জেমস প্যাচেট, এমা পফোম্যান, ব্লন্ডেল পিনকক, জেফ লি, ইয়াসের সেলেম, অনিশা স্টিফেন, জুলি স্টেইন, ক্যাথি ওয়াইল্ড।

কমিটি অন ইমার্জেন্সি রেসপন্স: অ্যান্ডি আনসব্রো, অ্যান বিংক, জিল আইজেনহার্ড, পিটার গুদাইটিস, আয়ো হারিংটন, জনাথন লোগান, কেলি ম্যাককিনি, ড্যানিয়েল নিগ্রো, মাইকেল পার্টিস, জো পোটাসনিক, ক্রিস স্মিথ, জিলি স্টেফেন্স, ডরিন থোম্যান-হাউ, ভিনসেন্ট ভারিয়ালে, জ্যানেট টোরেস।

কমিটি অন ইমিগ্রান্ট জাস্টিস: জিসাস আগুয়াইস, ফাহদ আহমেদ, ফারিহাহ আখতার, ইমাম শামসি আলী, ডঃ ডেবি আলমন্টাসার, মোহাম্মদ কিউ আমিন, নাটালিয়া আরিস্টিজাবাল, মুরাদ আওয়াডে, আদামা বাহ, মেলিসা চুয়া, রোজা কোহেন-ক্রুজ, স্টেফানি ডেলিয়া, ইয়াসমিন ফারহ্যাং, এমিরা হাবিবি, মারওয়া জানিনি, আমাহা কাসা, জেসন ক্লেইন, পিটার মার্কোভিটজ কার্ডোজো, ইয়েসেনিয়া মাটা, জোসেলিন ম্যাককালা, ক্রিস্টিন মেন্ডোজা, রুথ মেসিঞ্জার, ফ্র্যাঙ্কি মিরান্ডা, বিটা মোস্তফি, অ্যানেটা সীচারান, ছায়া সিডিসি, র‍্যাচেল টাইমনর।

এইচ-১বি

শেষ পৃষ্ঠার পর

৮০–৯০ শতাংশ আবেদন নকল।

সিদ্দিকী জানিয়েছেন, তিনি ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত চেন্নাই কনস্যুলেটে দায়িত্ব পালন করার সময় এই জালিয়াতির বিষয়টি বহুবার ওয়াশিংটনকে জানিয়েছেন। তবে রাজনৈতিক চাপের কারণে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি এই ভিসা প্রক্রিয়াকে 'শিল্পায়িত জালিয়াতি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এইচ-১বি ভিসা মূলত আমেরিকান কোম্পানিগুলো বিদেশি দক্ষ জনবল নিয়োগের জন্য ব্যবহার করে থাকে। ভারতীয় নাগরিকরা দীর্ঘদিন ধরে এই অস্থায়ী কর্মভিসার সবচেয়ে বড় অংশীদার। চেন্নাই কনস্যুলেট, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এইচ-১বি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, শুধুমাত্র ২০২৪ সালে প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার এইচ-১বি ভিসা এবং তাদের পরিবারের জন্য ১ লাখ ৪০ হাজার এইচ-৪ ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করেছে।

সিদ্দিকী একটি পডকাস্টে বলেন, তিনি এই বিষয়টি চেন্নাই কনস্যুলেটে সরাসরি অভিজ্ঞতার আলোকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক চাপের কারণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তার এই দাবিতে মার্কিন ভিসা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জালিয়াতি প্রতিরোধে নতুন আলোচনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রেস সেক্রেটারির আত্মীয়কে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে থাকছে, তবে শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে বলে তিনি জানান।

ডিএইচএস মুখপাত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, ফেরেইরা ব্রাজিলের নাগরিক এবং তাকে "আপরাধমূলক অবৈধ অভিবাসী" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুখপাত্র দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে অতীতে ব্যাটারি অভিযোগে গ্রেপ্তারের ঘটনা রয়েছে এবং তিনি ১৯৯৯ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসা অতিবাহিত করে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।

মুখপাত্র জানান, ব্রুনা ফেরেইরাকে আইসিই গ্রেপ্তার করেছে এবং তিনি বর্তমানে দক্ষিণ লুইজিয়ানার আইসিই প্রসেসিং সেন্টারে আছেন। তার বিরুদ্ধে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলছে। মুখপাত্র আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গৃহীত নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানকারী সবাইই বহিষ্কারের আওতায় পড়বেন।

এই দাবির বিরোধিতা করেছেন ফেরেইরার আইনজীবী টড পোমারলো। তিনি জানান, ফেরেইরার কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই এবং তিনি বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। পোমারলোর দাবি, ফেরেইরা পূর্বে

ব্রুনা ফেরেইরা

ডিএসিএ মর্যাদা পেয়েছিলেন এবং বর্তমানে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় আছেন। তিনি আরও বলেন, ম্যাসাচুসেটসে কোনো পরোয়ানা ছাড়াই গাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয় এবং এখন লুইজিয়ানায় হাজার মাইল দূরে মামলার লড়াই করতে হচ্ছে।

অনলাইনে ফেরেইরার বোন পরিচয়দানকারী একজনের তৈরি করা একটি তহবিল সংগ্রহ প্রচারণায় বলা হয়েছে, তিনি ১৯৯৮ সালে শিশুকালেই যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়, ব্রুনা পরিশ্রমী, সদয়, এবং সবসময়ই অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসেন—পরিবার, বন্ধু বা অচেনা কেউ হোক না কেন।

দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য গুলিবিদ্ধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

দৃশ্য এমনই ভয়াবহ ছিল যে আশপাশের মানুষ আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করে। জরুরি ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহানগর পুলিশ, ফেডারেল তদন্ত সংস্থা, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ দপ্তরসহ—প্রায় সব বড় নিরাপত্তা বাহিনী। পুরো এলাকা মুহূর্তেই ঘিরে ফেলা হয়।

একজন সন্দেহভাজনকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়েছে। তার পরনে ছিল সামরিক পোশাকের মতো পোশাক। সে-ও ছিল গুরুতর আহত অবস্থায়। পরে পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার হওয়ার পরও তিনি তদন্তকারীদের সঙ্গে কোনো ধরনের সহযোগিতা করছেন না। তার কাছে কোনো পরিচয়পত্রও পাওয়া যায়নি। শুরুতেই জানা যায়, গার্ড সদস্যদেরই লক্ষ্য করে তিনি গুলি চালান—প্রথমজনকে কাছ থেকে গুলি করে, আর দ্বিতীয়জনকে গুলি করা হয় যখন তিনি বাসস্টপের আড়ালে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন।

পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মোরিসি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "এই খবর আমাদের ভেঙে দিয়েছে। দুই সাহসী সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়েছে—তাদের পরিবার ও আমাদের পুরো বাহিনীর প্রতি আমাদের সমবেদনা। তাদের পাশে থাকার সবটুকু চেষ্টা করা হবে।"

গুলির পরপরই হোয়াইট হাউস লকডাউনে যায়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডার মার-আ-লাগোতে থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে অবস্থান করছেন। তাকে দ্রুত ঘটনাটি জানানো হয়। পরে তিনি নিজের সামাজিক মাধ্যমে কঠোর ভাষায় লিখেছেন, "যে নৃশংস ব্যক্তি এই দুই গার্ড সদস্যকে গুলি করেছে—সে গুরুতর আহত হলেও উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আমাদের গার্ডদেরকে ঈশ্বর রক্ষা করুন।"

ঘটনার জেরে সহসাই চলমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন প্রশ্ন উঠেছে। আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে রাজধানীতে অতিরিক্ত ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হয়—শহরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি সামলানোর জন্য। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দুই হাজারেরও বেশি গার্ড সদস্য সেখানে দায়িত্ব পালন করছেন। মাত্র একদিন আগেই ঐতিহ্যবাহী টার্কি ক্ষমা অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, "ওয়াশিংটন এখন পুরোপুরি নিরাপদ। যে কোনো রাস্তা ধরে হাঁটতে পারবেন।" সেই বক্তব্যের ঠিক পরদিনই গার্ড সদস্যদের ওপর হামলা—ঘটনার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স কেন্টাকিতে সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করার সময় বলেন, "এখনও সব তথ্য জানা যায়নি। উদ্দেশ্যও পরিষ্কার নয়। তবে এটি কঠিন এক বার্তা—এই দেশের সেনারা, যে বাহিনীতেই থাকুক, তারা আমাদের ঢাল এবং তলোয়ার।"

ঘটনার পর সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স পিট হেগসেথ জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অতিরিক্ত পাঁচ শত গার্ড সদস্য রাজধানীতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তার ভাষায়, "এই ঘটনা আমাদের সংকল্প আরও শক্ত করবে। আমরা রাজধানীকে নিরাপদ ও সুন্দর রাখতে বদ্ধপরিকর।"

সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই—এত কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও কীভাবে এমন হামলা সম্ভব হলো? তদন্ত চলছে, উদ্দেশ্য অজানা, সন্দেহভাজনের পরিচয়ও জানা যায়নি। তবে নিশ্চিত—রাজধানীর বুকে এই গুলির ঘটনা জাতীয় নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক উত্তেজনাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

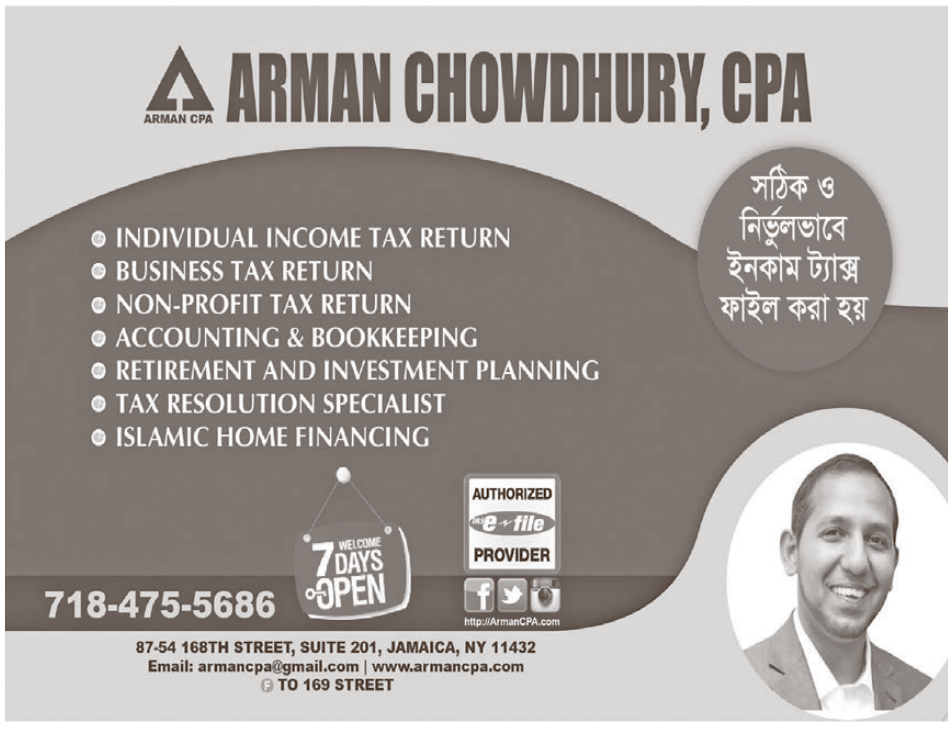

নভেম্বরের সন্ধ্যায় সাহিত্য ও স্মৃতির ‘পিজ্জা অ্যান্ড পোয়েট্রি’

শামসুন ফৌজিয়া

শুক্রবার সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রঙ্কসের বুকে শামসুন ফৌজিয়ার বাসায় জমে উঠল ‘পিজ্জা অ্যান্ড পোয়েট্রি’র নবম আসর। বাইরের হেমন্তের আবহাওয়া আর ভেতরের উষ্ণ আড্ডার মিশেলে মূল আলোচনা বাঁধা হলো ‘সাহিত্যে নভেম্বর’কে কেন্দ্র করে।

নভেম্বরের গভীরতা প্রথম স্পর্শ করল লেখক মীর মশাররফ হোসেনের জন্মবার্ষিকী (১৩ নভেম্বর ১৮৪৭) স্মরণে। সোহানা নাজনীন তুলে ধরেন তার সংগ্রামী জীবন ও সাহিত্যের অবদান।

এরপর অনলাইনে যুক্ত হয়ে ফরিদা ইয়াসমীন আলোচনা করেন মীর মশাররফ হোসেনের মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘বিষাদ সিন্ধু’ নিয়ে। নভেম্বরের শোকাবহ আবহে তার আলোচনাটি পৌঁছে যায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘মহররম’ কবিতার আবৃত্তি ও বিশ্লেষণে। এতে এক গভীর বিষাদের পরিবেশ তৈরি হয়।

এই শোকের আবহে স্মরিত হন বাংলার আরেক কৃতী পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কুলসুম আক্তার সুমী সংক্ষেপে আলোকপাত করেন তার বিশ্বজয়ের ঐতিহাসিক দিনটি নিয়ে ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এরপর আয়োজক শামসুন ফৌজিয়া আবৃত্তি করেন সমকালীন জনপ্রিয় কবি জয় গোস্বামীর কবিতা ‘১০ নভেম্বর’। তিনি তুলে ধরেন সমকালীন মানবজীবনের জটিলতা ও আবেগের ভিন্নতর দিক।

আলোচনার প্রবাহে শরিফুজ্জামান পল উপস্থাপন করেন ১৬৭৪ সালের ৮ নভেম্বর প্রয়াত কবি জন মিল্টনের মহাকাব্য ‘প্যারাডাইস লস্ট’। স্বর্গচ্যুতি, বিদ্রোহ, মানবজাতির নিয়তি এবং শয়তানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এসব বিষয় নিয়ে তার আলোচনা আড্ডায় তাত্ত্বিক গভীরতা যোগ করে।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘ঘুম নেই’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা ‘একুশে নভেম্বর ১৯৪৬’ আবৃত্তি ও বিশ্লেষণ করেন সুমন শামসুদ্দিন। এতে উঠে আসে ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপট, শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের ডাক এবং ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে এক হওয়ার বিপ্লবী আহ্বান।

নভেম্বরের শেষ দিকে জন্ম নেওয়া (২৮ নভেম্বর ১৭৫৭) কবি উইলিয়াম ব্লেকের সৃষ্টির রহস্য নিয়েও আলোচনা হয়। এইচ বি রিতা আবৃত্তি করেন ব্লেকের বিখ্যাত কবিতা ‘দ্য টাইগার’ মূল ইংরেজি এবং তার নিজস্ব অনুবাদে। আলোচনায় উঠে আসে এক চিরন্তন প্রশ্ন: যিনি মেষশাবক সৃষ্টি করেন, তিনিই কি বানান হিংস্র বাঘ? তবে কি বিপরীত শক্তিও ঈশ্বরের সৃষ্টির অপরিহার্য অংশ? এই প্রশ্ন আড্ডাকে দার্শনিক মোড়ে পৌঁছে দেয়।

এদিনের সাহিত্য মিলনমেলায় উপস্থিত ছিলেন শরিফুজ্জামান পল, শামসুন ফৌজিয়া, কুলসুম আক্তার সুমী, সোহানা নাজনীন, শাফায়াত মজুমদার, ওসমানী ভাই, সুমন শামসুদ্দিন ও এইচ বি রিতা। অনলাইনে যুক্ত ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন।

আড্ডার আলো ও উষ্ণতার মাঝে ‘পিজ্জা অ্যান্ড পোয়েট্রি’র নবম আসর হয়ে ওঠে এক সাহিত্যনিবেদিত স্মৃতিময় সন্ধ্যা। আলোচনায় মিশে যায়, মীর মশাররফ হোসেনের সংগ্রামী জীবন, নজরুলের শোক ও প্রতিবাদ, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়, জয় গোস্বামীর আধুনিক কাব্যিকতা, জন মিল্টনের চিরায়ত দর্শন, সুকান্তের বিপ্লবী উচ্চারণ এবং উইলিয়াম ব্লেকের অস্তিত্বমুখী বিশ্লেষণ।

রাত্রি শেষে আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের অভিন্ন প্রত্যাশা, সাহিত্যচর্চা আরও ছড়িয়ে পড়ুক, প্রবাসেও যেন সাহিত্যের উষ্ণতা প্রাণে লেগে থাকে।

এক মিলিয়ন ডলার দান করে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ

ট্রাম্প গোল্ড কার্ড

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা ইউএসসিআইএস ‘গোল্ড কার্ড’ স্থায়ী রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের খসড়া ফর্ম আই-১৪০জি ও ব্যবস্থাপনা ও বাজেট অফিসে পাঠিয়েছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিদেশিরা বড় অঙ্কের অর্থ দান করে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেতে পারবেন। খসড়া ফর্মটি অনুমোদনের পরই এটি সাধারণের জন্য প্রযোজ্য হবে।

প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী, ব্যক্তি নিজের জন্য আবেদন করলে তাকে এক মিলিয়ন ডলার, আর কোম্পানির মাধ্যমে আবেদন করলে দুই মিলিয়ন ডলার দান করতে হবে। এছাড়া আবেদনকারীর জন্য ফি ধরা হয়েছে পনেরো হাজার ডলার। প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সম্পন্ন হবে।

প্রথমে মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গোল্ড কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। এরপর নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে এবং শেষপর্যায়ে ইউএসসিআইএস-এ ফর্ম জমা দিয়ে দানের উৎস বৈধ কিনা যাচাই করাতে হবে।

আবেদন অনুমোদিত হলে, আবেদনকারীকে বিদেশে মার্কিন কনস্যুলেটের মাধ্যমে কনসুলার প্রসেসিং সম্পন্ন করতে হবে এবং বৈধ স্থায়ী রেসিডেন্ট হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হবে। ইউএসসিআইএস অনুমান করছে, প্রতি বছর আনুমানিক এক হাজার আবেদন জমা হতে পারে। প্রোগ্রামের ফাইনাল ফর্ম ও নির্দেশিকা আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রকাশিত হতে পারে।

গোল্ড কার্ডধারীরা ইবি-১ বা ইবি-২ ভিসার মাধ্যমে স্থায়ী রেসিডেন্ট হবেন। এছাড়া, $৫ মিলিয়ন দানের বিনিময়ে ‘প্লাটিনাম কার্ড’ প্রোগ্রামের সুযোগও রয়েছে, যা বিদেশিকে প্রতি বছর ২৭০ দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেবে এবং মার্কিন বাইরে উপার্জিত আয়ের উপর কর আরোপ হবে না।

প্রোগ্রামে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে তার ব্যক্তিগত তথ্য, পরিবারের তথ্য, সম্পদের উৎস ও প্রমাণ, এবং নিরাপত্তা ও আইনগত যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। ইউএসসিআইএস জানিয়েছে, ভুল তথ্য প্রদান করলে

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্‌স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেল্থ ডিপার্টমেন্টের সার্টিফাইড/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

ভূমিকম্প দেখিয়ে দেয় মানুষ দুর্বল, লোভ আরও দুর্বলতর

আবুল কালাম আজাদ

একবার ভাবুন, একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর গোটা শহর দুলে উঠল, আকাশছোঁয়া ভবনগুলো কাগজের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, রাস্তা উধাও হয়ে গেল, আলো নিভে গেল, শব্দ থেমে গেল, আর চারদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ, ধুলা আর কান্না। এত শক্তিশালী কংক্রিট, স্টিল-মানবগর্বের প্রতীক অট্টালিকা, সবই মুহূর্তে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। এমন দৃশ্য পৃথিবীর বহু দেশে ঘটেছে; আবার আজ বা আগামীকালও ঘটতে পারে। প্রশ্ন হলো, এই ধ্বংসস্তূপের মাঝে মানুষের অহংকার কোথায় যায়? আর যে অবৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য কেউ জীবনভর অন্যায় করেছে, ঘুষ-দুর্নীতি করেছে, অধিকার হরণ করেছে, সেই সম্পদের মূল্য তখন কতটা?

প্রকৃতির এক ঝাঁকুনি মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থান মনে করিয়ে দেয়। মানুষের অহংকার এমন এক ভঙ্গুর দেয়াল, যা মানবশক্তি দিয়ে উঁচু করা সম্ভব হলেও প্রকৃতির সামনে টিকিয়ে রাখা যায় না। আমরা অট্টালিকা গড়ি, রাজপ্রাসাদ বানাই, সম্পদের পাহাড় সাজাই—ভাবি, এগুলো আমাদের অমরত্বের চিহ্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু ইতিহাস বলে সব প্রাসাদই ধ্বংস হয়, সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, সব অহংকারই মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় মানুষ যখন জীবন বাঁচাতে ছুটছে, তখন ব্যাংকে থাকা কোটি কোটি টাকা কোনো কাজে আসে না। সিন্দুকে রাখা সোনা জীবন ফেরাতে পারে না। বিদেশে লুকানো দুর্নীতির টাকা উদ্ধার করতে আসে না। তখন প্রয়োজন শুধু একটি নিরাপদ জায়গা, এক গ্লাস পানি, আর মানুষের সাহায্য। অথচ কত লোভ—মানুষ অন্যায় করে, দুর্নীতি করে, মানুষের অধিকার খেয়ে সম্পদ জমা করে, যেন এগুলো দিয়ে অনন্তকাল টিকে থাকবে। প্রকৃতি এক সেকেন্ডেই সেই বিভ্রম ভেঙে দেয়।

কুরআনের আয়াতগুলো ঠিক এই বাস্তবতাই স্মরণ করিয়ে দেয়: “যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে।”

এই এক বাক্য মানুষকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যে মাটি হাজার বছরে একবারও নড়ে না, সেই মাটিই এমনভাবে কাঁপবে যে মানুষ দাঁড়াতে পারবে না। সেই দিন মানবসভ্যতার সব অহংকার মাটিতে মিশে যাবে।

আয়াতে আরও বলা হয়েছে: “যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ বের করে দেবে।”

আজ মানুষ তার কোটি টাকা লুকাতে ভূগর্ভে ভল্ট বানায়, টানেল বানায়। পৃথিবীও মানুষের পাপের বোঝা বহন করে জুলুম, ঘুষ, খুন, ধর্ষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা; সব কিছুর সাক্ষী হয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু কিয়ামতের দিনে পৃথিবী আর নীরব থাকবে না। সে তার সব বৃত্তান্ত প্রকাশ করবে। পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণাও সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।

মানুষ ভাবে, দুর্নীতি করলে কেউ দেখে না; ক্ষমতার দাপটে অন্যায় করলে কেউ টের পায় না। ঘুষ খেয়ে ভবন বানালেও, মানুষের হক মেরে বড় গাড়ি কিনলেও যেন কিছুই হবে না। কিন্তু কুরআন বলছে: “সেদিন পৃথিবী তার সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।”

সেদিন কোনো অস্বীকার থাকবে না, কোনো অজুহাত থাকবে না।

তবে এসব আয়াত শুধু পরকালীন বিচার নয়, দুনিয়ার জীবনেও সতর্কবার্তা। প্রকৃতির বড় কোনো বিপর্যয় যেন এর বাস্তব ঝলক দেখিয়ে দেয়। ভূমিকম্প কিয়ামত নয়, কিন্তু কিয়ামতের আগমনী বার্তা। ভূমিকম্প স্মরণ করিয়ে দেয়—মানুষ দুর্বল; তার নির্মাণ দুর্বল; তার শক্তি আল্লাহর ক্ষমতার সামনে কিছুই নয়।

একটি ভূমিকম্পের পর যা ঘটে, তা খুবই কষ্টের। হাসপাতাল, স্কুল ভেঙে পড়ে; মানুষ পরিবার হারায়; পানির লাইনের ভাঙনে রোগ ছড়ায়; খাবারের সংকট হয়; স্বজনের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় না; শহর অচল হয়ে যায়। তখন ধনী-গরিব সবাই সমান। তখন ধনী মানুষটিকেও সাধারণ মানুষের মতো এক গ্লাস পানির জন্য হাত পাততে হয়। এই বাস্তবতা মানুষকে বলে দেয়, যে অহংকার তুমি বুক ফুলিয়ে দেখিয়েছিলে, যার জন্য অন্যায় করেছিলে, শেষ পর্যন্ত সেই অহংকারের কি মূল্য রইল?

অবৈধ সম্পদের প্রশ্নটি এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ অবৈধভাবে সম্পদ জমায় কেন? কারণ সে ভাবে, এই সম্পদ তাকে নিরাপত্তা দেবে, মর্যাদা দেবে। অথচ সংকটমুহূর্তে এই সম্পদ তার কোনো কাজে আসে না। তখন এক ধনী দুর্নীতিবাজকেও দাঁড়াতে হয় সেই লাইনে, যেখানে দরিদ্র মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। পরিচয় বদলে যায়—সবাই শুধু ‘মানুষ’। সম্পদের অহংকার তখন তুচ্ছ হয়ে যায়।

প্রকৃতির সামনে সবাই সমান। প্রকৃতি কোনো দুর্নীতিবাজকে ছাড় দেয় না, ক্ষমতাবানকেও আলাদা করে রক্ষা করে না। বরং অনেক সময় সেই ক্ষমতার প্রতীক ভবনই আগে ভেঙে পড়ে। কারণ সেগুলোর ভিতেই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি, অনিয়ম থাকে। তাই ভূমিকম্প শুধু ধ্বংস নয়, এ এক বিচার, এক সতর্ক সংকেত, এক দৃষ্টান্ত; যা মানুষকে বলে- “তুমি যা করেছ, পৃথিবী তা তোমার সামনে হাজির করবে।”

এই ভাবনা আত্মাকে নাড়া দেয়। যেন বলে—
জীবন অস্থায়ী,
অহংকারের জায়গা নেই,
লোভের জায়গা নেই,
দুর্নীতি করার কোনো যুক্তি নেই,
কারণ হিসাব এখানেই শুরু হবে;
পরকালে আরও কঠোর হবে।

আজ মানুষ দুর্নীতি, লোভ, ক্ষমতা ও অহংকারের নেশায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি ভূমিকম্প, একটি সাইক্লোন, একটি মহামারী মুহূর্তেই দেখিয়ে দেয় মানুষ অসম্ভব দুর্বল, ক্ষণস্থায়ী, নির্ভরশীল। নৈতিকতা ছাড়া সম্পদ অর্থহীনে বোধ না এলে সমাজে শান্তি আসবে না।

ধ্বংসস্তূপে বেঁচে যাওয়া একজন মানুষ যখন সন্তানকে খুঁজে ফেরে, তখন তার মনে পড়ে না বিলাসবহুল গাড়ি, ব্যাংকের টাকা বা জমির দলিলের কথা। তখন শুধু মনে পড়ে,

মানুষের ভালোবাসা কত মূল্যবান।

মানুষ যদি বুঝতে পারে—
অহংকার তাকে বড় করে না,
সম্পদ তাকে শ্রেষ্ঠ করে না,
বরং সৎকর্ম, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিকতাই আসল সম্পদ। তাহলে পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

প্রকৃতি মানুষকে বারবার পরীক্ষা নেয়, বারবার দেখিয়ে দেয়—
মানুষ ক্ষুদ্র,
মানুষ অক্ষম,
মানুষ ভঙ্গুর।

লোভে পাপ, পাপে বিপর্যয়। এ সত্য স্বীকার করাই মুক্তির পথ। জীবন ক্ষণস্থায়ী; আর সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনে অন্যায়ের সম্পদ কিসের লাভ? এক মুহূর্তের কম্পনেই তো সব শেষ হয়ে যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মানুষকে এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়—
ধসে পড়া ভবনই বলে দেয়—
কোনো সম্পদই স্থায়ী নয়,
কোনো অহংকারই চিরদিনের নয়।
যা টিকে থাকে- সৎকর্ম, মানবিকতা ও আল্লাহর ভয়।

সেদিন পৃথিবী কথা বলবে,
মানুষের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে,
হিসাব হবে নিখুঁত।
আজ যদি মানুষ সচেতন হয়, তবে এই সতর্কবার্তাই তার জীবনের জন্য কল্যাণকর হবে।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও কলামনিস্ট

ইন্দিরা দত্ত চৌধুরী, সংগ্রামী জীবনের নীরব শক্তি

সংগ্রাম দত্ত

তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার (বর্তমান মৌলভীবাজার জেলা) শ্রীমঙ্গল থানার ভূনবীর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইন্দিরা দত্ত চৌধুরী শিপ্রা। পরিবারিক ঐশ্বর্য, আরাম-আয়েশ এবং স্নেহমমতায় ভরা পরিবেশে কেটেছে তার শৈশব ও কৈশোর। কিন্তু জীবনের পথ তাকে নিয়ে যায় এমন এক অধ্যায়ে, যেখানে দায়িত্ব, ত্যাগ এবং প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছেন অনন্য দৃঢ়তায়।

রাজনীতিবিদ স্বামীর সংগ্রামে নীরব সহযোদ্ধা

তার স্বামী রাসেন্দ্র দত্ত চৌধুরী ছিলেন রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক—সমাজের নিপীড়িত মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রামী একজন নেতা। জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও অসহায় মানুষের পক্ষে আজীবন লড়াই করে গেছেন।

স্বামীর এই আদর্শিক সংগ্রামের ভার প্রায় পুরোপুরি এসে পড়ে ইন্দিরা দত্ত চৌধুরী শিপ্রার কাঁধে। সংসারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, তিন পুত্র ও এক কন্যার লালন-পালন, এবং অনিশ্চিত সময়ের মানসিক চাপ—সবই তিনি সামলেছেন নীরব শক্তি ও অতুলনীয় দায়িত্ববোধ দিয়ে।

১৯৭৫: সবচেয়ে কঠিন সময়

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর খন্দকার মোশতাকের শাসনামলে রাসেন্দ্র দত্ত চৌধুরীকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি দু'বছর কারাবন্দি থাকেন। এই সময়টি ছিল ইন্দিরা দত্ত চৌধুরীর জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। আর্থিক চাপ, সামাজিক চ্যালেঞ্জ, সন্তানদের শিক্ষা ও নিরাপত্তা—সব প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি ছিলেন অবিচল।

এই সময়কালে তিনি পেয়েছিলেন স্থানীয় ও ব্যক্তিগত সমর্থনও। পূর্বাশার তৎকালীন চা বাগানের ব্যবস্থাপক রামচন্দ্র কর (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তপতী কর মিতা ও তাপসী করে কেনীর পিতা) পরিবার এবং শ্রীমঙ্গল পৌরসভার তৎকালীন সেক্রেটারি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রফেসর সাইয়িদ মুজিবুর রহমান ও প্রফেসর সৈয়দ মূয়ীজুর রহমানের বড় ভ্রাতা) তার সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সৈয়দ মাহবুবুর রহমান '৭৫ পরবর্তী সময়ে ঢাকায় অবস্থানকালে ন্যাপ দলের প্রধান প্রফেসর মোজাফফর আহমদের ৫০ কাকরাইলের বাসভবনে সাক্ষাৎ করে তার স্বামীকে জেল থেকে মুক্ত করার বিষয়ে কথা বলেন।

স্বামীর মুক্তি ও সহিষ্ণু সাহসিকতা

১৯৭৭ সালে ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে তার স্বামী মুক্তি পান। এই দীর্ঘ সংগ্রাম তার জীবনে যোগ করে অসাধারণ সাহসিকতা, সহনশীলতা ও মানসিক দৃঢ়তা।

নীরব কিন্তু অমলিন প্রভা

তিনি ছিলেন সেই অনুচ্চারিত নায়িকাদের একজন—যারা প্রচারের আলোয় না এলেও যাদের কাঁধে ভর করেই একজন রাজনৈতিক কর্মীর সংগ্রামী পথচলা সম্ভব হয়। তার ত্যাগ, মমতা ও ধৈর্যের আলো আজও পরিবারের প্রতিটি স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

বিদায় ও পাঁচ বছরের স্মরণ

২০২০ সালের ২১ নভেম্বর রাত আনুমানিক ১০টায় তিনি সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ তার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে স্মরণ করা মানেই সেইসব শক্তিমান, নীরব নারীদের সম্মান জানানো, যাদের অদৃশ্য ত্যাগে পরিবার, সমাজ ও ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তিত হয়।

চিরস্মরণীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি

তার জীবন আমাদের শেখায়—সংগ্রাম সবসময় দৃশ্যমান নয়; অনেক সময় ঘর-সংসারের নীরব লড়াইও একজন মানুষকে সত্যিকারের যোদ্ধায় পরিণত করে। তিনি রেখে গেছেন তিন পুত্র, এক কন্যা, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী—যাদের হৃদয়ে তিনি আজও সমানভাবে জীবন্ত। তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা—তিনি থাকবেন হৃদয়ের গভীরে, স্মৃতির আলোকছটা হয়ে।

এইডস প্রতিরোধের উপায়

আফতাব চৌধুরী

আমাদের শরীর এমন ভাবে তৈরি যাতে তার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে বাইরের কোন রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে না পারে। কিন্তু অপুষ্টি, বংশানুক্রমে খাদ্যের অভাব, ক্রমান্বয়ে নানা ধরনের রোগে ভুগে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও মানুষ যথাযথ নিয়মনীতি পালন করে, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠতে-ফিরে পেতে পারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

কিন্তু কোন মানুষ যদি হিউম্যান ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচআইভি) দ্বারা আক্রান্তহয় তাহলে তার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার জন্য একই সময়ে দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের রোগের উপসর্গ। এ রোগ হল অ্যাকোয়ার্ড ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম - এইডস। মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে রক্তের ভিতরে থাকা শ্বেত রক্তকণিকা।

এইচআইভি অর্থাৎ এইডস- এর জীবাণু শ্বেতকণিকার কোষগুলোকে আক্রমণ করে সেগুলোকে নষ্ট করে দেয় এবং ক্রমশ তা নষ্ট করতেই থাকে। এতে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে পড়ার ফলে যে কোন ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ অতি সহজ হয়ে মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়।

সারা বিশ্বে এ রোগ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যে তা প্রতিরোধের জন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে রোগটি প্রতিরোধে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর ১লা ডিসেম্বর দিনটি আন্তর্জাতিকভাবে ‘বিশ্ব এইডস দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ মরণ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ততাতে পূর্ণ সফলতা আসেনি। তাই এখন পর্যন্তএ রোগ সম্পর্কে সচেতনতাই তা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হচ্ছে।

এইডস রোগটির ক্রমবর্ধমান হার মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছে। তাই প্রত্যেক মানুষ এইডস কিভাবে ছড়ায় তা জেনে এ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এইডস সংক্রমণের কয়েকটি কারণ জানিয়েছেন। এগুলো হল-এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক। এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত বা রক্তের উপাদান গ্রহণ অথবা এ ভাইরাস আক্রান্তব্যক্তির টিস্যু বা অঙ্গ সংস্থাপন। এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিকে দেওয়া ইনজেকশনের সূচ পরিশোধিত না করে ইনজেকশন দিলে। এইচআইভি সংক্রমিত মা থেকে নবজাতকের দেহে এইডস গর্ভ থাকাকালীন, প্রসবের সময় এবং জন্মের পর মায়ের দুধ থেকে সংক্রমিত হয়।

একইসঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এইচআইভি আক্রান্তব্যক্তিকে স্পর্শ, আলিঙ্গন বা করমর্দন করলে, তাদের ব্যবহৃত খাবার বাসন, শৌচাগার, টেলিফোন বা সুইমিংপুল ব্যবহার করলে অথবা মশা বা কোন কীট-পতঙ্গের কামড়ে এ মরণ রোগ ছড়ায় না।

কোন ব্যক্তির এইডস হয়েছে কি না তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় এইচআইভি পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত পরীক্ষাগারে রক্তের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে। যদি কোন ব্যক্তির অনেকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক থাকে, কারও যদি ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণের নেশা থাকে এবং কোন অপারেশন বা দূর্ঘটনায় রক্ত গ্রহণ করার পর যদি কেউ মাঝে মাঝে বা কখনও একটানা জ্বরে, কাশিতে ভোগেন, যদি খাদ্যগ্রহণের সময় খাদ্যনালীতে কষ্ট অনুভূত হয়। দীর্ঘসময় ধরে মাথাব্যথা বা একটানা এক মাসের বেশি পাতলা পায়খানা হয়।

শরীরের ওজন শতকরা দশ ভাগের বেশি হ্রাস পায়। মুখের ভেতর সাদা দাগ বা ঘা হয়, চর্মরোগ, চুলকানি বা লাল হওয়া, দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকা ইত্যাদি এক বা একাধিক উপসর্গে ভোগেন তা হলে তাদের অবিলম্বে বিশেষ রক্ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যদি কোন ব্যক্তির দেহে এইচআইভি-র সংক্রমণ হয়েছে প্রমাণিত হয় তবে তাকে সুস্থ থাকার জন্য অত্যন্তসতর্কতার সঙ্গে বিশেষ ভাবে স্বাস্থ্যসম্মত নিয়মনীতি পালন করা প্রয়োজন । এগুলোর মধ্যে রয়েছে- উন্নতমানের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে দেহের ওজন স্বাভাবিক রাখতে হবে। মদ, ভাং, সিগারেট বা যে কোন নেশাযুক্ত দ্রব্য গ্রহণ করা তো দূরে থাক ধারে-কাছেও যাওয়া উচিৎ নয়। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। এতে শরীর সুস্থ থাকতে সহায়তা হয়। যথেষ্ট পরিমাণে ঘুম ও বিশ্রাম প্রয়োজন। শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ।

যদি কোন কারণে কারো শরীরে এইচআইভি-র সংক্রমণ ঘটে তাহলে প্রথমেই তাকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। এইচআইভি-র সংক্রমণে হওয়া এইডস দুরারোগ্য মরণব্যাধি হিসেবে সারা বিশ্বে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে যদিও এমন আরো রোগ আছে যার কোন প্রতিকার নেই। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে বর্তমানে চল্লিশ নিযুত ব্যক্তি এইচআইভি দ্বারা আক্রান্তবলে বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে। এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিকে ইতিবাচক চিন্তা- ভাবনা নিয়ে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে জীবন-যাপন করতে হবে। যেহেতু এইচআইভি-তে আক্রান্তকোন ব্যক্তির দেহে এইডসের লক্ষণ প্রকাশ

পেতে বেশ কিছু সময় লাগে তাই এ ভাইরাসে আক্রান্তব্যক্তির এইডস রোগের লক্ষণগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, ইতিবাচক ভাবনা-চিন্তা এবং নতুন এইচআইভি প্রতিরোধী ঔষধের মাধ্যমে এইচআইভি আক্রান্তব্যক্তি অনেকটাই সুস্থ হয়ে অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারবেন। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এ মরণ রোগ যে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তা নয়, এ রোগে পরিবার সমাজ এবং অনেক দেশও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সুস্থভাবে নিজ নিজ পরিবার সমাজ ও দেশকে রক্ষা করার জন্য তাই প্রত্যেককে এইডস প্রতিরোধে সচেতন হয়ে উঠা একান্ত প্রয়োজন।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

জোয়ার–ভাটার রাজনীতি

শেখর ভট্টাচার্য

সময় বদলে যাচ্ছে। সমাজের ভেতরের ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার ধরণ–ধারণও সমান তালে দ্রুত ভিন্ন রূপ নিচ্ছে। একসময় ধারণা ছিল, অর্থনৈতিক বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ যখন সম্পদে পরিপূর্ণ থাকে এবং অন্য অংশটি শোষণ–দারিদ্রে ক্রমাগত বন্দী হতে থাকে, সমাজে তখন অসন্তোষ ও হতাশা সৃষ্টি হয়। এই হতাশা থেকেই অস্থিরতার জন্ম।

সাম্প্রতিক কালে এ ধারণাটিও বদলে যাচ্ছে ক্রমাগত। সমাজের যে সব শক্তি ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত, তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা সামাজিক প্রতিক্রিয়াই আসলে সামাজিক অস্থিরতার পালে হাওয়া দিতে থাকে। সামাজিক অস্থিরতা যারা তৈরি করেন, তাদের আমরা দেখতে পাই না। তারা মঞ্চের পেছনে সুতা ধরে রাখেন খুব সাবধানে। কথাটি নতুন নয়, সব কালেই এরকম প্রক্রিয়া চলমান ছিল। অস্থিরতার মাত্রা অদৃশ্য শক্তির দল দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অস্থিরতার পরিকল্পনা, বাস্তবায়নের জন্য কৌশল–নির্ধারক দল আছে। দলের সামনে দল, তার সামনে কর্মী দল। কর্মী দলের মিছিল দেখে আমরা ভুল করি। দড়িকে সাপ ভাবি। বিভ্রান্ত হই। আমরা আসলে যা দেখি তা সত্য নয়, যা দেখি না সেটিই আসল সত্য। আমরা দেখি নির্দেশিত মানুষদের; নির্দেশদাতাদের দেখতে পাই না।

প্রতিটি আন্দোলন শেষে নাগরিকেরা কিছুটা হতাশ হয়। হতাশার মাত্রা সইতে সইতে একসময় হতাশা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় পৌঁছে যায়। তখন আমরা বলি সমাজে নীরবতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। তেরশ নদীর দেশে জোয়ার–ভাটার মতো নীরবতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। জেগে ওঠে মানুষ আবার। দুঃখের বিষয় হলো, আন্দোলনের কেন্দ্রের মানুষ বারবার বৃত্তের বাইরে চলে যায়। আবার ফিরে আসার চেষ্টা। মানবসভ্যতার ইতিহাসও একই রকম। তবে আমাদের কোমল মাটির এই দেশের প্রান্তিকেরা বোধ হয় একটু বেশি অভাগা।

ফিরে আসি সমাজের বদলে যাওয়ার প্রসঙ্গে। বদলে যাওয়া সমাজে, বদলে যাওয়া বাংলাদেশে রাতভর মিছিল–মিটিং। আমরা যারা ঊনসত্তর, একাত্তর দেখেছি, আমাদের কাছে প্রজন্মান্তরের রাতের আন্দোলন–সংগ্রাম কিছুটা বেমানান মনে হয়। এটি বোধ হয় সময়ের সঙ্গে তাল না মিলাতে না পারার দুর্বলতা। তবে এ ধরনের সামাজিক–রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখে আমরা অভ্যস্ত নই। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে নানা স্থাপনা। পেট্রলবোমা দেওয়া হচ্ছে বাসে। 'মব আতঙ্ক' কখনো কখনো বোমা–আতঙ্কের থেকেও ভয়ানক।

একসময় বলা হতো 'মব জাস্টিস'। প্রচলিত আইনে সুবিচার না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে জনগণ নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে নিষ্ঠুর বিচার প্রক্রিয়ার আয়োজন করত। এই নিষ্ঠুর প্রক্রিয়াকে বলা হতো 'মব জাস্টিস'। এখন আর কেউ 'মব জাস্টিস' বলছে না। 'মব জাস্টিস' মব সহিংসতায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নীরব চাঁদাবাজি সফল না হলে তখন মব তৈরি করা হয়—ভেঙে দেব, গুড়িয়ে দেব, পুড়িয়ে দেব। চাহিদা অনুযায়ী চাঁদা পেলে 'বিলকুল ঠিক' করে দেব। না পেলে তকমা সেঁটে দেওয়া হবে গায়ে।

যে তকমার রাজনীতি পরিবর্তনের জন্য এত বড় আন্দোলন, সেই তকমা বসানো কিন্তু চলমান। জুলাই আন্দোলনের আগের তকমা শুধু নাম বদলেছে। চাঁদাবাজি–দখলবাজি একই রকম আছে। ব্যবসা দখল, টিভি চ্যানেল দখল, সংবাদপত্র দখল, বাড়ি দখল, গাড়ি দখল, রাজনৈতিক দলের অফিস দখল। দখলীকরণ প্রক্রিয়া একইভাবে চলছে। জনপ্রিয় দলের এক বটবৃক্ষ নেতা তো পলাতক ব্যবসায়ীর পুরো পরিবহন 'গিলে খেয়ে' বলছেন 'হেফাজতে রাখলাম'। এমন হেফাজতে নানা রকমে নানা জন নানা কিছু রাখছেন। কার জানমাল কেন, কী কারণে হেফাজতে রাখছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা জানতে পারছি না। হঠাৎ দু–একটা হেফাজতের গোপন খবর প্রকাশ্যে এলে কিছুটা হৈচৈ হয়, এরপর অল কোয়েট ইন দ্য অল ফ্রন্ট। কীভাবে সব শান্ত হয়ে যায়, সে এক অপার বিস্ময়।

অস্থির সময় ও অস্থির সমাজের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সময় অস্থির হয় বলে সমাজ অস্থির হয়। সমাজ অস্থির হয় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। এটি যুক্তিবিদ্যার কার্য–কারণ সম্পর্ক। সময় কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্থির হয়? নিশ্চয় তার পেছনেও কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। এরকম কারণের কারণ খুঁজতে গেলে লেখাটি গবেষণাপত্র হয়ে যাবে। পেছনের কার্যকারণ সম্পর্ক খোঁজার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা খুব প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে অধিকাংশ নাগরিক ভাবছেন, সব রোগের একমাত্র ভেষজ ঔষধ হলো নির্বাচন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যেমন 'মকরধ্বজ', এলোপ্যাথিতে 'কোরামিন'। শুনেছি, সব ঔষধ ব্যর্থ হয়ে গেলে শেষ ভরসা কোরামিন। অধিকাংশ নাগরিক মনে করছেন, গণপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে এলে সব 'মুশকিল আসান' হয়ে যাবে। নির্বাচন হয়ে গেলে ম্যাজিকের মতো সব ঠিক হয়ে যাবে, অস্থির–অস্বচ্ছ জলরাশি স্বচ্ছ ও স্থির হয়ে যাবে। ঘোলা পানিতে মাছ ধরার সুযোগ আর থাকবে না। মবের দল সুবোধ বালক হয়ে চুলে তেল দিয়ে বই–পত্তর বগলে নিয়ে স্কুলে যাবে!

এরকম আশা পোষণ করা ভালো, কিন্তু সব ব্যবস্থা ঠিক রেখে কেবল নির্বাচন কি জমে থাকা এ–ততো জঞ্জাল সরাতে পারবে? মঞ্চের কুশীলব, পেছনের কুশীলবদের মধ্যে কি বড় কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে? 'এস্টাবলিশমেন্টের' পক্ষের লোক এবং 'এস্টাবলিশমেন্ট' ঠিক রেখে বড় পরিবর্তনের আশা কি খুব বাস্তবসম্মত? আমাদের মতো অতিসাধারণ মানুষের এসব বুঝতে বড় কষ্ট হয়। 'নয়া বন্দোবস্তের' আলাপ শুনে বড় আশাবাদী হয়েছিলাম। এর সঙ্গে ষাট–সত্তর দশকের মানুষ হিসেবে বৈষম্য নিরসনের স্বপ্ন–স্লোগান শুনে কিছুটা নড়ে–চড়ে উঠেছিলাম।

আমরা যতই নড়াচড়া করি না কেন, মঞ্চের পেছনের কুশীলবদের মনে কী ছিল, কী আছে সেটিই আসল কথা। পেছনের কুশীলবরা দূরদর্শী, কুশলীও বলা যায়। তারা অতি উচ্চমার্গের 'দার্শনিক'! সাধারণ মানুষ যা দেখতে পায় না, তারা তা দেখতে পান—এই অর্থে তারা সকলেই দার্শনিক। সমাজের ওপর তাদের নানা রকম নিয়ন্ত্রণ থাকে। রাজনীতির নামে তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তারা যা করেন সবই 'জনতার নামে'। সকলেই বলেন—জনগণ এটা চায়, জনমতের ওপর ভিত্তি করে আমরা মার্কেট পুড়িয়ে দিলাম! সকল কিছুর পেছনেই 'জনগণ'!

আউল–বাউল–ফকির–সন্ন্যাসীদের লম্বা চুল কাটবেন, তাদের গাছের সঙ্গে বেঁধে দস্যুর মতো চুল কেটে দেওয়া হলো 'সমাজ বিপ্লব'! মানিকগঞ্জে দেখলাম, বাউলদের চোর–দুষ্কৃতিকারীর মতো ধাওয়া দেওয়া হচ্ছে। সংসারবিরাগী এসব মানুষ অসহায় হয়ে নদী–খাল–পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছেন। এসব দৃশ্য বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দেখে মনে হয়—এ কি আমাদের সমাজ? এটি কি হাসন–লালন–রাধারমন–আর্কুম শাহ–সহিতা বানুর বাংলাদেশ?

নবান্ন অনুষ্ঠান করা যাবে না—নিরাপত্তার অজুহাতে! নবান্ন তো কৃষকের উৎসব। পৃথিবীর কোনো জাতি কি শুধুই রাজনৈতিক কারণে নিজেদের গৌরবময়, আবহমান ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে? ঐতিহ্য খুঁড়ে বের করা সভ্য সমাজের মানুষের কর্তব্য। আমরা আমাদের চর্চিত ঐতিহ্যকে রাজনীতির নোংরামিতে ডুবিয়ে দিচ্ছি অস্থিরতা দিয়ে। এই অস্থিরতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলার অন্তর্নিহিত কারণ কী? যারা আমাদের দ্বার রুদ্ধ করে দিচ্ছেন, তারা এর সুনির্দিষ্ট কারণ বলতে পারছেন না—বা বলছেন না। সমাজে ভুল–বুঝাবুঝি তৈরি হচ্ছে, বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিভাজন কি জাতি হিসেবে আমাদের শক্তিশালী–সংহত করছে? জাতি হিসেবে আমরা যত দুর্বল হচ্ছি, তত লাভবান হচ্ছে জাতীয়–আন্তর্জাতিক অশুভ শক্তি।

সামাজিক অস্থিরতা একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক সমস্যা। যদিও এটি বহুমাত্রিক সমস্যা, তবে এর নিয়ন্ত্রক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ না করলে সামাজিক সমস্যার সমাধান কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমরা রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তির কথা বলি প্রতিনিয়ত। আমরা যতই বলি অন্তর্ভুক্তির কথা, তত দ্রুতই হ্রাস পাচ্ছে প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব। বিশুদ্ধ গণতন্ত্র চর্চা সোনার হরিণে পরিণত হচ্ছে। গণতন্ত্র শাসকদের ক্ষমতায় লাগাম টেনে ধরে, শাসিতদের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। গণতন্ত্র সব ব্যবস্থাকে গণমুখী করে, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ও জবাবদিহিমূলক শাসন এবং অর্জিত সম্পদের মালিকানার নিশ্চয়তা দেয়।

এর জন্য প্রয়োজন নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। নতুন বন্দোবস্তের আলাপ এখন প্রলাপের মতো মনে হয়। আগামী নির্বাচনে নতুন বন্দোবস্ত চাই। মনে রাখতে হবে—অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য গণতন্ত্র একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। আমরা কি এবার সে পথে হাঁটব?

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

শীত মানেই মুমিনের বসন্ত

ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

যখন উত্তর দিক থেকে শীতল বাতাস ধীরে ধীরে নেমে আসে, তখন বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট-নদী-প্রকৃতি যেন এক নতুন রূপে সাজে। ভোরের কুয়াশা আর সন্ধ্যার শিশির আমাদের মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর সৃষ্টির অপার মহিমার কথা। কিন্তু এই শীতকাল শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়; এটি মুমিনের জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি বিশেষ আমলের মৌসুম, একটি রূহানি বসন্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জাহান্নাম তার রবের কাছে এই বলে অভিযোগ করল যে, 'হে প্রভু, আমার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করে নিচ্ছে।' তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে দুই নিশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন একটি শীতে ও একটি গ্রীষ্মে।" সহীহ বুখারি, হাদিস নং ৫৩৫।

এই হাদিসটি আমাদের শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতার রহস্য বোঝায়। শীতের এই শীতলতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস হলেও মুমিনের জন্য এটি হয়ে ওঠে রহমতের শীতল ছায়া। কারণ এই মৌসুমে ইবাদতের জন্য আল্লাহ বিশেষ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, "শীতকাল মুমিনের জন্য বসন্ত। এর রাত দীর্ঘ তাই তাহাজ্জুদের জন্য সহজ, আর দিন ছোট তাই রোজা রাখতে সুবিধা।" ফাদলুস শিতা" (শীতের ফজিলত), পৃষ্ঠা: ২৫।

এই কথাগুলো শীতকালীন সময়কে কী দৃষ্টিতে দেখতে হবে তা শিখিয়ে দেয়। প্রকৃতি যখন তার রাত লম্বা করে, তখন মুমিনের হৃদয় জাগ্রত হয় ইবাদতের জন্য। রাতের নীরবতা আর নির্জনতা তখন হয়ে ওঠে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "তারা রাতের অল্প সময়ই নিদ্রায় কাটাত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।" সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৭-১৮।

শীতের দীর্ঘ রাত এই ইবাদতকে আরও সহজ করে দেয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, "রাতে উঠে নামাজ পড়া, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ও গুনাহ মোছার সর্বোত্তম উপায়।" সুনান আন-নাসাঈ, হাদিস নং ১৬১১ ।

দিন ছোট হওয়ায় রোজা রাখাও হয় সহজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) শীতকালকে "শীতল গনীমত" বলে আখ্যা দিয়েছেন। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৩৪৫)। কারণ এই সময় রোজা রাখা গরমের দিনের তুলনায় অনেক কম কষ্টের। তাই যারা সারা বছর নফল রোজা রাখতে চান, তাদের জন্য শীতকাল হলো আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত।

ফজরের নামাজে উপস্থিত হওয়া শীতকালে সহজ হয়। রাত লম্বা হওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমিয়ে তারাতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের জামাতে শরীক হওয়া যায়। কারণ ফজরের নামাজের ফজিলত অপরিসীম। রাসূল(সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ল, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকল।" সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৩৭ ।

আর জামাতের সাথে ফজর আদায় করলে সারা রাত জেগে ইবাদত করার সমান সওয়াব পাওয়া যায় । সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৫৬। এ ছাড়া সূর্যোদয়ের আগে ফজর ও সূর্যাস্তের আগে আসর নামাজ পড়লে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে। এই সুসংবাদ মুমিনের হৃদয়ে নতুন উদ্যম সৃষ্টি করে। সহীহ বুখারি, হাদিস নং ৫৪১।

শীতের কষ্টকর ওজুও আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদা পায়। রাসূল(সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে সেই সব গুনাহের কথা শোনাব, যা মিটিয়ে দেয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে? তা হলো,কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওজু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি কদম ফেলা, এবং এক নামাজের পর আরেক নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই হলো রিবাত (আল্লাহর পথে পাহারাদারি)।" সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৫১৩।এই হাদিসটি শীতকালীন ইবাদতের গুরুত্ব কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

শীতের দীর্ঘ রাত কুরআন তিলাওয়াত ও মুখস্থ করার জন্যও উপযুক্ত। সালাফে সালেহিনগণ এই সময়টাকে কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার সময় হিসেবে ব্যবহার করতেন। উবাইদ ইবনে উমায়ের (রহ.) বলতেন, "রাত দীর্ঘ করা হয়েছে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য, আর দিন ছোট করা হয়েছে রোজা রাখার জন্য। সুতরাং উভয়টিকেই কাজে লাগাও।" ফাদলুস শিতা", পৃষ্ঠা: ৩২।

কিন্তু শীতকাল শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের সময় নয়; এটি মানবসেবারও মৌসুম। অনেক গরিব-দুঃখী মানুষ শীতার্ত থাকে, তাদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা, তাদের পাশে দাঁড়ানোও ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন।" সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৮৫৮।

শীতকাল আসে এবং চলে যায়। কিন্তু যে মুমিন এই মৌসুমকে কাজে লাগায়, তার আমলনামায় যুক্ত হয় অসংখ্য নেকি। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ উপহার,আমলের বসন্ত। এই বসন্তের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাতকে যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি,এটাই হলো প্রকৃত মুমিনের পরিচয়।

খতিব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

দ্বীন প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া: সুযোগ ও সতর্কতা

আনোয়ার হোসাইন আশরাফী

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মনোনীত করেছেন। আমাদেরকে দিয়েছেন বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা এবং মনের কথাকে ভাষায় রূপ দেওয়ার অনন্য ক্ষমতা। এটি নিঃসন্দেহে এক মহামূল্যবান নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা বলেন:"তিনি মানুষকে বাকশক্তি (মনের ভাব প্রকাশ করতে) শিখিয়েছেন।" (সূরা আর-রাহমান: ৪)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলিগের মহৎ দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন:"তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়।" (সহীহ বুখারী: ৩৪৬১)

মুখে বয়ান কিংবা লিখনীর শক্তি উভয় মাধ্যমে মানুষ দাওয়াত পৌঁছে দিতে পারে। তবে প্রচলিত মাধ্যমগুলোর পরিসর অনেক সময় সীমিত থাকে; সব শ্রেণীর মানুষের কাছে দ্রুত ও বিস্তৃতভাবে পৌঁছানো সবসময় সম্ভব হয় না। আধুনিক পরিবর্তনশীল বিশ্ব তাই এমন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন অনুভব করেছে, যার মাধ্যমে মুহূর্তে প্রচারের পরিধি বিস্তৃত করা যায় এবং যার প্রভাব গভীর ও সর্বব্যাপী।

এই প্রেক্ষাপটে সোশ্যাল মিডিয়া আধুনিক বিশ্বের এক বিস্ময়কর উপহার। যা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে গতিশীল, শিক্ষা-উপকরণকে করেছে সহজলভ্য। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংবাদ, জ্ঞান ও তথ্য অতি সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহর-পল্লী স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে সবাই এখন অনলাইনমুখী। খবরের কাগজ উল্টানোর দিন যেন অনেকটাই পিছনে পড়ে গেছে; মুহূর্তেই আপডেট পাওয়া যায় সোশ্যাল মিডিয়ার অনন্ত প্রবাহে।

এই বাস্তবতায় সোশ্যাল মিডিয়া নিঃসন্দেহে দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য এক অসাধারণ সুযোগ। যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া ভরপুর ইসলামবিদ্বেষ, বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর ধারণায়—সেখানে নীরব থাকার সুযোগ নেই। বরং হিকমত, সহিষ্ণুতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। তথ্যপ্রবাহের এই দ্রুতগতির যুগে সোশ্যাল মিডিয়াকে দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করাই একজন সচেতন দায়ীর সঠিক মনোভাব।

তবে সুযোগের পাশাপাশি রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা:

১. অহেতুক সময় নষ্ট না করা

সময় মহান আল্লাহর অমূল্য দান। তিনি শপথ করে বলেছেন:"শপথ সময়ের! নিশ্চয় মানুষ মহা ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আসর: ১-২)

কেয়ামতের দিন মানুষ সময় কীভাবে ব্যয় করেছে তার হিসাব দিতে হবে। অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় অকারণে বহু সময় হারিয়ে যায়। তাই এর ব্যবহার হতে হবে সচেতনভাবে ও উদ্দেশ্যভিত্তিক।

২. গীবত, পরনিন্দা ও দোষচর্চা থেকে দূরে থাকা

আল্লাহ তাআলা গীবতকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন: "তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে?" (সূরা হুজরাত: ১২) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।" (সহীহ বুখারী: ২৪৪২)

সহজলভ্যতার কারণে সোশ্যাল মিডিয়া আজ গীবত ও পরনিন্দার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এখানে ভুল মুহূর্তেই ভাইরাল হয়, আর কিছু লাইক–ভিউয়ের আশায় মানুষ দ্বিধাহীনভাবে তা ছড়িয়ে দেয়। দাওয়াতি কাজে এ আচরণ সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

৩. বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলা

সোশ্যাল মিডিয়া এখন মতের অমিলে উত্তপ্ত বিতর্কের মঞ্চ। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: "তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়।" (সূরা নাহল: ১২৫)

নবীজীর আচরণের মূল ছিল কোমলতা। আল্লাহ বলেন: "তুমি যদি কঠোর হৃদয়ের হতে, তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত।" (সূরা আল ইমরান: ১৫৯)

তাই দাওয়াত কখনো রূঢ়তা, বিদ্বেষ বা তর্কের রূপ নিতে পারে না।

৪. তথ্য প্রচারের আগে যাচাই করা

স্যোশাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড় সংকট হলো, এখানে খুব দ্রুত যাচাই-বাছাই ছাড়া ভুল তথ্য, মিথ্যা সংবাদ, মনগড়া বক্তব্য ও গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই (তাকে সত্য মনে করে) তার পিছনে পড়ো না। জেনে রেখ, কান, চোখ ও অন্তর এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৩৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "হে মুমিনগণ! কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।"(সূরা হুজরাত, আয়াত: ৬)

৫. দাওয়াতে একনিষ্ঠতা ও ইখলাস

স্যোশাল মিডিয়ার আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো সেলিব্রিটি ফিতনা। জনপ্রিয়তা লাভের এই মোহে জড়িয়ে পড়লে দ্বীন প্রচারের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

উস্তাযুল হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া মেহেরপুর

বন্ধুত্বের প্রভাব: শিশুর নেক আমল ও চরিত্র গঠনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

তানভীরুল ইসলাম

মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী। আমরা কখনো একা থাকতে পারি না, আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে সমাজের মানুষরা। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং আমাদের চরিত্রের বিকাশে বন্ধুরা গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলামও এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে এবং আমাদের সতর্ক করে যে, আমাদের বন্ধু এবং সামাজিক সম্পর্ক কেবল আনন্দ, সুখ বা বিনোদনের জন্য নয়, বরং তারা আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বন্ধুত্বের প্রকৃত মান ও সতর্কতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, "সৎ ও ধৈর্যশীল বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হও, আর যারা তোমাদের ঈমানকে দুর্বল করে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করো।" (সূরা কাহফ, আয়াত ২৮) এই আয়াত স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, সঠিক বন্ধু নির্বাচন কেবল সামাজিক নয়, বরং আধ্যাত্মিকও। আমরা যেমন জগতে আমাদের চরিত্র গড়ি, বন্ধুর প্রভাব আমাদের চিন্তাভাবনা, মননশীলতা এবং আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। একজনের চারপাশে যারা থাকেন, তারা তার জীবনকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে ধনশালী বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

নবী করিম (সা.) নিজেও বন্ধু নির্বাচনের বিষয়ে আমাদের জন্য নিখুঁত উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, "একজন মানুষের সঙ্গের প্রভাব তার চরিত্রের উপর অত্যন্ত প্রভাব ফেলে। একজনকে দেখো, সে কেমন বন্ধু নির্বাচন করে, তাতে তার ধর্ম ও নৈতিকতার মান নির্ধারিত হয়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৬৫) অর্থাৎ, বন্ধুত্ব শুধু সামাজিক সম্পর্ক নয়, এটি ব্যক্তি ও তার ঈমানের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখি, তারা আমাদের ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে, আমাদের চিন্তাভাবনা এবং চরিত্রকে প্রভাবিত করে। তাই বন্ধুর নির্বাচনে সতর্ক থাকা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বন্ধু হলে তা শুধু আনন্দের সঙ্গী নয়, সে প্রেরণা, পরামর্শদাতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য দিকনির্দেশকও হতে পারে। নবী (.স) বলেছেন "সৎ ব্যক্তি হলো সেই, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহর কথা মনে পড়ে এবং যার সঙ্গে বসে তুমি নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করো।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৫৭) ।

বন্ধুত্বের মান তাই ব্যক্তির ঈমান, চরিত্র ও নৈতিকতার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটি ভালো বন্ধু আমাদেরকে প্ররোচিত করে, সৎ কাজের দিকে নিয়ে যায় এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সমৃদ্ধি আনে।

অন্যদিকে খারাপ বন্ধু এবং অনৈতিক সঙ্গ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। নবী (সা.) বলেছেন "যে ব্যক্তি অন্যায়ের সঙ্গে মেলামেশা করে, সে তার সঙ্গীর অপরাধের সঙ্গে অংশীদার হয়।" (সহীহ তিরমিজি, হাদীস ২৩১০) । এটি আমাদেরকে শিখায় যে, বন্ধুর প্রভাবের প্রতি উদাসীন হওয়া কখনোই নিরাপদ নয়। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সতর্কতা, ধর্মপ্রাণতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিকতা সর্বাগ্রে রাখা জরুরি।

শিশুকাল থেকেই বন্ধুত্বের গুরুত্ব আরও বেশি। শিশুরা চারপাশের পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের আচরণ থেকে শিক্ষা নেয়। তাদের মধ্যে সৎ ও ঈমানদার বন্ধু নির্বাচন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে, শিশুর চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত্তি শক্ত হয়। অভিভাবকদের উচিত শিশুকে শেখানো কাদের সঙ্গে সময় কাটানো উচিত এবং কার সঙ্গে দূরে থাকা নিরাপদ। এভাবে সঠিক বন্ধু নির্বাচন শিশুর জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে।

বন্ধুত্ব মানুষের সামাজিকতা, ধৈর্য, নম্রতা এবং উদারতা বিকাশেও সাহায্য করে। একজন মুসলিম যখন সৎ ও ঈমানদার বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সে কেবল সামাজিকভাবে উন্নত হয় না, বরং তার নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক অবস্থাও দৃঢ় হয়। বন্ধুর প্রভাব মানুষকে ধীরে ধীরে চরিত্রবান, দয়ালু এবং দায়িত্বশীল করে তোলে।

ইসলামে বন্ধুত্ব কেবল সামাজিক সম্পর্ক নয়, এটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। একজনের বন্ধু ও সামাজিক পরিবেশ তার চিন্তাভাবনা, নৈতিকতা, চরিত্র এবং ঈমানকে প্রভাবিত করে। সঠিক বন্ধু নির্বাচন, খারাপ প্রভাব থেকে দূরে থাকা এবং শিশুদের ছোটবেলা থেকেই এই নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে কেবল সমাজে সম্মানই অর্জন করে না, বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতিও লাভ করে।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

কুকুর বিয়োগের পর

তাওহীদাহ্ রহমান নূভ

তোমার কুকুরটা মরেছিলো -
রোদ্দুরের নিচে তার চোখে কাচের মতো শূন্যতা।
তুমি বলেছিলে, "আমার বুক কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে রে।"
আমি তখন বুকের নিচে চাপা দিচ্ছিলাম
এক অজানা মৃত্যুর ঢেউ-
জানতাম, আমি মা হবার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়েছি।

তবু তোমার কাঁধে হাত রেখেছিলাম,
বলেছিলাম- "চলো, ওকে পুঁতে আসি গলির শেষ বাঁকে।"
তুমি কাঁদছিলে, আমি নীরব,
আমার ভিতরেই কুকুর, শিশু, ঈশ্বর -সবাই একসাথে মরছিল।

তারপর একদিন শুনলাম,
মহল্লার নতুন কুকুরটাকে তুমি দুধ খাওয়াও, নাম
রেখেছো আলো।
আমার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে
একটা নির্দয় স্বাভাবিকতায়,
বললে - "তুই হাস, না?"

আমি হাসলাম, এমনভাবে যেন মৃত্যুও লজ্জা পায়।

তোমার পায়ের ধুলোয় লেপ্টে ছিলো
আমার সব মাতৃত্ব, সব প্রার্থনা।
তুমি চলে গেলে, আমি কেবল হাসতে হাসতে
আমার শূন্য গর্ভে বৃষ্টির জল ঢালতে থাকলাম -
যেন কুকুর নয়,
একটা হারানো মানবজন্ম ফিরে পাই।

ঝালমুড়ি

সাকিব জামাল

ঝাঁকাও, ঝাঁকিয়ে নাও।
বয়স হয়ে গেলে;
ঝাঁকাতে পারবে না আর।
তখন আকাশে উড়ে বেড়াবে
নীলকণ্ঠ নাগরিক পাখি!
পৃথিবীর সমস্ত গণঅভ্যুত্থান
রয়েছে স্বাক্ষী।

বোকা মেয়ে

শাখাওয়াত তানভীর

বহুদিন দ্যাখা নাই
কথা নাই, বার্তা নাই, কবিতা নাই
ছেলেমি নাই, পাগলামি নাই
হুট-হাঠ এসে বলে না উন্মাদ- চল পালাই;

যাক, বাঁচা গেল-
কেটে গ্যাছে অনাহুত ভয়;
বোকা মেয়ে! ভেবেছে-
এইবার পাগলটা ভুলেছে বোধহয়!

সাবধান, মেয়ে!
আসছে মাতাল- ঝড় হয়ে!
লুকাবে কোথায়-
কোন যমুনায়, কার কবিতায়?
কামে নয়, প্রেমে নয়-
প্রগাঢ় ভালোবাসায়- ডুবেছে যে হৃদয়
উপেক্ষার ঢলে, সে কি ভুলে?
ভুলে না, জরায়! ক্ষুধিত প্রাণে জীবনের বিস্ময়!

নীলাম্বরী আর্তনাদ

সবুজ মণ্ডল

হন্যে হয়ে খুঁজেছি তোমায়
আঁতুড়ঘর থেকে মাটির সাড়ে তিনহাত তলায়।
একান্ন তারার ঢালি সাজিয়ে দিতে পারি নি বলে
তোমার অভিমান,
আর আমি-
অতৃপ্তি আর আত্মহননের বিষে নীলাম্বর হয়েছি
তা কি তোমার অগোচরেই রয়ে যাবে!

জানি,আজ তোমার অভিমানেরা সাবালক হয়েছে,
অবোধ স্বপ্নগুলো কথা বলা শিখেছে,
কিন্তু আমি-
তোমার স্বপ্নগুলো বিবর্ণ হয়ে যাবে বলে
আজো তাদের গলায় রক্তজবা পরিয়ে রেখেছি।

হতে পারে -রাজঘরে জন্ম তোমার, রাজকন্যা তুমি!
তাই বলে কি কৌটালপুত্রের যন্ত্রণার ঝনঝনানি
পাড়ি কি দেয় না তোমার রুদ্ধকর্ণের আধোপথ?

আশা এবং ভাষা

আহসানুল করিম

আশার পকেটে বুঝি ফুটো থাকে
ঝুরঝুর ঝরে পড়ে হায়াত ও রিজিক,
গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে বোঝাপড়া আর
দারুণ জরুরি কিছু বোধের লজিক।

ভাষার ছাদেও বুঝি ফুটো থাকে
টিপটিপ করে পড়ে নিয়তের ছল,
ধীরে ধীরে জমে ওঠে উদাসীন ক্ষয়
মানুষ তাকিয়ে দ্যাখে অমোঘ ফাটল।

কল্পনা

যাইদ আল মারুফ

কল্পনায় ঘর বেঁধেছি, ছোট্ট কুঠিরে প্রদীপের
মিটিমিটি আলো জ্বলে আর, উঠোনে রাঙাপাটি।
সহস্র বার যে ভেবেছি, কন্যাকে নিয়ে জোছনার
আলোকে বসে দুজন কত, করেছি খুনসুটি।

যখন প্রকৃতি অনুভবে, আমি বিভোর রোমাঞ্চিত
চাঁদের মত নীরব হয়ে, বাহার ছড়িয়েছি।
ছোঁয়েছ আমায় অভিনবে,পৃষ্ঠ গ্রীবা আবৃত চুলে
বেণী পাকিয়ে দিয়ে প্রণয়, চাদর জড়িয়েছি।

প্রেমের কলংক

হাসান মাহমুদ

ভালবেসে সখি
কলঙ্ক মাখিলে গায়,
সেই প্রেমেতে চণ্ডীদাসের
জাত যায়, কুল যায়।

রাত্রে আকাশে যে শশী
জ্যোৎস্না বিলায়,
কলঙ্কিনী সেও—
সে দাগ মুছে না, হায়!

বিদোষীরে দোষে সমাজ
যে কলঙ্কের দায়,
অমরত্ব পাইলো সে প্রেম
রাধে-শ্যামায়।

বিরহ-দহনে পুড়িলে মন
লাজ ফেলে সখি, আয়—
আমাদের প্রেমের অমরত্ব দেই
কলঙ্ক মাখায়ে গায়।

হরিৎজলের আদিম উৎসব

অনন্য কাওছার

সন্ন্যাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেতে থাকো গভীর
অরণ্যের বনস্থল, বনস্পতি গাছের নিচে টলমল করতে
করতে দেখতে থাকো শতাব্দীর হিমেল দলিল দস্তাবেজ
আর অকুণ্ঠচিত্তে উপলব্ধি করো আমাদের বা আমার
পূর্বপুরুষ কীভাবে টেনেছেন আদিমতা কস্তুরি-ঘ্রাণ
গোগ্রাসে গিলেছেন বনজ বৃক্ষাদি হরিৎজলের শরাব
আমি তো তাদেরই মত প্রান্তিক মনীষীর বোধের বারুদ
করতলে নেচে ওঠে বাল্মিকী প্রতিভার বিম্বিত জলছবি
তবুও জীবন! কতকাল দেখাবে তুমি বেদনার ইঁদুরনাচন।

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে তৃণাচ্ছন্ন বাতাসের ঢেউ
একরোখা নেপথ্যের দিকভ্রান্ত ঊষার নভোচারী শোক
তোমাদেরও শেখাব ফিলোসোফি আর জীবন কেতাব
সুফিদের গভীর উপলব্ধি প্রবাহিত যে গুহার গায়ে
দুর্জ্ঞেয় বোধের ভেতর দেদীপ্যমান যে নীলাম্বরী এসরাজ
আর কোনো এক মহর্ষি পথিকের খুঁজে যেই আমি
মিস্টিসিজমের অকল্পনীয় শহর ঘুরেছি আবহমানকাল
তবে আমাকেও অনুসরণ করতে পারো হে অরণ্যগামী
চেতনায় যার নিসিন্দা পুরোপলীয় নদীর আদিম উৎসব।

চিরকুট

রাহেলা আক্তার

বিংশ শতাব্দীর পুরোনো সেই ডায়েরি-
তার ভাঁজে শুকনো গোলাপের সুগন্ধি পাপড়ি,
আর কালির আঁচড়ে এলোমেলো এক চিরকুট।
চিরকুটে লিপিবদ্ধ—না পাওয়ার আক্ষেপ, সাথে
গোলাপের রক্তরসে মোড়ানো প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার।

"ভুলেই গিয়েছি অতীত, নতুন করে কেন শান দিলে?"
"এলেই যবে, ত্রিলোকে আমরণ কাটাব একসনে।"

প্রতিশ্রুতির ডানায় ডানায় পুষ্পকেশরে সজ্জিত হলো-
অযত্নে একদিন ডানার,পুষ্পরেণুগুলো সংকুচিত হয়ে
ঝরে পড়ে, আক্ষেপের দেয়াল বেয়ে উইপোকা ধ্বংস
করে প্রতিশ্রুতির ডানা।
তৈরি হয় সুউচ্চ পাহাড়; আরোহণে ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি,
ছিটকে পড়ে ভূমধ্যসাগরের অতলে-
সান্নিধ্যে পৌঁছানো হলো না আর— ডায়েরির ভাঁজেই
তব রয়ে গেল,
চিরকুটের প্রতিশ্রুতি আর না-পাওয়ার আক্ষেপ।

বাঁধন ভাঙার গান

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

জাগো বলহীন! নাই পথ চিন
আঁধারে আলোক তল,
কান্তার পথ দুর্বল রথ
কে বাঁচাবে আজ বল?

শাসনের ত্রাসে নিতে চায় গ্রাসে
বাঁধনে মানব প্রাণ,
মুক্তির তরে মন-প্রাণ ভরে
নবতরে রচো গান।

হে নব জোয়ান! হয়ে আগুয়ান--
প্রভুদের দাও রুখে,
যেথা করে রাজ ফেলে সেথা বাজ
রক্ত ছুটাও মুখে !

সাহসেই জয় আসে নিশ্চয়
প্রতিরোধী হয়ে ফিরো,
তোমারই বীর অত্যাচারীর
মুখোশ টানিয়া ছিঁড়ো!

দুর্দমে চলে অসত্যে দলে
দাসত্ব করো শেষ,
আলোর ছায়ায় মানবমায়ায়;
গড়ে তোলো নব দেশ!

প্রয়াণ

ধর্মেন্দ্রকে বিয়ে, কতটা সুখী ছিলেন হেমা মালিনী

বলিউডের কিংবদন্তি তারকা ধর্মেন্দ্র (৮৯) মারা গেছেন। সিনেমার মতই বর্ণাঢ্য ছিল তার ব্যক্তিজীবন। বিশেষ করে ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীর সম্পর্ক বলিউডের ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল। সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করতে করতেই বাস্তব জীবনের প্রেমে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। অভিনেতার মৃত্যুর পর সামনে এসেছে তাঁদের প্রেম ও সংসার জীবনের নানা বিষয়।

১৯৭০ সালে 'তুম হাসিন মে জাওয়ান' সিনেমার সেটে প্রথম দেখা হয় ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীর। এরপর পরিচয়-প্রেম। ধর্মেন্দ্র তখন স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে সংসার করছিলেন। তাদের সংসারে চার সন্তান- সানি দেওল, ববি দেওল, বিজেতা ও আজিতা। তবুও হেমার প্রতি তার টান দিন দিন বেড়েই যায়। ১৯৮০ সালে সমাজিক বাধা ও নানা জটিলতার মাঝে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে ধর্মেন্দ্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হেমাকে বিয়ে করেন। ধর্মেন্দ্র পরিবর্তন করে হন দিলাওয়ার খান, আর হেমা হন আইশা বি আর। বিয়ে হয় গোপনে, মাত্র দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে।

পরে হেমার দক্ষিণ ভারতীয় পারিবারিক রীতি অনুযায়ী একটি আইয়েঙ্গার স্টাইলের প্রথাগত বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। বিয়ে নিয়ে তখন অনেক বিতর্ক হলেও পরে অনেককিছু মেনে নিয়েই সংসার করতে হয়েছে হেমাকে। কখনো ধর্মেন্দ্রের হাত ছাড়ার চিন্তাও করেননি। সময়ের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল তাদের সম্পর্ক।

২০২৩ সালে এক সাক্ষাৎকারে হেমা মালিনী বলেন, 'সবাই ভালোভাবে বাঁচতে চায় কিন্তু তারপরও জীবনে অনেক কিছু ঘটে, যা মেনে নিতে হয়। আমি খারাপ অনুভব করি না বরং নিজের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট।'

তিনি বলেন, 'প্রত্যেক নারী স্বামী, সন্তানসহ পূর্ণ একটি পরিবার নিয়ে স্বাভাবিক সংসার চায়। কিন্তু আমার জীবন অন্য পথে গেছে। তবুও আমি খুশি, আমার দুই মেয়ে, তাদের আমি খুব ভালোভাবে মানুষ করেছি।'

'হেমা মালিনী : বিয়ন্ড দ্য ড্রিম গার্ল' বইতে অভিনেত্রী উল্লেখ করেছেন, বিয়ের আগে তিনি ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে মাত্র কয়েকবার দেখা করেছেন।

হেমা মালিনীর কথায়, 'আমি কখনও কাউকে কষ্ট দিতে চাইনি। ধর্মেন্দ্রজি আমার ও মেয়েদের জন্য যা করেছেন তাতে আমি খুশি। তিনি একজন বাবার দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন তাতে আমার কোনো

অভিযোগ নেই।'

জানা যায়, হেমা মালিনী ও দুই মেয়ে থেকেছেন মুম্বাইয়ে, আর ধর্মেন্দ্র জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন প্রথম পরিবারের সঙ্গে। এমনও শোনা যায়, ধর্মেন্দ্রর প্রথম পরিবারের জুহুর বাড়িতে কখনও যাননি হেমা মালিনী। তবুও দুই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। বিয়ে, জন্মদিন, বিশেষ অনুষ্ঠান, সবখানেই দেখা মিলেছে অভিনেতার।

ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনী পর্দায় একসঙ্গে ৪২টি সিনেমায় কাজ করেছেন। এসব সিনেমার মধ্যে আছে 'শোলে', 'সীতা আউর গীতা', 'নসীব', 'আলিবাবা অউর ৪০ চোর', 'আন্ধা কানুন', 'ছোট্ট সি বাত', 'তুম হাসিন ম্যায় জওয়ান' ইত্যাদি।

ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীর প্রেম শুধু একটি চলচ্চিত্রি রোমান্স নয়-এটি সময়ের, সমাজের ও ভালোবাসার সীমারেখা পেরিয়ে যাওয়া এক বাস্তব উপাখ্যান। তাদের ভালোবাসার গল্প প্রমাণ করে, সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও বয়স, ধর্ম বা সমাজের বাধায় থেমে যায় না।

বিনোদন ডেস্ক

দুর্যোগ আর রাজনৈতিক আবহে মানবিক গল্প

মুক্তির আগেই ফেসবুকজুড়ে আলোচনা। নানা গ্রুপ, চলচ্চিত্রপ্রেমীদের পোস্ট, বন্ধু–অপরিচিতের টাইমলাইন—ঘুরে ফিরছিল এই নাম। নির্মাতা, অভিনেতা আফজাল হোসেন ফেসবুকে লিখেছেন, 'যাঁরা ভালো সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন, যাঁরা দেশে ভালো চলচ্চিত্র নির্মিত হলে খুশি হন, তাঁদের জন্য আনন্দের সংবাদ। চমকে দেবার মতো অতি চমৎকার একটা চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে।'

১৪ নভেম্বর সিনেমাটি দেখে সুরকার–গীতিকার প্রিন্স মাহমুদ লেখেন, 'একটা সিনেমা দেখলাম—মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের 'দেলুপি'। এমন মুগ্ধতা খুব কম সিনেমা দেখেই হয়। কী গল্প, দৃশ্যকল্পের বর্ণনা, চরিত্রের পরিবর্তন আর মিউজিকের পরিমিতিবোধ! পরিচালনা, সিনেমাটোগ্রাফি, সম্পাদনা আর অভিনয়—সবই গভীর ছাপ রাখল।' এসব দেখেশুনে ছবিটা দেখার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। এসব দেখে আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। শুরু করলাম 'দেলুপি'র যাত্রা—যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর মানুষের টিকে থাকার লড়াই মিলেছে এক স্রোতে।

গল্প নিয়ে গল্প

শুরুটা অন্য রকম। দেখা যায়, দেশের সরকারপ্রধান সাধারণ মানুষের গণবিপ্লবের মুখে ক্ষমতা ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। রাজনৈতিক এই অস্থিরতার মধ্যেই ভয়াবহ বন্যা প্লাবিত করে একটি গ্রামের জীবন। মানুষের ঘরবাড়ি, রুজিরোজগার, পথঘাট—এক রাতেই সব ভেসে যায়। যাত্রাশিল্পী পরিবারের ছেলে পার্থ (চিরনজিৎ বিশ্বাস) ধীরে ধীরে পরিবারের ভেঙে পড়া প্রত্যক্ষ করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন হতাশা, তখনই পার্শ্ববর্তী গ্রামের নূপুরের (অদিতি রায়) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়ে ওঠে আশ্রয়ের মতো। এই প্রেমই গল্পে এনে দেয় সূক্ষ্ম উষ্ণতা। যা কঠিন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দখলদারির রাজনীতি

দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা স্থানীয় নেতা জাকির (জাকির হোসেন) গ্রামে ফিরে আসে টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণের অজুহাতে। শুরু হয় চাঁদাবাজি, দখলদারি আর ক্ষমতার প্রদর্শন। ঠিক তখনই শহরে পড়াশোনা করা তরুণ মিহির (রুদ্র রায়) গ্রামে ফিরে আসে। অতীতের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও গ্রামের প্রতি দায়বদ্ধতা তাকে জাকিরের বিপরীতে দাঁড় করায়।

বন্যা, নদীভাঙন, রাজনৈতিক বিভাজন, পার্থ–নূপুরকে নিয়ে কানাঘুষা—সবই একই চিত্রের অংশ হয়ে ওঠে। মানুষের সাহস, মতাদর্শিক টানাপোড়েন আর টিকে থাকার জেদের ওপর ভর করে গল্প এগিয়ে যায়।

তাওকীরের সংযত পৃথিবী

তাওকীরের নির্মাণশৈলীর মূল শক্তি—পরিমিতি, স্থিরতা ও কঠিন বাস্তবতার নীরব বয়ান। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো বিস্তৃত বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন বিন্দুমাত্র অতিনাটকীয়তা ছাড়া। সংযত ক্যামেরা, বাস্তবিক সংলাপ আর নীরবতার ভেতর লুকিয়ে থাকা টানটান উত্তেজনা—সব মিলিয়ে গল্পে তৈরি হয়েছে ঘন বাস্তবতা।

৫ আগস্ট–পরবর্তী দেশের ঘটনাপ্রবাহ এখানে যেন ছোট এক প্রতিচ্ছবি—ক্ষমতার বদল, বন্যা, দখলদারি, শ্রেণিসংঘাত থেকে প্রেম ও সন্দেহ—সবই একই ফ্রেমে সমান্তরালে প্রবাহিত।

সংলাপ—ব্যঙ্গ, কৌতুক ও নির্মম সত্য

'দেলুপি'র প্রাণ তার সংলাপ—ব্যঙ্গ, কৌতুক আর নির্মম সত্য একসঙ্গে বোনা। সবচেয়ে আলোচিত সংলাপটি—

'এক সরকার এসে বলে যাত্রা হবে। আরেক সরকার এসে বলে যাত্রা হবে না। এটা কি মগের মুল্লুক নাকি? আমি যাত্রাশিল্পী, আমি আমার অভিনয় করব।'

এই একটিমাত্র বাক্যেই ধরা পড়ে সময়ের তীক্ষ্ণ বাস্তবতা, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন ও ক্ষমতার খামখেয়ালির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। সংলাপ শুধু হাসায় না—মুহূর্তে থমকে দেয়, আয়নার মতো সামনে তুলে ধরে সমাজ–রাজনীতির চাপা উত্তাপ। কথার হালকা রসবোধের নিচে লুকিয়ে থাকে গভীর ক্ষত, আর সেখানেই সংলাপ হয়ে ওঠে সিনেমার অন্যতম শক্তি।

কথা কম, শব্দ বেশি—এমন এক জগৎ তৈরি করেছে 'দেলুপি', যেখানে দর্শককে টেনে নেয় আলো–অন্ধকার–নীরবতার গভীরে।

রহস্য বাড়ালেন শুভ-ঐশী প্রেম-বিয়ে নাকি প্রচারণা

চিত্রনায়িকা জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী এবং নায়ক আরিফিন শুভ- দুজনই ব্যক্তিজীবনে যথেষ্ট 'আড়ালপ্রিয়'। কাজ ছাড়া তাদের খুব একটা দেখা মেলে না, সোশ্যাল হ্যান্ডেলেও একেবারে সীমিত উপস্থিতি। তবু এই দুজনকে জুটি করে তৈরি হয়েছে একের পর এক ছবি। 'মিশন এক্সট্রিম', 'মিশন এক্সট্রিম ২: ব্ল্যাক ওয়ার' এবং 'নূর'। এর মধ্যে তৃতীয় ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায়। তবে চলচ্চিত্রের বাইরেও আলোচনায় এসেছে এই জুটি, বিশেষ করে শুভ।

গত জুলাইয়ে শুভ জানান তার দাম্পত্য জীবনের ইতি টানার কথা। স্ত্রী অর্পিতার সঙ্গে সম্পর্ক টেকেনি, এ খবর তিনি প্রকাশ্যে দেওয়ার পর শুরু হয় নতুন জল্পনা। সে সময় গুঞ্জন ওঠে শুভর ব্যক্তিজীবনে ফাটল নাকি অভিনেত্রী ঐশীর কারণে! অনেকে বলছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আয়োজনে দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাওয়ায় সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। এরপর অবশ্য সে গুঞ্জন এগোয়নি, তবে জিইয়ে ছিল কৌতূহল। সে কৌতূহল ডালপালা ছড়াতে ছিল এতোদিন।

এবার সেই কৌতূহলটাকে যেন নিজেরাই জাগিয়ে তুললেন নায়ক–নায়িকা। আজ মঙ্গলবার সকালে প্রায় একই সময়ে একই ধাঁচের ছবি তুলে ধরলেন দুজন। ঐশী শিউলী ফুল আঁকা শাড়িতে, শুভর বুকে মাথা রেখে আবছা আলোয় ধরা দিয়েছেন। ছবিটি যেন নিজেই বলছে তাদের গল্প।

কিন্তু রহস্য আরও গভীর হয় ক্যাপশনে। আরিফিন শুভ তার ছবির ক্যাপশন লিখেছেন, 'তোরে এত ভালবাসি, আর বলব কতবার।' অন্যদিকে ঐশী যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি লিখন, 'যদি হারাস একটিবার, মরে যাব শতবার।'

দুটি ছবি, দুটি বাক্য, কিন্তু সুর এক। আর ঠিক সেখানেই উঁকি দিচ্ছে পুরনো প্রশ্ন- শুভ ও ঐশী কি সম্পর্কে নাকি অন্য কিছু?

এর মাঝে শোনা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন আটকে থাকা রায়হান রাফী পরিচালিত এই জুটির আলোচিত সিনেমা 'নূর' বায়োস্কোপ প্লাসে দ্রুতই মুক্তি পাবে। তাই নেটিজেনদের দ্বিধা- একি সিনেমার প্রচারণা, নাকি পর্দার বাইরে কোনো সম্পর্ক।

বিনোদন ডেস্ক

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY TOP 10 ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S 2022 LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 27 November 2025, 9th Year, Issue 454

বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ , ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৪

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর নিরাপত্তাবাহিনী এলাকাটি ঘিরে রাখে।

দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য গুলিবিদ্ধ, এক সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

ওয়াশিংটন

২৬ নভেম্বর বুধবার বিকেল প্রায় আড়াইটার দিকে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ হন।

বিশেষ প্রতিনিধি

ওয়াশিংটন ডিসির কেন্দ্রস্থলে, হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে—দুপুরের ব্যস্ত সময়ে হঠাৎই গুলির শব্দে স্তব্ধ হয়ে যায় ফারাগাট ওয়েস্ট মেট্রো স্টেশনের আশপাশ। ২৬ নভেম্বর বুধবার বিকেল প্রায় আড়াইটার দিকে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য—একজন নারী ও একজন পুরুষ—গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। দু'জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

ইতিমধ্যে হামলাকারীকে সনাক্ত করা হয়েছে। তার নাম রহমতুল্লাহ লাখোয়ানি। তিনি একজন আফগান অভিবাসী।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

এইচ-১বি ভিসায় জালিয়াতির অভিযোগ মার্কিন কূটনীতিকের

উত্তর আমেরিকা অফিস

মাহভাশ সিদ্দিকী

ভারতীয়-আমেরিকান মার্কিন কূটনীতিক মাহভাশ সিদ্দিকী অভিযোগ করেছেন, এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচিতে ব্যাপক ও পদ্ধতিগত জালিয়াতি হচ্ছে। তার দাবি, ভারতের পক্ষ থেকে আসা প্রায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

প্রেস সেক্রেটারির আত্মীয়কে আটক করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিটের ভাতিজার মাকে আটক করেছে—এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে ঘটনার সঙ্গে পরিচিত এক সূত্র। ডিএইচএস মুখপাত্র ওই নারীর পরিচয় দিয়েছেন ব্রুনা ক্যারোলিন ফেরেইরার হিসেবে।

এবিসি নিউ হ্যাম্পশায়ারের সহযোগী স্টেশন ডব্লিউএমইউআরকে লেভিটের ভাই মাইকেল লেভিট জানিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহ আগে ফেরেইরাকে আটক করা হয়েছে। তার ১১ বছরের ছেলে জন্মের পর থেকেই তার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

নিউইয়র্ক সিটিতে অর্জন

ট্রানজিশন টিমে অন্তত ১২ জন বাংলাদেশি

ইব্রাহীম চৌধুরী

নিউইয়র্কের রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের কাজের গৌরবজনক ফলাফল পাওয়া গেছে। নব নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির হালনাগাদ ঘোষিত ট্রানজিশন টিমে ১২ জন বাংলাদেশির অন্তর্ভুক্তির খবর পাওয়া গেছে। মার্কিন রাজনীতিতে বাংলাদেশিরা কমিউনিটি হিসেবে এবারই এমন ধর্তব্যের স্বীকৃতি প্রথমবারের মতো পেয়েছেন।

তালিকায় বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছে নাগরিক আন্দোলনের নেত্রী কাজী ফৌজিয়া, জনসংগঠক আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা শামসুল হক, জনসংগঠক মোহাম্মদ করিম চৌধুরী, ফারিরা আক্তার, আরমান চৌধুরী, শাহ রেহমান, তাজিন আজাদ এবং শ্যামতলী হক। আগে থেকেই জারা রহমান এবং আরও দুইজন কর্মকর্তা মামদানি টিমের সাথে কাজ করছেন।তারাও ট্রানজিশন টিমে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন।

৪০০ জনের তালিকা ধরে বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয়দের নাম

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল

রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন

প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে জন্য বাংলা ভারতীয় ও কন্টিনেন্টাল খাবারে দক্ষ

অভিজ্ঞ কারী ও কাবাব শেফ প্রয়োজন

প্রার্থীকে পার্টি ইভেন্ট অনুযায়ী বিশেষ মেনু তৈরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। রেস্টুরেন্ট বা পার্টি হলে ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। টিমওয়ার্ক, সময়ানুবর্তিতা এবং পেশাদারিত্বের মান বজায় রাখার সক্ষমতা থাকতে হবে।

ঠিকানা
1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208.
আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
৭৭৫৳
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury
Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
IRS e-file
Income Tax
Sales Tax
Corporate Tax
Partnership Tax
Business setup
Payroll (W2, 1099)
All imigratoin Services
Accounting & Bookkeeping
MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: Hillsidetax21@gmail.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
2152B Westchester Ave,
Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
Emirates KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR ETIHAD
এয়ার টিকেট, হজ্ব-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
IMMIGRATION
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

FROMEN INJURY LAW
www.fromenlaw.com 716-855-1222
Licensed in New York and the U.S. Supreme Court.
CALL NOW FOR FREE CONSULTATION
আমরা দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আইন সেবা প্রদান করে থাকি
SERVICES
• Car accidents • Drunk driving accidents
• Truck accidents • Wrongful death
• Bus accidents • Construction site accidents
• Ride share Uber/Lyft accidents • Slip & fall accidents Dog bite
• Pedestrian accidents • Workplace accidents
• Motorcycle accidents • Product liability
NAZMUS SAKEEB, ESQ.
ATTORNEY AT LAW
CONTACT US
OFFICE: 716-855-1222
CELL: 716-377-7918
nsakeeb@fromenlaw.com
www.fromenlaw.com

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com